চন্দনের বনে

খন্দকার মজহারুল করিম

আবু আলম মোঃ শহীদ খান,
নার্গিস বেগম মিনিকে—

banglabooks.in

মায়াবী নিসর্গের মুক্ত বালিকা ডোনার জীবনে হঠাৎ এল ভালবাসা। তীব্র গতিময় এই ভালবাসার মানুষটি রহস্যময়। ডোনা শিউরে উঠে দেখতে পেল, শুধুমাত্র প্রেমিকের জীবন বাঁচানোর জন্যে তাকে এমন একজনের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হতে হচ্ছে, যাকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে সে।

পরিবেশ তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এক অনিশ্চিত, অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনে··· চারপাশের সবকিছু রহস্যময়···রাতের অন্ধকারে কারা খুন করতে চায় তাকে?

চন্দনের বনে

খন্দকার মজহারুল করিম

banglabooks.in

প্রজাপতি প্রকাশন

চন্দনের বনে

খন্দকার মজহারুল করিম

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব লেখকের
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
সেবা প্রকাশনী, জুন ১৯৮৯
প্রজাপতি সংস্করণ
নভেম্বর, ১৯৯২
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রণঃ কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

CHANDONER BONEY

Khandkar Mazharul Karim

ISBN-984-462-009-0

যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
(সেবা প্রকাশনীর একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান)
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

মূল্য ॥ পঁয়তাল্লিশ টাকা

এক

আকাশে যেসব মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজের মত, তাদেরই একটা খণ্ড ছায়া ফেলেছে ঠিক চূড়ার ওপর, যেন টুপি পরিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের মাথায়। সেই দিকটায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে ডোনা।

বোনকে ডেকে বলল, 'অ্যাই, মোনা, তাকিয়ে দেখ, কী সুন্দর!'

বোনটি তার দু-বছরের ছোট, কিন্তু বোঝা যায় না। ষোল বছরেই সে বড়বোনের সমান হয়ে উঠেছে।

শুধু এক জায়গায় মেলে না তাদের।

'কিসের কথা বলছ, আপা?' মোনা ভ্রু কুঁচকে ডোনার পাশে এসে দাঁড়াল।

'সবুজ পাহাড়টা কেমন মাথায় কালো টুপি পরেছে, দেখতে পাচ্ছিস না!'

মোনা আশা করেছিল, একটা অসাধারণ পাখি কিংবা গাছ চোখে পড়েছে তার বোনের। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে সব আজগুবি জিনিস তোমার মাথায় ঢোকে আপা, বুঝতে পারি না। চলো, ফেরা যাক। এক্ষুনি রোদ চড়া হয়ে উঠবে।'

অমিলটা এইখানে। ডোনা হতাশ সুরে মোনার কাঁধে হাত রাখল। 'সত্যিই এমন সুন্দর দৃশ্যটা ভাল লাগছে না তোর? আসলে তোর মন বলে কিছু নেই।'

বোনের গাল টিপে দিল ডেঁপো মেয়েটো। বলল, 'খুব আছে। এই যে, মায়ের শাড়িটা পরেছ, দারুণ মানিয়েছে তোমাকে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কবিদের মত পাহাড়-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকার একটুও আগ্রহ নেই আমার।'

মোনার কথায় সচেতন হল ডোনা। সে ভুলেই গিয়েছিল, শাড়ি পরতে শেখার পর এই প্রথমবারের মত মায়ের হালকা গোলাপি শাড়িটা পরে পাটোয়ারীদের টিলায় বেড়াতে এসেছে সে। বুক থেকে আঁচল সরে গিয়েছিল। সেটা ঠিক করল। তারপর বলল, 'আরও একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে এখানে। পাঁচ মিনিট।'

'দাঁড়াও তুমি। পাঁচ মিনিট কেন, সারাদিন। আমি চললাম।'

'সত্যিই চললি?'

'নয় তো কী?' কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলল মোনা, 'বড় ঝর্ণার কাছে কুল গাছ দেখেছি। কয়েকটা কুল পাড়ব। ধারেকাছে কেউ নেই আপাতত পাটোয়ারীদের মালী দেখতে পেলে আবার তুলকালাম শুরু করে দেবে। তুমি দেরি কোরো না, আপা।'

মালীর কথায় নয়, তার মনিবের কথা মনে হতেই মুখ শুকিয়ে গেল ডোনার। নুরুদ্দিন পাটোয়ারী এ অঞ্চলে মূর্তিমান সন্ত্রাসের প্রতিনাম। সুনাম আর দুর্নামের প্রকাণ্ড দুটো বোঝা তাঁর কাঁধে। তাঁর হাতে অগাধ অর্থ, অর্থ মানেই ক্ষমতা। এই ছোট পাহাড়ী শহরে তাঁর প্রতাপ মাফিয়া সর্দারের মতই। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, এমনকি বাণিজ্যিক মহলে পর্যন্ত তাঁর প্রবল দাপট। বণিক-মহল তাঁর কথায় ওঠে-বসে, কেননা ব্যবসার পুঁজি থেকে শুরু করে লাইসেন্স, এমনকি সুপারমার্কেটের অ্যাকোমোডেশন পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর গোপন হাত খেলা করে। শহরের অনেক হোমরা-চোমরা ব্যক্তি তাঁর অনুগত, কেননা, তাঁর সাহায্য ছাড়া একদিনও চলার কথা ভাবতে পারেন না তাঁরা। রাজনৈতিক নেতাদেরও বেশির ভাগ তাঁর পকেটস্থ, কেননা, নুরুদ্দিনের অর্থ ও লোকবলে তারা পুষ্ট। প্রায় শ-পাঁচেক ছেলের বিশাল অনুগত বাহিনীকে নুরুদ্দিন ভাগ করেছেন পাঁচটি দলে। একটি সরাসরি নিজের অধীনে রেখেছেন। একটি দিয়েছেন

ক্ষমতাসীন দলকে। একটি ডেমোক্র্যাটদের দিয়েছেন। কয়েকটি ছেলেকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে। মৌলবাদীরা পেয়েছে কয়েকজনকে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড দলগুলোও বঞ্চিত হয়নি। ফলে তার সমস্ত কূল টনটনে আছে। পুলিশের খাতায় তাঁর নামে কোন কালো দাগ নেই। বিপ্লবীরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

শুধু দুটো বদনাম আছে তাঁর। একটি হল ফাঁদে ফেলে অসহায় মানুষের সম্পত্তি জবরদখল, লুণ্ঠন আর গ্রাস। আরেকটি সেই অতি প্রাচীন বদনাম—নারীবিষয়ক—আগেরদিনে যা ক্ষমতাধর পুরুষদের বিশেষ গুণ হিসেবে মেনে নেওয়া হত।

নুরুদ্দিন সম্পর্কে ডোনা এতকিছু জানে না, শুধু শেষোক্ত বদনামটি ছাড়া। না, আরও একটি জিনিস জানে, তা হল, তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট নেতা ও শিল্পপতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঢাকার শায়েস্তা খান স্ট্রিটের তেইশ নম্বর বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত তাঁর।

ঢাকাতেই বেশির ভাগ সময় থাকেন। দুটো কারণে চট্টগ্রাম আসেন সাধারণত। হঠাৎ টাকার প্রয়োজন পড়লে এবং কোন সঙ্গিনী তাঁর চট্টগ্রামের বাগানবাড়িতে বেড়াতে আসতে চাইলে। বাগানবাড়িটি তাঁর অতি সুন্দর, সন্দেহ নেই। ঢাকার শেরশাহ্ অ্যাভিনিউয়ে তাঁর যে প্রাসাদোপম বাড়িটি আছে, হ্যাপি ভিলা যার নাম, তার চেয়ে অনেক সুন্দর এটি। বাগানবাড়ির কাছেই নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর মরহুম পিতার নামে একটি কলেজ আছে, আয়েজউদ্দিন পাটোয়ারী ডিগ্রি কলেজ। ডোনার বাবা সেই কলেজের অধ্যাপক। লেকচারার হিসেবে ঢুকেছিলেন ষোল বছর আগে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছেন। সে-ও অন্তত দশ বছরের কথা। আর কোন প্রমোশন হয়নি তাঁর। কলেজ কমিটির চেয়ারম্যান নুরুদ্দিন পাটোয়ারী মনে করেন, মতিনউদ্দিন সাহেবের যোগ্যতা নেই আরও প্রমোশন পাবার।

পথের পাশেই ঢালু জায়গা। একটা বড় পাথর বসানো হয়েছে পথটাকে রক্ষা করার জন্যে। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বাগানবাড়ির দিকে তাকিয়ে এলোমেলো ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল ডোনা। একটা লাল মোটরগাড়ি তার খুব কাছে এসে থামল হঠাৎ। ভীষণ চমকে উঠল সে। গাড়ি থেকে শান্ত পায়ে নামলেন এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক। পরনে সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেন। পায়ে কোলাপুরি স্যাণ্ডেল। ডোনা সাহসী মেয়ে। তবু বুঝতে পারল, নিঃশ্বাস কুণ্ডলী পাকিয়ে আটকে আছে তার গলায়। ভদ্রলোক অনেকদিন বাঁচবেন, মনে মনে বলল সে।

এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ডোনাকে দেখলেন তিনি অপলক চোখে। ডোনা অনুভব করল, শিউরে উঠছে সে। সে নিঃসন্দেহে সুন্দরী। নারী-জীবনের সুন্দরতম বয়সে পৌঁছেছে। তার দিকে তাকিয়ে কোন পুরুষের চোখে পলক পড়ার কথা নয়। তবুও।

'কে তুমি? পরী নাকি?' জলদগম্ভীর পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল ডোনার। 'কোথায় তোমার বাড়ি?'

মুখে কথা সরল না। বাগানবাড়ির পাশের পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল ডোনা। কলেজ। কলেজের পেছনে স্টাফ কোয়ার্টার্স।

'তার মানে তুমি পরী-টরী নও? কার মেয়ে?'

'আমার আব্বার নাম মতিনউদ্দিন।'

'আই সি,' পকেট থেকে রথম্যানস্ কিংসাইজের প্যাকেট বার করলেন ভদ্রলোক, একটা সিগারেট ধরালেন এবং বললেন, ' আমাকে চেনো তুমি?'

'চিনি। আপনাকে কে না চেনে! আপনি নুরুদ্দিন পাটোয়ারী সাহেব।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর মুখে। 'নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। একজন পরীও আমাকে চেনে। পরী কিংবা বনদেবী, তুমি যে-ই হও, নামটা বলে ফেল

দেখি!'

নুরুদ্দিন এগিয়ে এলেন। কিন্তু ডোনার পিছোনোর জায়গা নেই। পায়ের নিচের পাথরখণ্ডের চেয়েও তার নিজের শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে। জড়ানো গলায় বলল, 'আমার নাম ডোনা।'

'ডোনা!' প্রতিধ্বনি করলেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। 'কী মিষ্টি নাম! কী মিষ্টি নাম! মতিন সাহেবের এত মিষ্টি একটি মেয়ে আছে, কোনদিন শুনিনি। এমন সুন্দর পাহাড়ী পথের ধারে, সবুজ প্রকৃতির কোলে বনদেবীর মত আবির্ভূত হয়েছ তুমি। আহা! "আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার জুড়াল হৃদয় জুড়াল···"

'আমি যাই?' ডাগর চোখ অতি কষ্টে নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর দিকে তুলে অনুমতি চাইল ভীত, সন্ত্রস্ত ডোনা।

পঁয়তাল্লিশোর্ধ প্রৌঢ় নুরুদ্দিন আরও এক পা এগিয়ে তরুণীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন। অনুনয় করলেন, 'এখনই যেয়ো না। একটু বসো। কথা বলো, আমি শুনি। ভারী মিষ্টি তোমার কথা।'

লাজুক হাসি ডোনার ঠোঁটে। 'আমি কথা বলতে জানি না। এখন যাই?'

'কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, বনদেবী, এতদিন আমার দু-চোখ তোমায় খুঁজে পায়নি কেন? সারাজীবন ধরে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ডোনা শিউরে উঠল। সে যেন পথহারা ছাগশিশু, বাঘের কবলে পড়েছে। এই লোকটার কথা জানে সে। ছাড়া পাবে না সে এর হাত থেকে। কিছুতেই না। কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিল? মোনাই বা গেল কোথায়? ওর কুল পাড়া কি কোনদিন শেষ হবে?

'আমি একাই কথা বলছি,' গাঢ় স্বরে নুরুদ্দিন বললেন। 'তুমি কিছুই বলছ না। এবার তোমার কথা শুনি। আমার এত কাছে, আমারই এলাকায়, আমার "স্বপ্নে দেখা রাজকন্যে" থাকে, আর আমার চোখে পড়েনি। আশ্চর্য– তাই না?'

'একটুও না। আপনি তো আর আপনার প্রজাদের খবর রাখার বিশেষ সময় পান না।'

চট্টগ্রামের মাফিয়ারাজের মুখে চিন্তার রেখা পড়ল। বললেন, 'অতি ন্যায্য কথা।'

চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই ডোনার খোঁপা চোখে পড়ল নুরুদ্দিনের। একগোছা ফুল সেখানে চমৎকার মানিয়েছে।

'অ্যাই, শোন,' ডাকলেন তিনি।

ডোনা ঘুরে দাঁড়াল। সে কী করে জানবে, আকাশের গাঢ় নীল রং তার রেশম-ঝলমলে চুলে কী অপূর্ব রঙের ছোঁয়া বুলিয়েছে! তার পাশে ফুলের গোছার অনবদ্য বৈপরীত্য ওর চেহারায় এনে দিয়েছে স্বর্গীয় সুষমা। যেন সে নিজেই সদ্যফোটা ফুল। অনাঘ্রাতা। অব্যবহৃতা। অপাপবিদ্ধা।

'তুমি ফুল খুব ভালবাস?'

মাথা নিচু করে ডোনা বলল, 'জ্বি।'

'আমার বাগানে একশ রকমের ফুল আছে। যাবে সেখানে?'

'না,' মাথা উঁচু না করেই ডোনা উত্তর দিল। 'বাসায় যাব। মা চিন্তা করবেন।'

'আবার কখন দেখা হবে আমাদের?'

আবার কেঁপে উঠল ডোনা। 'জানি না' বলেই দৌড়ে পালাল সে। পালিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে, সে নিশ্চিত জানে না। তার খোঁপা থেকে ফুল পড়ে হারিয়ে গেল। এলোমেলো হয়ে গেল শাড়ি। কুলবাগানে মোনার গায়ে ধাক্কা না লাগা পর্যন্ত সে বুঝতে পারছিল না, আর কতটা দৌড়ুলে বাঘটার হাত থেকে বাঁচতে পারবে! মোনা মুঠোভর্তি কুল ফেলে দিয়ে ডোনাকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ঙ্কর হাঁপাচ্ছিল ডোনা। তিন ভাঁজের

শাড়িও তার বুকের প্রচণ্ড আলোড়ন ঢাকতে পারছিল না।

'কী হয়েছে, আপা?'

'ঐ লোকটা!' রুদ্ধশ্বাসে ডোনা বলল।

'কোন লোকটা? কার কথা বলছ?'

'ঐ যে…নুরুদ্দিন…নুরুদ্দিন পাটোয়ারী।'

মোনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পাটোয়ারী সাহেবের সঙ্গে দেখা হল তোমার?'

'হুঁ।'

'তা, এত ঘাবড়ানোর কী আছে? পাটোয়ারী সাহেব কি বাঘ-ভালুক নাকি? খেয়ে ফেলবে? চল, বাসায় চল।'

বাসায় ফিরে ঘন্টাখানেকের মধ্যে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেল তারা। ডোনা চমকে উঠল। মোনা দরজা খুলে নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর চাপরাসীর মুখোমুখি হল। ডোনা উঠে তার পেছনে দাঁড়ায়।

চাপরাসীর হাতে একটা সেলোফেন প্যাকেট। তার মধ্যে রকমারি ফুল। সালাম দিয়ে চাপরাসী বলল, 'স্যার পাঠিয়েছেন।'

নুরুন্নাহার মশলা বাটছিলেন। হাত না ধুয়েই উঠে এলেন রান্নাঘর থেকে। 'কী ব্যাপার?'

আমতা আমতা করে ডোনা বলল, 'পাটোয়ারীদের বাগান থেকে…পাঠিয়েছে… দুর্লভ জাতের ফুল…কালো গোলাপও আছে…আমি চেয়েছিলাম…'

মোনা আড়চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে চেপে গেল। দুটো ঘটনা জোড়া দিয়ে সে একটা জটিলতর ঘটনা অনুমান করেছে।

'খুব সুন্দর ফুল,' নুরুন্নাহারের স্বরে সন্তুষ্টি না সন্দেহ, বোঝা গেল না। 'যত্ন করে ফুলদানিতে তুলে রাখ। তোদের আব্বার পড়ার ঘরেও সাজিয়ে দিস।'

'দিচ্ছি, মা।'

নুরুন্নাহার রান্নাঘরে ফিরে গেলেন। কম্পিত হাতে সেলোফেন প্যাকেটটা নিয়ে দরজা বন্ধ করল ডোনা। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলল। মোনা পিছু ছাড়ছে না দেখে ধমক দিল। আহত মুখে ড্রইং রুমে ফিরে গিয়ে একটা উপন্যাসে মুখ গুঁজল মোনা। ডোনার কেবলই মনে হতে লাগল, শুধু ফুল নয়, প্যাকেটে আরও কিছু আছে।

তার ইনট্যুইশন ভুল নয়। ফুলের দুটো তোড়ার নিচ থেকে একটা নীল রঙের এনভেলাপ বেরিয়ে এল। দামি বিদেশি কাগজে তৈরি। ওপরে অ্যারোপ্লেনের ছবি আর এয়ামেইল-লেখা জলছাপ। তার মধ্যে থেকে বেরুল ছয় ভাঁজ করা চিঠি। পারফিউম স্প্রে করা হয়েছে চিঠিতে। অকস্মাৎ সুগন্ধে আমোদিত হয়ে উঠল ঘর। হালকা নীল কাগজে গাঢ় নীল লাইন। মাত্র এক বাক্যের চিঠি সিগনেচার পেন-এ লেখা।

"বনদেবীর কাছে সেই ভক্তের নিবেদন, যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। মধুর বসন্তের জন্যে যেমন অপেক্ষায় থাকে মাঘমাসের শীত।"

ডোনা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল সেই চিঠি। তারপর বাথরুমে গিয়ে কমোডের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে ফ্ল্যাশ টেনে দিল।

'বুড়ো ভামের ভণ্ডামি দেখ না!' মনে মনে বলল ডোনা, 'বাপের বয়সী লোক! আমার কাছে এসেছেন প্রেম নিবেদন করতে!'

মোনা ফুলগুলো পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু সে ভেবে পেল না, ডোনা একটি ফুলও কেন স্পর্শ করল না? নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর ওপর তার এত বিতৃষ্ণা কেন?

কিছুক্ষণ পর গাড়ির হর্ন শোনা গেল বাইরে। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে ঘুম নেমেছিল ডোনার চোখে। মোনা ধাক্কা দিয়ে জাগাল তাকে।

'অ্যাই, আপা, বাইরে কে যেন এসেছে গাড়িতে চড়ে।'

গাড়িতে চড়ে! ডোনার বুক ধুকপুক করে উঠল। তাদের বাড়িতে খুব কম লোক আসেন গাড়িতে চড়ে। যে দু-এক জন আসেন, তাদের কাউকে এ-মুহূর্তে আশা করা যায় না।

জানালার পর্দা সরাতেই মুখ সাদা হয়ে গেল ডোনার। সেই লাল গাড়িটা! নুরুদ্দিন পাটোয়ারী এসেছেন। তিনি ডোনার পিছু ছাড়বেন না।

আড়ষ্ট হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ডোনা। মোনা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল আধ ঘন্টা পর। ভেবেছিল মহা ঔৎসুক্য নিয়ে ডোনা তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করবে। কিন্তু ডোনার ভাবলেশহীন মুখ ভীষণ হতাশ করল তাকে।

'বসার ঘরে চল, আপা,' ডোনার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে মোনা বলল। 'সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'আমার জন্যে? ডোনার ভ্রু পাহাড়ী পথের মত এঁকেবেঁকে গেল। 'কেন? আমাকে কী দরকার তাদের?'

'বলতে পারব না। বাদল আর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বসার ঘরে। মা-বাবা আমাদের বাইরে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কী-হোলে উঁকি দিয়ে শুধু পাটোয়ারী সাহেবকে দেখতে পেলাম। কোন কথা শোনা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল তিনজনের মধ্যে। এইমাত্র মা বেরিয়ে এসে বললেন, "ডোনাকে চা-নাশতা নিয়ে আসতে বল। ভাল কাপড় পরে আসতে বলিস।" বুঝতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল ডোনা। বলল, 'বয়ে গেছে ভাল কাপড় পরে যেতে! এই-ই ঠিক আছে।'

'অন্তত চুলটা আঁচড়াও, আপা।'

বোনের দিকে চিরুনি এগিয়ে দিতে গিয়ে মোনা দেখল, সে ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে।

ড্রইংরুমে ঢুকে প্রথমে সে অবাঞ্ছিত লোকটিরই মুখোমুখি হল। সেন্টার টেবিলে চায়ের ট্রে রেখে হাত তুলে সালাম জানাল ডোনা। তারপর গিয়ে বসল মতিনউদ্দিন সাহেবের পাশের চেয়ারে।

মতিন সাহেব ডোনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তাকিয়ে রইলেন তার দিকে, যেন নতুন করে দেখছেন আজ মেয়েকে। তাঁর মেয়েটি বড় হয়েছে। ভারী সুন্দরও হয়েছে। এত সুন্দর যে, এখন ওকে শুধু স্বামীর ঘরেই মানায়।

'কেন ডেকেছেন, আব্বা?'

'ডোনা, পাটোয়ারী সাহেব আমাদের এখানকার সবার অভিভাবকের মত। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাছাড়া তোর সঙ্গে কী যেন দরকার আছে। চা খেতে খেতে কথা বল তোরা। আমরা একটু পরে আসছি।'

মতিনউদ্দিন সাহেব বেরিয়ে গেলেন। নুরুন্নাহার বেগম অনুসরণ করলেন তাঁকে। ডোনা ছাদ আর চার দেয়ালের ঘেরাটোপে একাকী এই অপ্রিয় লোকটির মুখোমুখি হয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল।

মতিনউদ্দিন সাহেবের পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসলেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী।

'বনদেবী, আমি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'বিয়ে!'

অষ্টাদশী সুন্দরী ডোনার মনে হল, সে একটা ধ্বংসোন্মত্ত নদীর পাড়ে বসে আছে। চারদিকে ঝুপঝাপ করে ভেঙে পড়ছে পাড়। উৎকণ্ঠা নিয়ে সে অপেক্ষা করছে, কখন তার পায়ের নিচের মাটি ভেঙে পড়বে আর সে তলিয়ে যাবে অন্ধকারে!

জানালার পর্দা তুলে যখন লাল গাড়িটাকে বাড়ির সামনে দেখেছে, তখনি তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করে দিয়েছে তাকে। ডোনা, তোমার জীবন-নাট্যের এক অঙ্ক শেষ হতে

যাচ্ছে। পর্দা নিয়ে এসেছে ঐ লাল গাড়ি। নতুন অঙ্কে যে-ডোনা পাদপ্রদীপে চেহারা দেখাবে, সে এই ডোনা নয়। ঘরে ঢুকে বাবা-মা'র মুখের দিকে তাকিয়েও তার মনে হয়েছে, তাঁরা এই প্রস্তাব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

অতিথির হাতে চায়ের কাপ আর মিষ্টির প্লেট তুলে দিল ডোনা।

অতিথি বললেন, 'চা নয়, তোমার হাত থেকে অনেক বড় উপহার গ্রহণ করার আশায় এসেছি, বনদেবী। ওটা রেখে দাও।'

ডোনা চোখ বড়বড় করে তাকাল। নুরুদ্দিন পাটোয়ারী বললেন, 'তোমার হাতটা দাও।'

ডোনার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না পাটোয়ারী। দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন তার হাত। তারপর মুখের কাছে তুলে চুমু খেলেন।

'প্রস্তাবটা ভেবে দেখ, সুন্দরী বালিকা। পাত্র হিসেবে আমি কিন্তু খারাপ নই। অবশ্য খুব তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সময় দিচ্ছি তোমাকে। তবে এত বেশি সময় নিয়ো না যে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। সিদ্ধান্ত যদি নিতে চাও, দেরি না করেও তুমি তা নিতে পার, আমি জানি। বাবা-মা'র অমতে তুমি কিছু করবে না, এটাও জানি, তাই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করেছি। তুমিও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ো। আজ চলি, কেমন?'

অসহায় চোখে ডোনা তাকিয়ে রইল টেবিলের দিকে। প্রকাণ্ড তিন প্যাকেট মিষ্টি, ঝুড়িভর্তি আপেল আর একতোড়া ফুল রেখে গেছেন নুরুদ্দিন। তাঁর সামনে এগিয়ে দেওয়া চা-মিষ্টিও পড়ে রয়েছে ওখানে।

বাইরে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যেতেই মতিনউদ্দিন সাহেব আর নুরুন্নাহার বেগম প্রায় দৌড়ে এসে ওর দু-দিকে বসে পড়লেন। মোনাকেও আর আটকানো গেল না। প্রশ্ন বর্ষণ শুরু হল।

'কোথায়, কীভাবে দেখা হল তাঁর সাথে?'

'আগে কখনও চেনা-পরিচয় হয়েছিল?'

'ঠিক কী কী কথা হয়েছে?'

'আগে জানতি, তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেবেন?'

'তোর মতামত কী?'

জেরার মাঝখানে হাততালি দিয়ে উঠল মোনা।

'ইস! কী মজা! আপার বিয়ে, তা-ও আবার বিখ্যাত নেতা ফয়েজ আহমদ আখন্দের বিশিষ্ট বন্ধু নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর সঙ্গে! ঢাকায় থাকবে। মার্সিডিজে চড়ে বেড়াবে। যখন-তখন মিনিস্টারদের বাড়িতে যাবে। বলা যায় না, হঠাৎ কখন নিজেই মন্ত্রী হয়ে যাবেন নুরুদ্দিন সাহেব। তখন তোমাকে পায় কে? উহ্, আপা, বিশ্বাস করতে পারছি না, এসব সত্যি?'

মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'এটা একেবারেই ডোনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে যদি নিজে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমরা...'

বাধা দিয়ে নুরুন্নাহার বললেন, 'তোমার যেমন কথা! ওইটুকু মেয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাকি? আমাদের সিদ্ধান্তই ওর সিদ্ধান্ত। কী বল, মা ডোনা?'

ডোনার চোখে অশ্রু টলমল করে উঠল। সেদিকে লক্ষ করল না কেউ। ডোনা ভেবে পেল না, তাদের গোটা পরিবার ঐ লোকটির এককথায় রাজি হয়ে গেল কী করে?

মোনা বলল, 'আব্বা, ভাবতে পারেন, মিনিস্টারের শ্বশুর হবেন আপনি? আমি কনভেন্টে ভর্তি হব! বাদল ভর্তি হবে ক্যাডেট কলেজে! আপনি প্রমোশন পেয়ে প্রিন্সিপ্যাল হবেন। এই কষ্টের বাসা ছেড়ে কত বড় দোতলা কোয়ার্টার্স পাব আমরা!

আর আপার তো সুখের সীমা নেই। চট্টগ্রামে পাহাড়ের পর পাহাড় জুড়ে জমিদারী, ঢাকায় প্রাসাদে শান-শওকতের সঙ্গে জীবনযাপন! আর কী চাই?'

অধ্যাপক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এ-সবের সঙ্গে সিদ্ধান্তের কোন সম্পর্ক নেই। ডোনা সিদ্ধান্ত নেবে তার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। এই লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে সে সুখী হবে কিনা, সেটা ওর মনই বলতে পারবে। আমাদের উন্নতি, সচ্ছলতা, নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি, কোনকিছুই তার সুখের বিনিময়ে আশা করতে পারি না আমরা।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'সে প্রশ্ন উঠছে না। নিশ্চয় তার সুখটাই সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সুখের কী-ই বা বোঝে ও?'

'নাহার,' অসহিষ্ণু স্বরে বললেন মতিনউদ্দিন সাহেব। 'আমার পরিষ্কার কথা, আমাদের সুখের যতবড় সম্ভাবনাই থাক, ডোনার সুখের মূল্যে তা আমি কিনতে চাই না। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ভাবার সময় দেয়া হয়েছে তাকে। ভাল করে ভেবে সিদ্ধান্ত নেবে সে।'

মোনা বলল, 'অত ভাবতে ভাবতে যদি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়? আমি তো শিওর, আপার এর চেয়ে ভাল সম্পর্ক আর আসবে না। নুরুদ্দিন সাহেবের বয়সটা একটু বেশি, এছাড়া আপত্তির অন্য কোন কারণ আছে নাকি?'

'থাম, মোনা,' ধমক দিলেন অধ্যাপক। 'এসব নিয়ে কমেন্ট করার বয়স হয়নি তোমার।'

মিসেস নুরুন্নাহার বেগম স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ওগো, মোনা ঠিকই বলছে। বেশি দেরি করাটা মোটেও উচিত হবে না। পুরুষমানুষের মন! ঘুরে যেতে কতক্ষণ?'

'তবু, একটু সময় নেয়া ভাল,' মতিন সাহেব বললেন। 'সারাজীবনের ব্যাপার। এত ঝট্‌পট্ কিছু স্থির করা ঠিক নয়। আজ রাতে পাটোয়ারীদের বাড়িতে দাওয়াত। ডোনা যদি মনস্থির করে তা হলে বলতে পারে। না হলে দু-একদিন সময় নিয়ে বলবে।'

মোনা মেঝের ওপর পাহাড়ী নাচের মুদ্রায় পাক খেয়ে নিল। 'সত্যি বলছেন, আব্বা? রাতে পাটোয়ারীদের বাড়িতে দাওয়াত? সে তো রাজকীয় ব্যাপার-স্যাপার!'

'কিন্তু, মোনা, খারাপ খবরটা তোমাকে আগেই দিয়ে রাখি। তুমি যেতে পারছ না। আমরা তিনজনই শুধু নিমন্ত্রিত। বুঝতেই পারছ, কোন তিনজন!'

ভেউভেউ করে কান্নার ভান করল মোনা। 'আল্লা রে! কে চায় আর কাকে তুই দিস! বড়-পাহাড়ের বাগানে আমি কেন তার নজরে পড়লাম না? রাতারাতি ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতাম তা হলে!'

'ঢং কোরো না, মোনা,' ধমক দিলেন নুরুন্নাহার। ডোনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। সে স্থাণুর মত বসে তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ চোখে। যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে সবকিছু। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষমতাটুকুও নেই তার। মা, বোন এরা ভাবছে নিজেদের স্বার্থের কথা, বাবা ভাবছেন ডোনার সুখের কথা। সবকিছু মিলিয়ে, এরা অপেক্ষা করে আছেন ডোনার সম্মতির। কিন্তু সত্যি কথাটা কি ওঁরা জানেন না, নাকি জেনেও মনকে চোখ ঠেরে বসে আছেন, কে জানে? ডোনা তো জানে, সিদ্ধান্ত নেবার সত্যিকার কোন অধিকার তার নেই। তা ছাড়া, কে জানে, লম্পট লোকটি হয়ত বিয়ের পর শান্ত, সুবোধ স্বামীতে পরিণত হবে। আর তাদের গোটা পরিবার সত্যিই উপকৃত হবে। বাবা প্রমোশন পাবেন। মোনা, বাদল ভাল স্কুলে ভর্তি হবে। মা পাবেন মনের মত করে গুছিয়ে রাখার উপযোগী বড়সড় নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি। নিজের মনের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করতে করতে একসময় ডোনা দেখল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

*

বাগানবাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিধবা খালা, তাঁর ছেলে ও বউ। আপন বলতে তাঁর একটি মাত্র বোন—টি-গার্ডেনের মালিক— নিজের এস্টেটে থাকেন। বছর দুয়েক আগে বিধবা হয়েছেন তিনিও। আগে মাঝে মাঝে পৈত্রিক ভিটায় আসতেন। নুরুদ্দিনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের খবর জানাজানি হবার পর রাগ করে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। গেটে নুরুদ্দিনের খালা, খালাত ভাই কিংবা তাঁর স্ত্রীকে আশা করেছিলেন মতিনউদ্দিন সাহেব। কিন্তু তাঁদের কাউকেই দেখা গেল না। দারোয়ান খবর পাঠালে নুরুদ্দিন নিজে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন তাঁদের।

মতিনউদ্দিন সাহেব সস্ত্রীক বারদুয়েক বোধহয় বাগানবাড়িতে এসেছেন এর আগে। কিন্তু ডোনার এই প্রথম আসা। বান্ধবীদের মুখে নানারকমের গল্প শুনেছে এ বাড়িকে ঘিরে। কিন্তু তার প্রথম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সেসব গল্পের সঙ্গে মিলল না। ডোনা এই ভেবে আশ্বস্ত হল যে, গল্পে এইসব লোকদের জীবনযাপন সম্পর্কে যেসব তথ্য জানা যায়, তার বেশির ভাগই অতিশয়োক্তি। এদের জীবন অনেক বেশি ব্যয়বহুল, আরামদায়ক, কিন্তু এতে কোন মধুর রোমাঞ্চ নেই; নতুন কোন পাওয়া নেই।

ডাইনিং টেবিলে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর খালা, ভাই এবং ভাইয়ের বউ টেবিল ঘিরে বসে হাসি-তামাশা করছে। মামুলি সালাম বিনিময় হল। কোন ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা গেল না।

মতিনউদ্দিন একসময় লক্ষ করলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নুরুদ্দিন আড়চোখে তাঁর খালার দিকে তাকাচ্ছেন। খালা নুরুদ্দিনের উষ্মার আঁচ অনুমান করে খানিকটা উদার হবার চেষ্টা করলেন ডিনারের পর। নুরুদ্দিন ক্ষমা প্রার্থনা করে কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে গেছেন।

'ছেলে-মেয়ে আরও আছে? না এই একটাই?' নুরুন্নাহারের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন খালা।

'আরও একটা ছেলে, একটা মেয়ে। বাসায় রেখে এসেছি,' নুরুন্নাহার বললেন।

ডিনারের পরে তৃতীয় পানটি মুখে চালান করে দিয়ে খালা বললেন, 'লেখাপড়া করে? নাকি ওসব বালাই নেই?'

'সবাই স্কুল-কলেজে পড়ে।'

'তুমি কোন ক্লাসে পড়?' ডোনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন খালা।

'বি, এ, ফার্স্ট ইয়ার,' মাথা নিচু করে বলল ডোনা।

খালা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কী? যত তাড়াতাড়ি পার, বিয়ে দিয়ে ঝামেলা মেটাও। আমাদের এলাকাতেই কত ছেলে আছে! গেরস্থ ঘর দেখে বিয়ে দিলে মেয়ে ভালই থাকবে।'

উসখুস করে উঠলেন মতিনউদ্দিন, নুরুন্নাহার আর ডোনা। তার মানে, এরা নুরুদ্দিনের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুই জানেন না!

নুরুদ্দিন ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা ওদিকের ঘরে চলুন, বিশ্রাম নেবেন। ডোনা, আমার সঙ্গে এস, একটু কথা আছে।'

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় খালা, তার ছেলে এবং ছেলে-বউয়ের সম্মিলিত হাসি ঠাট্টার কিছু টুকরো টুকরো অংশ তীরের মত ছুটে এসে ডোনার কানে বিঁধল। ওদের নিয়েই এই ঠাট্টা। নুরুদ্দিন আজকাল কাদের দাওয়াত করে খাওয়ানো উচিত, কাদের খাওয়ানো উচিত নয়, এসব নাকি বুঝে উঠতে পারছে না। তার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা, তা-ও নাকি গবেষণার ব্যাপার। মুহূর্তের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডোনা, বিয়েতে রাজি হবে না সে।

মতিনউদ্দিন আর নুরুন্নাহারকে নিজস্ব গেস্টরুমে বসিয়ে ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে পেছনদিকের ব্যালকনিতে গেলেন নুরুদ্দিন।

কয়েকটা মার্বেল-স্ল্যাব বসানো টব দেখালেন তাকে। ডোনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'বাহ্, ভারী সুন্দর তো!'

'এটা ফ্রেঞ্চ অর্কিড।'

'কী দারুণ!'

'এটা বসরাই গোলাপ। ফয়েজ ইরান থেকে এনে দিয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'কিন্তু আরও দারুণ একটা জিনিস আছে আমার কালেকশনে। আজ খুঁজে পেয়েছি।'

নুরুদ্দিনের ভারী স্বর ডোনাকে বিহ্বল করে তোলে। সে নুরুদ্দিনের দিকে তাকাল। নুরুদ্দিন আরও কাছে এগিয়ে এসে ডোনার পিঠে হাত রাখলেন।

'তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুল। মহামূল্য।'

এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল ডোনা। বলল, 'দুপুরবেলা ওসব পাঠিয়েছেন কেন? চিঠিটা বাবা-মা'র হাতে পড়তে পারত!'

'আমি জানতাম, আমার বুদ্ধিমতী বনদেবী ঠিকই তা সামলে নেবে। ফুলগুলো পেয়েছিলে তাহলে!'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।'

'শুধু শুকনো মুখে এইটুকু ধন্যবাদ দেবে? আর কিছু নয়?'

ডোনা সরে দাঁড়াল। 'আব্বা, মা একলা বসে আছেন। আমি যাই।'

পথ রোধ করলেন নুরুদ্দিন। 'আব্বা এবং মা। দুজন। দুজন মানুষ কখনও একলা হয় না। যেমন, তুমি আর আমি, পাহাড়ী বনপথে দেখা, এখন দুজনে মিলে একটা সত্তা হয়ে গেছি। তাই না?'

'না, দেখুন,' মরিয়া হয়ে পা বাড়াল ডোনা। বলল, 'ওঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বাসায় ফিরতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে। ভাইবোনদুটো ছাড়া বাসায় আর কেউ নেই।'

'এসব চিন্তা করার জন্যে বাবা-মা আছেন। আমরা এখন শুধু নিজেদের নিয়ে চিন্তা করব,' গভীর আবেগে ডোনাকে জড়িয়ে ধরলেন নুরুদ্দিন। তাঁর অক্টোপাস-আলিঙ্গনে শ্বাসরুদ্ধ হবার পূর্বমুহূর্তে ডোনা বলল, 'প্লীজ, যেতে দিন আমাকে!'

'কেন আমার কাছ থেকে সবসময় পালাতে চাও তুমি? অন্য কাউকে মন দিয়েছ?'

'না।'

'তাহলে আমাকে দাও। তোমার কচি কোমল হৃদয়কে ভালবাসতে শেখাব আমি। তোমার শরীরে, মনে ভালবাসার নতুন নতুন দুয়ার খুলে দেব। এসো।'

অমোঘ নিয়তির মত ডোনা তার ঠোঁটে ভিন্ন শরীরের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল। নেমে আসছে ভালবাসার অপমৃত্যু। নিজের শরীরকে এভাবে বিলানোর কথা ডোনা কখনও ভাবেনি। তার অনেক স্বপ্ন! অনেক স্বপ্ন। স্বপ্নের পাখি ডানা ভেঙে পাতালের দিকে ছুটছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে চিৎকার করে উঠতে গেল ডোনা। ঠিক সেই সময় চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে গুলির শব্দ হল।

দুই

ক্ষিপ্র গতিতে উঠে দাঁড়ালেন নুরুদ্দিন। ডোনা ছিটকে সরে বসল। এ যাত্রা বেঁচে গেছে

সে।

'গুলি কেন? সন্ত্রাসবাদীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে নাকি?' বিড়বিড় করতে করতে নুরুদ্দিন এগিয়ে গেলেন ড্রইং রুমের দিকে। টেলিফোন করবেন থানায়।

ব্যালকনি রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে গেট, সেখান থেকে সরু-পায়ে-চলা পথ চলে গেছে বাগানকে দু-ভাগ করে গেটের কাছে কাঁকর বিছানো পথের সাথে মিলেছে। একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিল ডোনা। মনে হল, বাইরে থেকে গেটটি খুলতে চেষ্টা করছে কেউ। ডাকাত নয় তো? সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিল ওর যুক্তি বোধ। ডাকাত চুপিসারে গেট খুলতে চেষ্টা করবে না। সময়ও নষ্ট করবে না। তাছাড়া নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বাড়িতে ডাকাতি করার সাহস হবে কোন ডাকাতের?

বিপ্লবীরা নয় তো'? শঙ্কা আর কৌতূহলের লড়াই শুরু হল ডোনার মনে। কয়েক সেকেণ্ডের এই যুদ্ধে শঙ্কা পরাজিত হল। গেটের দিকে পা বাড়াল ডোনা। অন্তত আড়াল থেকে দেখতে চেষ্টা করবে সে।

একটু আগে চাঁদ উঠেছে। রূপালি জোছনার স্রোতে ভাসছে বাগান। গাছের পাতায় আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরিতে দিশেহারা বসন্তের বাতাস। শীত এখনও কাটেনি পুরোপুরি।

কাঠের খিড়কি খুলে ফেলল আগন্তুকেরা। পাতাবাহারের আড়াল থেকে ডোনা দেখল, তাদের এস্টেটের ইমাম সাহেবের ছেলে আবদুল্লাহ আর তার বন্ধু, বাজারের সাহা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মালিকের ছেলে—মিহির সাহা। মিহিরের কাঁধে একজন আহত মানুষ, কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। চাঁদের মৃদু আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তার মুখ। তাকে চেনে না ডোনা। চেনে আবদুল্লাহ আর মিহিরকে। গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী ওরা। ডোনার সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে দলের বুকলেট পড়তে দিয়েছিল একবার। ডোনা তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি।

সে যাই হোক, ওদের দেখে আশঙ্কাটা পুরোপুরি কেটে গেল তার মন থেকে। পাতাবাহারের আড়াল থেকে বেরিয়ে চমকে দিল সে কমরেডদের।

'কী হয়েছে, মিহির?'

মিহির যেন হাতে চাঁদ পেল। 'ও, তুই? ভারী বিপদে পড়েছি, রে! এই ভদ্রলোক একটু আগে একটা নৌকায় করে কনকটিলার ঘাটে···'

আবদুল্লাহ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি বলছি, শোন। যে কোন কারণেই হোক, পুলিশ সন্দেহ করে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। উনি দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিলেন। পুলিশ গুলি করেছে। মাথায় লেগে বেরিয়ে গেছে গুলি আমরা কাছেই একটা মাচায় পাঠচক্রের মীটিং-এ বসেছিলাম। ওঁকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে গেছি।'

মিহির বলল, 'উঁহুঁ। আমি আগে গিয়ে ধরেছি। উনি শুধু আমাদের কাছে আশ্রয় চাইলেন। বললেন, "আমি চোর ডাকাত নই, আমাকে বাঁচাও। পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ো না। যে কোন মূল্যে বাঁচাও আমাকে। প্রতিদান পাবে।"···'

আবদুল্লাহ বলল, 'প্রতিদানের কথা হচ্ছে না। শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র। এই ফরমূলায় তাকে সাহায্য করা দরকার। এখন কোথায় লুকাই তাকে বল্ তো?'

আহতের মুখের দিকে তাকাল ডোনা। তার পোশাক-আশাক অবয়ব, কোথাও কোন কলুষতার চিহ্ন নেই। একটা সুন্দর ঘ্রাণ আসছে তার শরীর থেকে। কিন্তু কিসের ঘ্রাণ, সে মনে করতে পারল না। ডোনার মন বলল, সে ভাল লোক। অন্তত পাটোয়ারীদের চেয়ে ভাল। কোন উপায়ে তাকে বাঁচানো যায় না?

আলবৎ যায়। চকিতে মন্দিরের কথা মনে পড়ল ডোনার। ফিসফিস করে বলল, 'রাবার বাগানের পশ্চিমে মন্দির আছে একটা। চিনিস?'

মিহিরের চোখ চকচক করে উঠল। 'খুব চিনি। গত বছর ওখানে রিভলভার লুকিয়ে রেখেছিলাম না?'

'দৌড় দে। ওখানে নিয়ে যা। শব্দ করিস না। আলো জ্বালিস না। এদিকে আমি আছি, যা। পরে তোদের ওখানে যোগাযোগের চেষ্টা করব।'

গেট থেকে সরে দাঁড়াল ডোনা। বাগানবাড়িতে ঢুকে পড়ল ওরা। কাঁকর-বিছানো পথ ডানে রেখে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত পা চালাল মন্দিরের দিকে।

মিনিট দুয়েক চরম উৎকণ্ঠায় কাটল ডোনার। তারপর দ্বিতীয় আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল। দুপদাপ বুটের আওয়াজ তুলে তিনজন খাকি পোশাকধারী এসে দাঁড়াল গেটের সামনে।

রুক্ষ স্বরে একজন প্রশ্ন করল, 'আপনি এ বাড়ির কেউ?'

একটুও বিব্রত না হয়ে ডোনা বলল, 'হ্যাঁ। কাকে চাই?'

'একটু আগে দুটো ছেলে ঢুকে পড়েছে এদিক দিয়ে। আমরা সার্চ করতে এসেছি।'

'কী বলছেন আন্দাজে?' ডোনার স্বরে স্পষ্ট ঝাঁজ। 'আমি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি। নুরুদ্দিন সাহেবও ছিলেন। এইমাত্র বাড়ির ভিতর গেলেন।'

'কাউকে দেখেননি আপনারা?'

দ্বিধাহীন 'না' উচ্চারণ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে।

'ইয়ে…ভিতরে ঢুকতে দিন আমাদের। যেকোন উপায়েই হোক, আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা বাগানবাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আমরা খুঁজে বার করব।'

'ইম্‌পসিব্‌ল্‌,' সজোরে মাটিতে পা ঠুকে ডোনা বলল। 'পাটোয়ারী সাহেবের হুকুম ছাড়া এক পা এগুতে পারবেন না।'

বলল বটে, কিন্তু মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ল ডোনা। তাদের ঢুকতে না দেবার সে কে? ওরা জোর করে ঢুকে পড়লেই বা সে কী করতে পারে? এই সময় নুরুদ্দিনকে এগিয়ে আসতে দেখে শক্তি ফিরে পেল ডোনা।

নুরুদ্দিন বললেন, 'কী ব্যাপার? এখানে কিসের হইচই?'

'দেখুন না,' ডোনা ভেঙে-পড়া গলায় নালিশ জানাল। 'ওঁরা জোর করে বাগানবাড়িতে ঢুকতে চান। কারা-নাকি ঢুকে পড়েছে এখানে। আমি বলেছি, কর্তার অনুমতি ছাড়া আমি ঢুকতে দেব না। ওঁরা শুনবেন না।'

'একটু আগে তোমরাই গুলি করেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার। একজন পলাতক আসামী আর দুজন স্থানীয় ছেলে…আপনার এখানে…আপনি একটু আগে এখানেই ছিলেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, ছিলাম,' উদ্ধত ভঙ্গিতে বললেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী।

'কিন্তু…কিন্তু…আমরা এসেছিলাম সার্চ করতে…তারা, স্যার…'

বনদেবীর মিনতিভরা চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নুরুদ্দিন বললেন, 'আমার বাগানবাড়ি সার্চ করতে এসেছ?'

'জ্বি, হ্যাঁ, স্যার।'

'কার হুকুমে?'

পুলিশের লোকজন ঘাবড়ে গেছে মনে হল। 'এব্যাপারে তো…স্যার…কারও হুকুম লাগে না। সবাই আমাদেরকে সাহায্য করে…'

'সবার চেয়ে বেশি সাহায্য করি আমি, স্বীকার করো?'

'জ্বী, স্যার, নিশ্চয়ই, স্যার। সেজন্যেই তো…'

'থাম। আমার শান্তি আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনিময়ে কোন সাহায্যের আশা কোরো না আমার কাছ থেকে। ক্লিয়ার?'

'কিন্তু, স্যার,আসামী তো আপনার এখানে লুকিয়ে থাকবে।'

'থাকুক। কিন্তু আমার শান্তিভঙ্গ করা চলবে না। তোমাদের অফিসারকে বোলো

আমার সঙ্গে কথা বলতে। সকালের আগে কিছু হবে না। আমার লেডির হুকুম নেই। ব্যাস। চল, দেবী। তোমার বাবা-মা চিন্তায় আছেন।'

ডোনার বাহু ধরলেন নুরুদ্দিন। পুলিশের লোকজন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে ফিরে গেল। তারাও ধরতে পারছে না, গোলমালটা কোথায়!

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় ওঠার সময় নুরুদ্দিন বললেন, 'সত্যিই কাউকে দেখেছ নাকি, বনদেবী?'

ফিসফিস করে ডোনা বলল, 'আমাদের মিহির আর আবদুল্লাহ। চেনেন তো? আণ্ডারগ্রাউণ্ড করে।'

বিস্মিত প্রশ্ন নুরুদ্দিনের, 'ওরা এখানে কেন?'

'জানি না, হয়ত কোন হাঙ্গামা করেছে।'

'বাল্যবন্ধুদের ওপর বেশ দরদ তোমার, না?'

অনেক কষ্টে হাসল ডোনা। 'আপনার জন্যে যেমন ফয়েজ আখন্দ সাহেবের দরদ...'

প্রাণ খুলে হাসলেন নুরুদ্দিন। 'ওয়েল সেইড, বনদেবী। আর কোন প্রশ্ন নেই। থাকুক ওরা লুকিয়ে।'

'থ্যাঙ্কস,' মৃদু স্বরে বলল ডোনা।

এক টিলা থেকে নেমে অন্য টিলায় ওঠা যে কী পরিশ্রমের কাজ, যার অভিজ্ঞতা নেই, সে বুঝবে না। বাসায় পৌঁছে মতিনউদ্দিন সাহেব আর নুরুন্নাহার বেগম সোজা বিছানা নিলেন। ডোনাকে বললেন, 'মোনা আর বাদলকে দেখে লাইট অফ্ করে শুয়ে পড়, মা।'

ডোনারও চোখ বুজে আসছে ক্লান্তিতে। কিন্তু ঘুমোনোর উপায় নেই। অনেক কাজ এখন। একটি আহত, রক্তাক্ত মুখের কথা মনে পড়ল তার। সে লাইট অফ করে বাবা-মা'র ঘরের বন্ধ দরজার কী-হোলে কান পাতল।

মতিনউদ্দিন সাহেব বলছেন, 'বুড়ো বয়সে বিয়ের শখ হলে এমনই হয়। দেখলে, এত রাতেও আমাদেরকে আরও আটকে রাখতে চাচ্ছিল। ডোনাকে কী যেন দেখাতে তার ঘরে নিয়ে যেতে চায়। আমি সোজা হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে হাত এগিয়ে না দিলে ঠিক...'

'না, না,' মায়ের আর্তনাদ শুনতে পেল ডোনা। 'বিয়ের আগে ওসব আদেখলেপনা আমার ভাল লাগে না। এমনিতে আমরা যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছি তাদের।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কথা বন্ধ হল। এক জোড়া নাকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই ঘরে। ডোনা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে স্টোর রুমে ঢুকল। একটা ব্যাগে নিঃশব্দে তুলে নিল কয়েকটা দরকারী জিনিস। তারপর চাবি কোমরে গুঁজে বাইরে থেকে দরজা লক করে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে বেহায়া জোছনা শত্রুতা করছে মানুষের গোপনীয়তার সঙ্গে। সোজা রাস্তায় যাওয়ার উপায় নেই। আলো-আঁধারে ঘেরা বাগানের পথ ধরল ডোনা। দ্রুত পা চালাল। অনেকটা পথ যেতে হবে।

লোকটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে একটা বেদীর ওপর। সিমেন্টে বাঁধানো বেদী। ধবধবে সাদা পা-দুটো ঝুলছে বেদীর বাইরে। ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়া চোখ-মুখ, কিন্তু সেখানে প্রতিজ্ঞার চিহ্ন আঁকা। কে ওই লোকটি? কেন তাকে তাড়া করে ফিরছে পুলিশ?

যে-ই হোক, সে মানুষ। অসহায়, নির্বান্ধব। হয়ত মারা যেত। তিনটি মানুষ তাকে বাঁচিয়েছে। সে হিসেবে তাকে ঠিক নির্বান্ধব বলা যায় না। প্রকৃতি সব জিনিসেরই

অন্তত এক-আধটা বিকল্পের ব্যবস্থা রাখে। ডোনার বুক অপরিসীম মমতায় ভরে উঠল।

'খুব দেখিয়েছিস, ডোনা। পুলিশগুলোকে তুই না ভাগালে সদলবলে— গ্রেফতার হয়ে যেতাম।'

আবদুল্লাহর তোষামোদে কান না দিয়ে আহত লোকটির শিয়রের কাছে বসল ডোনা। হাতে ফার্স্ট-এইড বক্স। জ্ঞান ফিরে এসেছে লোকটির।

'মিহির,' আস্তে ডাকল ডোনা। 'ঐ পেন্সিল টর্চটা এঁর মুখের কাছে ধর। দেখিস, আলো যেন বাইরে না যায়। আর আবদুল্লাহ, তুই এক কাজ কর, ভাই, এই কম্বলটা পেতে এঁকে ভাল করে শুইয়ে দে।'

বাইরের চরাচর চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। এত সামান্য আলোর ছিটেফোঁটা বাইরে গেলে ধরা যাবে না, তবু ডোনার সাবধানতার অন্ত নেই।

কপালের ক্ষতস্থানে ডেটলে ভেজানো তুলা দিয়ে আলতোভাবে স্পঞ্জ করতে করতে ডোনা লক্ষ করল, রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মিহিরের জামার দিকে তাকিয়ে ভয় পেল সে। রক্তে জবজব করছে সেটা। মিহির জামা খুলে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অল্প অল্প শীত করছে তার। পরোপকার করতে গিয়ে ভারী বিপদে পড়েছে।

স্পঞ্জ শেষ করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় ডোনা বলল, 'যদি ভিতরে বুলেট থেকে যায়?'

আবদুল্লাহ বলল, 'কী বলছিস পাগলের মত? বুলেট এতক্ষণ মাথার মধ্যে থাকলে সাহেব পটল তুলতেন না? তাছাড়া জ্ঞান হারাবার আগে তিনি বলেছেন, বুলেট বেরিয়ে গেছে কপাল থেকে।'

'ভাগ্যিস, তোরা ছুটে গিয়েছিলি! নইলে বুলেট বার হোক আর না হোক, বাঁচতে হত না বেচারাকে।'

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে ডোনা ফ্ল্যাস্ক থেকে গরম দুধ আর প্যারাসিটামল বার করল। কাঁধের নিচে হাত দিয়ে লোকটির মাথা উঁচু করে ধরে দুধ খাওয়াল ডোনা। সবটা খেতে চাচ্ছিল না। একটু জোর করতে হল। কিন্তু খুব কাজ দিল সেটা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কথা বলল সে। মাথার কাছে উৎকণ্ঠিতা শুশ্রূষাময়ীর দিকে তাকিয়ে সকৃতজ্ঞ হাসি হাসল। ধীরে ধীরে বলল, 'আমার নাম সোহেল সুলেমান।

'খুব কষ্ট হচ্ছে এখনও?'

'না। হাসপাতালের নার্সও এতটা পারত কি না সন্দেহ আছে। আপনি, আপনারা সবাই...অনেক কষ্ট করেছেন। কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।'

'বেশি কথা বলবেন না,' চাপা স্বরে ধমক দিল আবদুল্লাহ। 'বিস্তর রক্ত ঢেলেছেন মিহিরের শার্টে।'

যন্ত্রণায় কুঁচকে যাচ্ছিল তার মুখ। ডোনা স্ট্রিপ থেকে বার করে দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিল তাকে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকুন। সকালে আপনার জন্যে খাবার আনব। রাতে খুব বেশি হলে আর এক গ্লাস দুধ পাবেন। ফ্ল্যাস্কে আছে।'

'থ্যাঙ্কস। আপনি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

লোকটির মুখে ম্লান ছায়া। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কী নাম আপনার?'

'ডোনা।'

'মিষ্টি নাম। কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দিই, বলুন?'

'আমি সবচেয়ে খুশি হব আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠলে আর কেটে পড়লে। এখানে কোনক্রমে আপনি ধরা পড়লে আমাদের সবার দফা শেষ। বিশেষ করে আমার।'

আবদুল্লাহ আর মিহির বাইরে চক্কর দিতে বেরুল। পুলিশের লোকজনকে বিশ্বাস

নেই। যে কোন সময় ঢুকে পড়তে পারে।

'একটু পানি খাব,' কাতর স্বরে বলল সুলেমান।

ডোনা তার কাঁধের নিচে হাত দিয়ে মাথা উঁচু করতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না। সারাদিন অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনার স্রোত গেছে তার ওপর দিয়ে। সুলেমানের মাথা কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার কোলে। সেই গন্ধটা আবার পেল ডোনা। চেনা গন্ধ। কিন্তু চিনল না।

ডোনা ভেবে পেল না শরীর এমন বিশ্বাসঘাতকতা করছে কেন তার সাথে! কাঁপছে কেন সে? সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এই মানুষটির জন্যে কেন তার বুকের সমস্ত মমতা জলতরঙ্গে নেচে উঠছে? অজ্ঞাত কষ্টে কেন মুচড়ে উঠছে রক্তের তলদেশ?

পানি খাইয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিল সে সুলেমানকে।

'আপনাকে তাড়া করছে কেন ওরা? আপনি কি টেরর্যারিস্ট?'

'না।'

মুখে কিছু না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডোনা।

'দয়া করে আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। উত্তর দিতে পারছি না।'

'বেশ, বিশ্রাম নিন। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, বেশ বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। এখানে ওদের প্রহরা খুব কড়া। ওদের হাত থেকে কী করে পালাতে পেরেছেন, ভেবে পাচ্ছি না। দারুণ বুদ্ধি আপনার!'

'বুদ্ধি নয়, ভাগ্যের জোর হয়ত বেশি। মারা যাইনি, এটা সৌভাগ্য নয়? ঐ ছেলে দুটোকে পেয়েছি, আপনাকে পেয়েছি, এ-ও কি ভাগ্যের জোরে নয়?'

আবদুল্লাহ আর মিহির ফিরে এলে উঠে দাঁড়াল ডোনা। বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। চলি এখন। তোমরা ওঁর যত্ন নিয়ো। নড়াচড়া করতে দিয়ো না। আমি ভোরবেলা আবার আসব, কেমন?'

'চিন্তা করিস না। ভোর পর্যন্ত দেখে-শুনে রাখব আমরা। সকাল হবার আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের,' মিহির বলল।

বাইরে পা দিয়ে ডোনা অনুভব করল, শীত অক্টোপাস আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলছে তাকে। ঠিক এরকম অনুভূতি হয়েছিল তার, যখন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনোদ্যত ঠোঁট নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

'অসম্ভব!' মনে মনে বলল ডোনা, 'যত দামি লোকই হোন আপনি, জনাব নুরুদ্দিন পাটোয়ারী, আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না। মাফ করবেন। কাল সকালেই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন,' আর কী আশ্চর্য! কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করতেই ওর শীতশীত ভাবটা কেটে গেল।

চারদিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল সে। মন্দিরটা খাঁ-খাঁ করছে সাদা জোছনায়। মনে হচ্ছে না, ওখানে তিনজন জীবন্ত মানুষ লুকিয়ে আছে। বাগানবাড়ির শেষ সীমানায় পাশাপাশি দুটো টিলা—আধো আলো, আধো অন্ধকারে মানবদেহের আকারে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখানে ছোট পুলিশ-চৌকি, নিথর, নীরব।

দূরে কোথাও রাতজাগা পাখির ডানা ঝটপটানি। কে যেন ডাকছে, যেন তার নিজের জীবনকে ডাকছে অন্য কোন জীবন। সেটা কেমন, ডোনা জানে না। যেমন জানে না, ওই গন্ধটি কিসের। কিন্তু তার সমস্ত সত্তা আহ্লাদিত করে ডাকটা গুঞ্জরিত হচ্ছে তার হৃদয়ে।

কে ডাকে ডোনাকে?

তিন

কংক্রিটের মূর্তির গায়ে হেলান দিয়ে সোহেল সুলেমান প্রতীক্ষায় বসে আছে। বেশ দেরিতে মন্দিরে পৌঁছল ডোনা।

সযত্নে তার কপালের ক্ষত পরীক্ষা করল। ডাবল্ ডোজ প্যারাসিটামল আর অ্যান্টিবায়োটিক ভাল কাজ করেছে। শুকিয়ে এসেছে ক্ষত। তবু দু-একদিন সাবধান থাকা দরকার। কপালে হাত দিয়ে দেখল, তাপ স্বাভাবিক।

সোহেল অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ডোনার দিকে। ডোনার মনে হল, সে দৃষ্টি অদৃশ্য হাতে বেষ্টন করে ফেলেছে তাকে। আর, কেন কে জানে, সহসাই গতরাতের পানি খাওয়ানোর কথা মনে পড়ে গেল। এখনও স্পষ্ট অনুভব করছে আহত সোহেলের স্পর্শ। সিলি ব্যাপার! কে না কে, জানে না ডোনা। কেন এসেছে, কোথায় যাবে, কিছুই জানে না। তাকে ঘিরে এইসব ভাবালুতার কোন মানে হয়?

সে-দৃষ্টি এড়িয়ে দ্রুত বলল ডোনা, 'ওরা কোথায়?'

'চলে গেছে,' সোহেল সুলেমানের কণ্ঠে একই সঙ্গে বিষাদ আর আশার সুর। 'আপনি ছাড়া এখন আমার আর কেউ নেই।'

এই কথায় আপাদমস্তক কেঁপে উঠল ডোনা। হেরে যাচ্ছে সে। লোকটা দখল করতে আসছে তার মুক্ত স্বাধীন হৃদয়। অব্যর্থ আঘাত হেনেছে সে।

মনে মনে নিজেকে প্রচণ্ড ধমক দিল ডোনা। 'অ্যাই মেয়ে, বোকামি কোরো না হয়ত খুব সাধারণভাবেই কথাটা বলেছে সোহেল, বিশেষ কিছু মিন করেনি। এইটুকুতেই এত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার কী আছে? তুমি গার্ল গাইড ছিলে। সেবাকে ব্রত হিসেবে নিতে শেখানো হয়েছিল তোমাকে। একজন অচেনা আহত মানুষকে শুশ্রূষা করেছ। ভাল কথা। এরপর চলে যাবে সে। আর কোনদিন হয়ত দেখাই হবে না।'

কিন্তু ডোনার চোরামন ধর্মের কাহিনী শুনছে না। এই লোকটির সঙ্গে আর দেখা হবে না, ভাবতেই বিষণ্ণতায় ছেয়ে যাচ্ছে মন। আর অবাক হয়ে আবিষ্কার করছে, সে-ও পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে।

কাঁধের ব্যাগ থেকে টিফিন-বক্স বের করে এগিয়ে দিল ডোনা। 'নাশতা খেয়ে নিন। তারপর ওষুধ খাবেন।'

'ওষুধের কী দরকার? আমি তো ভাল হয়ে গেছি।'

'না অনেকটা রক্ত হারিয়েছেন। ভাল হতে সময় লাগবে,' মৃদু ধমকের সুরে বলল ডোনা।

বাধ্য ছেলের মত খেতে শুরু করল সোহেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি খাবেন না?'

'আমি খেয়েছি।'

দুটো ডিমের পোচ একসঙ্গে মুখে পুরল সোহেল। তার ভয়ানক খিদে পেয়েছে। খাওয়া শেষ হলে কাতর স্বরে বলল ডোনা, 'ভুল হয়েছে। আরও বেশি খাবার আনা উচিত ছিল।'

সোহেল হাসল। 'যথেষ্ট এনেছেন। ঐশ্বরিক দানের মত গ্রহণ করেছি আপনার খাবার। পেটের খিদে মিটেছে। এখন যেটা আছে, সেটা চোখের খিদে, যা আস্ত রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘর সামনে এনে দিলেও মিটবে না। আসলে কী জানেন? ভয়ঙ্কর খিদে না পেলে খাবারের মর্ম বোঝা যায় না।'

'এর আগে শেষবার খেয়েছেন কখন?' ডোনা জানতে চাইল।

সোহেল বলল, 'কাল সকালে। পুরা চব্বিশ ঘন্টা। অনেকটা সময়, কী বলেন?'

'কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'ঢাকায় বাড়ি আপনার?'

'বাড়ি?' একটু থেমে উত্তর দিল সোহেল, 'আমার বাড়ি নেই, ডোনা। ছোটবেলাতেই বাপ-মাকে খেয়ে বসে আছি।'

ডোনার বুকের মধ্যে একজন মা ককিয়ে উঠল, 'ও! তাই?'

সেই মায়ের অস্তিত্ব ভীষণভাবে নাড়া খেল সোহেলের কথায়। 'আপনাকে দেখলে মায়ের কথা মনে হয়। আপনি দেখতে তাঁর মত নন, কিন্তু আপনার মতই দয়ালু, সহানুভূতিশীল অন্তর ছিল তাঁর।'

ডোনার হাত থেকে ওষুধ নিয়ে খেল সোহেল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আর বেশি ঋণের জালে জড়াতে চাই না। এবার পালাতে চাই। বিদায় দিন!'

চমকে উঠে ডোনা বলল, 'তা কী করে হয়? হাঁটতে গেলেই ব্লিডিং শুরু হতে পারে। অন্তত একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার আপনার।'

সোহেল বলতে যাচ্ছিল, 'কিচ্ছু হবে না।' কিন্তু ডোনার পরবর্তী যুক্তি শুনে স্থির হয়ে গেল সে। ডোনা বলল, 'তাছাড়া কপালে ব্যাণ্ডেজ আর কাটা দাগ, দুটোই আপনার জন্যে এখন বিপজ্জনক। পুলিশ চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একজন আহত লোককে ধরার জন্যে, ভুলে যাননি নিশ্চয়ই!'

সোহেল সুলেমানকে চিন্তিত দেখায়। 'না, ভুলিনি। কিন্তু কী করতে বলেন আমাকে?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। চুপচাপ লুকিয়ে থাকুন এখানে। পুলিশ আসবার আগে আমি জানতে পারব। বাগানবাড়ির মালিক তার এলাকায় ঢোকার অনুমতি দেননি পুলিশকে। সুতরাং, আপাতত আপনি নিরাপদ। আপনার খাবার আমি এনে দেব। ওষুধ লাগলে, তা-ও।'

সোহেল সুলেমান কয়েক সেকেণ্ড ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অভদ্রের মত একটা প্রশ্ন করছি। উত্তর দেবেন?'

চিন্তিত মুখে ডোনা বলল, 'বলুন।'

'বয়স কত আপনার?'

'আঠারো।'

'অল্প বয়সে এত মানবিক ঐশ্বর্য অর্জন করতে সবাই পারে না। আর এত বিবেচনাবোধও আমি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছি বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে…।'

'যাহ্, বাড়িয়ে বলছেন।'

'একটুও না। আপনার চেহারায় অদ্ভুত এক আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে। গল্পে প্রাচীনকালের রাজকন্যেদের কল্পিত চেহারার কথা মনে হয় আপনাকে দেখলে। যেন এই বসন্তে সবে ফুটেছেন আপনি; রঙে মলিনতার স্পর্শ লাগেনি; পত্র-পল্লবে ধুলো লাগেনি। আপনার চোখের দিকে তাকালে নতুন করে জীবনের স্বপ্ন দেখতে সাধ হয়। মনে হয়, জীবনের সব দুঃখকে আড়াল করার জন্যে ওই তো আছে একরাশ নিবিড় কালো চুল, ওখানে মুখ গুঁজলে পুরুষের যত…'

দুই করতলে মুখ ঢেকে ডোনা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'থামুন! এ সবই আপনার কল্পনা। কবির কবিতা।'

সোহেল তার দু-হাতে ডোনার হাতদুটো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। লাল হয়ে

গেছে মুখখানা।

'আচ্ছা, ডোনা, আর একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? শুধুই কৌতূহল বলতে পারেন।'

'বলুন,' প্রসঙ্গ বদলে স্বস্তিতে বলল ডোনা।

'যতদূর জানতে পারলাম, নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর সঙ্গে আপনাদের কোন আত্মীয়তা নেই।'

'না, নেই।'

'কিন্তু কাল রাতে আপনি তার বাড়িতে ভোজ খেতে গিয়েছিলেন।'

'আমি একা নই, সঙ্গে বাবা-মা ছিলেন।'

'কোন বিশেষ কারণে?'

'ঐ লোকটি সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে ভাল লাগছে না আমার। মাফ করবেন।'

সোহেল মাথা নিচু করে ভাবল। ওকে এখন ঋষির মত দেখাচ্ছে।

'আমি মোটেও অবাক হব না, যদি পঞ্চাশ বছরের ঐ বুড়োটা আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সমাজের বেশিরভাগ লোকই তাকে পছন্দ করে না। কিন্তু কে জানে কেন তিনি মনে করেন, দেশটা প্রায় কিনে ফেলেছেন। কিন্তু মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কেনা যায় না, ডোনা।'

'কিন্তু আপনার উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।'

'কেননা তিনি বাগানবাড়িতে পুলিশ ঢুকতে না দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন?' সোহেল সুলেমানকে চিন্তিত দেখাল। পরমুহূর্তেই কঠিন হয়ে এল তার মুখের রেখা। বলল, 'দয়ামায়া বলতে তাঁর কিছুই নেই। পুলিশ ঢুকতে দিতে তিনি রাজি হননি, তার পেছনে হয়ত অন্য কোন কারণ আছে। আপাতত কৃতজ্ঞ হতে রাজি আছি আমি, কিন্তু পরে যদি নতুন করে রুষ্ট হতে হয়, মুশকিলে পড়ব। মানুষ সম্পর্কে মুহূর্তে মুহূর্তে মনোভাব পাল্টাতে সবাই পারে না, ডোনা।'

ডোনা বলল, 'পাটোয়ারী সম্পর্কে অনেককিছুই জানেন, মনে হচ্ছে। কী জানেন, বলুন না!'

হাসল সোহেল। 'এত বেশি জানি যে, এখনই আপনার কাছে সব বলে দেওয়া আমাদের কারও জন্যেই নিরাপদ হবে না।'

ডোনার কপালে রেখা দেখা দিল। বলল, 'সামান্য কিছু বলুন।'

'শুধু এটুকু বলতে পারি, তিনি ভাল লোক নন। দেশের আর দেশের মানুষের মঙ্গলের নামে তিনি অনেক ক্ষতি করেছেন। আরও বড় ক্ষতি করবেন হয়ত।'

'কী বলছেন এসব?'

'কোন বড় ধরনের সর্বনাশ হবার আগে, আমি সাবধান করে দিচ্ছি, এই লোকটি থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবেন। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, সে কোন নরকের কীট!'

'কিন্তু...ওদিকে...বাড়িতে...' ডোনা শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলল।

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল সোহেল, 'কী হয়েছে?...বাড়িতে...কী...আমাকে খুলে বলুন।'

'আপনি ঠিকই অনুমান করছেন। উনি আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন বাবা-মায়ের কাছে। বাবাকে প্রমোশন দেবেন, বাবা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হবেন। ছোট ভাই-বোনদের...'

কথা শেষ করতে পারল না ডোনা। কেঁদে ফেলল। কান্নার আবেগ সামলে উঠতেই দেখল, সহসা সদ্যপরিচিত লোকটি দুহাতে গভীর মমতায় আঁকড়ে ধরেছে তাকে। বাধা দেবার শক্তি পাচ্ছে না সে।

'কাঁদবেন না, প্লীজ! ঠিক জানতাম, এমন কোন একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে।

আপনি পাটোয়ারীর ফাঁদে পড়েছেন। সাবধান হতে হবে আপনাকে।'

'এখন কী করব, বলুন তো।'

নিজের কাঁধে ডোনার মাথা গুঁজে রেখে তার কাঁধে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিল সোহেল!

'ঐ লোকটিকে এড়িয়ে চলুন। যে কোন মূল্যে। বিয়েতে রাজি হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমি বরাবর ঘৃণা করে এসেছি তাকে। কিন্তু হঠাৎ কাল···বাগানে আমাকে দেখে···'

'ডোনা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথা শুনুন, শক্ত হোন। খুব নম্র ভাষায় প্রত্যাখ্যান করুন তার প্রস্তাব। বলুন, "আমার একটা ব্যক্তিগত বন্ধন আছে। আমাকে বিয়ে করে আপনি বা আমি, কেউ সুখী হব না।" ব্যাখ্যা করতে যাবেন না। প্রশ্নোত্তরও এড়িয়ে যাবেন। আর নিজে যদি না পারেন, বাবাকে বলবেন।'

'বাবা তো নিশ্চয়ই কারণ জানতে চাইবেন। কী বলব?'

'একই উত্তর। নুরুদ্দিন পাটোয়ারীকে কেন বিয়ে করা যাবে না, এ প্রশ্নের উত্তর বাবার কাছে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি নিজেও আপনার কাছে বলতে পারছি না, ডোনা। য়ু আ' টুউ ইনোসেন্ট, টুউ ইয়াং টু নো হোয়াট পাটোয়ারী ইজ লাইক। একদিন অবশ্য সবই জানতে পারবে।'

ডোনা একটু একটু কাঁপছিল। সোহেল তার মুখ নিজের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'ডোনা,' প্রায় ফিসফিস করে বলল সে। 'তোমার আর পাটোয়ারীর মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা হতে পারে না। তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার পেছনে তার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, এ ছাড়া তোমাকে পাবার অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না সে। অথবা, শেষ জীবনের অবলম্বন হিসেবে একজন স্ত্রী চাই তার। পাপের পাঁকে ডুবে থাকা একটা বুড়ো মানুষের বউ হবার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি, ডোনা। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও অনেক সাধের সাধনা। তুমি জান না, তুমি কী!'

ডোনা সম্মোহিতের মত সোহেলের বুকে মাথা রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে।

'আমি যাই?'

'এসো।'

বাসায় ফিরে ড্রইং রুমে পা দিতেই চমকে ওঠে ডোনা। নুরুদ্দিন পাটোয়ারী অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে নিয়ে।

'এই যে, বনদেবী,' প্রায় দৌড়ে এসে ডোনার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন নুরুদ্দিন। 'তোমাকে দেখার জন্যে প্রাণ আনচান করছিল।'

ডোনার মুখ শুকিয়ে গেল। ঘরে আরও একজন বসে আছেন। হাসি চেপে মুখ ঘুরিয়ে বুককেসে অধ্যাপক মতিনউদ্দিনের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। খাকি পোশাক, কোমরে রিভলভারের খাপ। কাঁধে রূপালি তারকা। পুলিশ কর্মকর্তাদের অনেকেই পাটোয়ারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু তিনি এখানে কেন?

ঢোক গিলে বলল ডোনা, 'এত সকালে আপনাকে আশা করিনি।'

'আর বোলো না, বনদেবী,' কৈফিয়তের সুরে বললেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। 'ডি এস পি স্বপন দাশগুপ্ত রাত না পোহাতেই আমার বাড়িতে হানা দিয়েছেন।'

ডি এস পি হেসে বললেন, 'গরজ বড় বালাই, নুরুদ্দিন ভাই, মানেন তো?'

'অবশ্যই। নইলে আর আপনার জন্যে এতদূরে ছুটে এলাম কেন, বলুন? পরিচয় করিয়ে দিই, দাশগুপ্ত বাবু, এই যে আমার শতবর্ষের সাধনার ধন—ডোনা! শিগগিরই

আমার গলায় মালা পরিয়ে এ জীবন পূর্ণ করবে কানায় কানায়।'

'তাই নাকি? কংগ্র্যাচুলেশনস্, নুরুদ্দিন ভাই,' দাশগুপ্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নুরুদ্দিন তাঁর হাত এগিয়ে দিলেন না। বললেন, 'কংগ্র্যাচুলেশনস্ এখন নিচ্ছি না, মি. দাশগুপ্ত, মাফ করবেন। মহারানীর দরবারে আরজি পেশ করে মহাসংশয়ে ঠকঠক্ করে কাঁপছি। বলা যায় না, মহারানী কৃপা করবেন, না গর্দান নেবেন।'

ডোনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নুরুদ্দিন বাধা দিলেন।

'যাক, এ-সব আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, গোপনই থাক। এগুলো নিয়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না। আমরা কেন অসময়ে দেবী দর্শনে এসেছি সে প্রসঙ্গে আসা যাক।'

ডোনা জোর করে তার কোমর থেকে নুরুদ্দিনের হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। নুরুদ্দিন তাকে ছেড়ে দেবার আগে বললেন, 'মিছে ভয় পেয়ো না, বনদেবী। বাসায় কেউ নেই। তোমার বাবা গেছেন কলেজে। মা বাদলকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেছেন। আর বাকি রইল মোনা, তাই না? মোনাকে গলিয়ে ফেলেছি তার প্রিয় কয়েকটা জিনিস দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মনোযোগ দিয়ে চা তৈরি করছে সে আমার জন্যে।'

ডোনা অধৈর্য হয়ে বলল, 'আপনি বলতে এসেছিলেন...'

'ও, হ্যাঁ, পাবলিক নিয়ে ডিল করতে করতে বেশি বকার অভ্যাস হয়ে গেছে। ডি এস পি সাহেব ভোরবেলা এসে ঘুম থেকে জাগিয়ে আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর লোকজনকে বাগানবাড়ি সার্চ করার অনুমতি দিতে। একটা ডেঞ্জারাস কালপ্রিট নাকি রাবার বাগানের আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু ডি এস পি সাহেবকে বলেছি, আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার অনুমোদন ছাড়া পুলিশকে বাগানবাড়িতে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি না আমি। এখন ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।' পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন নুরুদ্দিন, 'কী, ঠিক বলেছি?'

রক্ত সরে গেল ডোনার মুখ থেকে।

'যেহেতু ডি এস পি সাহেব আমার বন্ধুমানুষ, একটা অনুরোধ করে ফেলেছেন, তখন আমার খাতিরে বোধহয় অনুমতি দিতে অসুবিধে নেই তোমার, তাই না?' পকেট থেকে একটা রথম্যান বার করে ধরালেন নুরুদ্দিন।

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বর শুনে যেন সংবিৎ ফিরে পেল ডোনা। 'আছে।'

'আপত্তি আছে!' নুরুদ্দিনের বিস্মিত প্রশ্ন।

'বাগানবাড়িতে কেউ ঢোকেনি। ওখানে ঢোকার একটাই পথ, সে-পথের মুখে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, পুলিশের লোকজন হয়ত আমাকেই দেখেছে। অযথা ঐ সুন্দর বাগানটা আমি তাদের হাতে তছনছ হতে দেবার অনুমতি দিতে পারি না।'

উদার হাসি হেসে নুরুদ্দিন স্বপন দাশগুপ্তের পিঠ চাপড়ালেন। বললেন, 'শুনেছেন তো, ডি এস পি সাহেব, আমার হবু-স্ত্রী রাজি হচ্ছেন না।'

হবু-স্ত্রী! নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর! ডোনা শিউরে উঠল। কিন্তু এখন প্রতিবাদের সময় নয়।

ডি এস পি তাকিয়ে আছেন ডোনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। সেদিকে তাকিয়ে ডোনার মনে হল, যেন তার চোখ ছিদ্র করে মাথার ভেতরে ঢুকে পড়ছে পুলিশের অনুসন্ধিৎসা। যেন এখনই প্রকাশ হয়ে পড়বে সমস্ত গোপনীয়তা।

ধীরে ধীরে বললেন ডি এস পি, 'আপনারা আমার দেরি করিয়ে দিচ্ছেন। যে কর্তব্য আমাকে সম্পাদন করতেই হবে, কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর তা নির্ভর করে না। ডিউটি ইজ ডিউটি।'

'মানে?' নুরুদ্দিনের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন শোনা গেল।

'মানে সহজ,' স্বপন দাশগুপ্ত পুলিশী মেজাজে ফিরে গিয়ে বললেন। 'আপনি অনুমতি না দিলে ডি সি সাহেবের কাছে যেতে হবে আমাকে।'

'ডি সি সাহেব নিছক সন্দেহের বশে আমাকে হয়রানি করতে রাজি হবেন বলে আপনার মনে হয়?'

'তিনি রাজি না হলে ঢাকায় যোগাযোগ করতে হবে। হোম মিনিস্ট্রি থেকে সেক্রেটারি কিংবা মিনিস্টার সাহেব কারও না কারও অনুমতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে,' টেবিলের ওপর হাতের ছড়ি ঠুকে বললেন স্বপন দাশগুপ্ত।

'সামান্য একটা সন্দেহ দূর করার জন্যে আপনি এত বড় বড় নামের দোহাই দিচ্ছেন?'

'সামান্য সন্দেহ নয়, পাটোয়ারী সাহেব,' গোঁফ চুলকে ডি এস পি বললেন। 'আপনার কাছে এত কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই, দেওয়াটা উচিতও নয়। যে আহত লোকটাকে আপনার বাগানে ঢোকানো হয়েছে, সে একজন গুপ্তচর। সেন্ট মার্টিনস্ থেকে তাকে ফলো করে আসছে আমাদের লোকজন।'

গুপ্তচর! অসম্ভব! হতেই পারে না। ডোনা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে।

নুরুদ্দিন পাটোয়ারী চাপা গর্জন করে উঠলেন, 'গুপ্তচর! আমার বাগানে?'

'এক্জ্যাক্টলি, নুরুদ্দিন ভাই।'

'ঠিক আছে, স্বপন বাবু, আমাকে আমার ভাবী স্ত্রী-র সঙ্গে একটু কথা বলতে দিন। বনদেবী, এ ঘরে এসো।'

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। আগে গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন একদিকে খাট ফেলে বাদলের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘরের একমাত্র দরজা বন্ধ করে ডোনার দুই কাঁধ চেপে ধরে একরকম জোর করে খাটে বসিয়ে দিলেন নুরুদ্দিন। একটা মোড়া টেনে তার সামনে বসলেন তিনি।

'শোন, বনদেবী, আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না। কী হয়েছে, খুলে বলো।'

ফুঁপিয়ে উঠল ডোনা। 'বিশ্বাস করুন,... সে...গুপ্তচর না... বোমাবাজ না...বিপদে পড়ে...'

'তার মানে, পুলিশ ঠিকই দেখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে আহত?'

'হ্যাঁ। পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়েছে।'

'নাম কী তার?'

'জানি না।'

এক মিনিট নীরবে ডোনার দিকে তাকিয়ে রইলেন নুরুদ্দিন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করতে চাও, বনদেবী?'

'আহত লোকটিকে পালিয়ে যাবার মত সময় দিন। ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখুন পুলিশদের।'

কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন নুরুদ্দিন। বললেন, 'পালাতে পারবে সে?'

'পারবে।'

'তুমি চাও না, সে ধরা পড়ুক?'

'না। কে চায় একটা ভাল লোককে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে?'

'বেশ,' হেসে বললেন নুরুদ্দিন। 'দেনা-পাওনার পাকা চুক্তি হোক আগে।'

ডোনার শরীর বেয়ে শীতল স্রোত নামল।

নুরুদ্দিন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কথা দাও, আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি তুমি! আমি আজ রাতে তার পালানোর ব্যবস্থা করছি। পুলিশকে আজকের দিনটার জন্যে ঠেকিয়ে রাখা আমার কাছে কোন ব্যাপারই না।'

সিদ্ধান্ত নিতে মাত্র দু-সেকেণ্ড লাগল ডোনার। রাতে শত্রুর সাহায্য নিয়েই পালাবে সোহেল। তবে ডাবল্ চেক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাবে না নুরুদ্দিনের ওপর।

অতি ক্ষীণ শব্দে উচ্চারণ করল ডোনা, 'রাজি।'

ডোনার হাতদুটো নিজের প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে বন্দি করে নুরুদ্দিন বললেন, 'গুড গার্ল। আমি এখনই সব বন্দোবস্ত করছি। পশ্চিম দিকের টিলার বাঁ-দিক দিয়ে যে রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেখানে কোন প্রহরা থাকবে না। তোমার আশ্রিত লোকটি রাত আটটায় ওদিক দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাবে। তারপর পুলিশ ঢুকবে বাগানবাড়িতে। ঠিক আছে?'

মাথা নেড়ে ডোনা বলল, 'জানি না, কিভাবে ধন্যবাদ দেব আপনাকে।'

'মামুলি ধন্যবাদে তো আমার পোষাবে না, বনদেবী। আমি আরও বেশি কিছু চাই।'

পালাবার পথ বন্ধ। নুরুদ্দিন পাটোয়ারী সবদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন তাকে। আশঙ্কায়, লজ্জায়, ঘৃণায় চোখ বন্ধ করল ডোনা। প্রাণপণ চেষ্টায় চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। নুরুদ্দিন সাহেব পরম হৃষ্টচিত্তে এই তরুণীর কুসুম-কোমল অধর সশব্দে গ্রাস করলেন। দাঁতে দাঁত চেপে ডোনা কাঁপতে লাগল। যে কোন সময় বাবা-মা ফিরে আসবেন। মোনা আসতে পারে চা নিয়ে। নুরুদ্দিন কি আরও কিছু চান তার কাছে? কতটা?

দরজা খোলার শব্দে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালেন নুরুদ্দিন।

ডোনার স্বরে একই সঙ্গে আর্তনাদ আর স্বস্তি। 'আব্বা!'

'কী ব্যাপার, ডোনা?'

নুরুদ্দিন বললেন, 'আমরা একটা নিজস্ব ব্যাপারে বোঝাপড়া করতে এসেছিলাম।'

মতিনউদ্দিন সাহেব মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। নুরুদ্দিন পাটোয়ারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, 'সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি বিয়েতে রাজি হয়েছে। অথচ আমি বা তোমার মা, কেউ কিছু জানি না। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি।'

'আব্বা, আমি···ব্যাপারটা আসলে···'

ডোনার অবস্থা বুঝতে পেরেছেন মতিন সাহেব। বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

বেরিয়ে যেতে যেতে ডোনা শুনল, নুরুদ্দিন বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে চাইছেন মতিউদ্দিন সাহেবের কাছে। 'ডি এস পি সাহেব ঠিকই বলেছেন। ডোনা এবং আমার মধ্যে···'

নিজের ঘরে গিয়ে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিল ডোনা। বারবার ঘষতে লাগল তার অধর। মনে হল, তার শরীর অপবিত্র হয়ে গেছে কয়েক মিনিট আগে। পানির ঝাপটা কিছুতেই সে ক্লেদ দূর করতে পারছে না।

মুখ মুছতে গিয়ে তোয়ালেতে দুঃখ আড়াল করতে চেষ্টা করল সে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আর কী করার ছিল আমার? এটুকু না করলে যে সর্বনাশ হয়ে যেত!'

বাসার পেছনদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। বারবার ঘুরে ফিরে চারদিক দেখে নিল। না, কেউ লক্ষ করছে না তাকে। কেউ অনুসরণ করছে না।

পাটোয়ারীদের বাগানের পর মন্দির। ফুরাতে চায় না পথটুকু।

'মাই গড! তুমি! কোন খারাপ খবর আছে নাকি?'

ডোনা কয়েক সেকেণ্ড অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

সোহেলের কপালে আরও কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। ঝরা পাতা কাঁদছে বাইরে বুনো

বাতাসে। অনেকদিন ও কোনও ভাল খবর পায় না। 'কী হয়েছে, ডোনা?'

'ফেঁসে গেছি। হারিয়ে গেছি আমি। কেন তুমি সত্যিকার পরিচয় দিচ্ছ না? কেন অন্ধকারে রেখেছ?'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সোহেল। 'আমাকে একটু সময় দাও, ডোনা, লক্ষ্মী, সব তোমাকে বলব। জীবনের অনেকটা পথ একলা হেঁটে আজ ভারী ক্লান্ত লাগছে। বাকি পথটা তোমার হাত ধরে হাঁটতে চাই। যাবে?'

'সত্যি নেবে আমাকে?'

'নেব। একটু সময় দাও শুধু। কয়েকটা দিন মাত্র।'

ডোনা সোজা হয়ে বসে সোহেলের চোখে চোখ রাখল। বলল, 'সময় আমাদের কারও হাতে নেই, সোহেল। ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সোহেল। ধীরে ধীরে বলল, 'এ কী করলে তুমি?'

জারুল পাতার মত কেঁপে উঠল ডোনার ঠোঁট। কান্না চেপে বলল, 'অন্য কোন পথ আমার সামনে খোলা ছিল না। এখন তোমার দুটো কাজ। নিজেকে বাঁচাতে হবে, আমাকেও বাঁচাতে হবে নষ্ট লোকটার হাত থেকে। আমি কিচ্ছু জানি না। আমি শুধু জানি তোমাকে।'

সোহেল বুকের মধ্যে বন্দি করল তাকে। ডোনা তার নাকের নিচে সোহেলের কাঁপাকাঁপা তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করল। চোখ বুজল সে। অন্ধকারের মধ্যে তার সমস্ত শরীর, মন আলোকিত হয়ে উঠল। নিজেকে কলম্বাস মনে হল। তার ছোট্ট জীবনতরণী নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছে। সেখানে ঋজু রাবার গাছের মত প্রত্যয় আর ঝর্ণার মত ভালবাসা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এখন আর কাউকে ভয় করে না সে। কিছুতেই না।

চার

ডোনা কিছুতেই মনে করতে পারল না, এই ঘ্রাণ কিসের? শুধু সোহেলের শরীর থেকেই সে এই গন্ধটা পায়। সোহেলের যত কাছে যায় অনুভব করে, গন্ধটা তত তীব্র, তত সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। এ যেন ভুলে-যাওয়া কোন গানের কলি—আধখানা স্মৃতি আধখানা বিস্মৃতির মধ্যে হঠাৎ মনের কোনে বেজে ওঠে।

এই সঙ্গীত ক্রমেই তাদের নিবিড় করে আনল। সোহেল তার দুই করতলে পেয়ালার মত উঁচু করে ধরল ডোনার মুখ। সোহেলের মুখ নেমে এল পাখির মত। ডোনা চোখ বুজে খুঁজল তার প্রিয় পুরুষকে। স্নায়ু আচ্ছন্ন-করা ম' ম' গন্ধে উতরোল অরণ্যে মানবের সঙ্গে দেখা হল মানবীর। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাসের। অন্তরঙ্গ কথোপকথন হল ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁটের, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের।

'দস্যি মেয়ে,' কাঁপাকাঁপা গলায় বলল সোহেল। 'জান, তুমি আমার কী করেছ?'

আরক্তিম মুখ পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছি?'

'প্রাণ বাঁচিয়ে জীবন কেড়ে নিয়েছ।'

'তুমি নাওনি?'

প্রশ্ন-ভরা চোখে তাকাল সোহেল।

'তুমি আমার জীবন-প্রাণ সব কেড়ে নিয়েছ। এই যে, চলে যাচ্ছ। ভাবতে পার, কী করে বাঁচব আমি? কী উপায় হবে আমার?'

সোহেল ওর পিঠে হাতের মৃদু পরশ বুলিয়ে দিল। 'শুধু প্রতীক্ষা আর আত্মরক্ষা। ঐ

দুর্ধর্ষ লোকটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করবে তুমি। আমি খুব শিগগিরই ফিরে আসব। বিজয়ীর মত তোমাকে দখল করব আমি। চুরি করব না।'

ডোনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল, 'সময় হয়ে গেছে, সোহেল।'

সোহেল উঠে দরজার দিকে এগুলো। দরজা খুলতে গিয়ে বাধা পেল ডোনা। সোহেল জড়িয়ে ধরেছে ওকে। পাগলের মত চুমু খাচ্ছে ওর চুলে, কপালে, গালে, নাকের ডগায়, সবশেষে ঠোঁটে।

রীতিমত শক্তিপ্রয়োগ করে ডোনা তার আলিঙ্গনমুক্ত হল।

ঢালু পথটা ঢেকে আছে গামারি আর সেগুনপাতায়। এগিয়ে গেল ডোনা। কয়েক ফুট পেছনে সোহেল। পা সরছে না তার। যেন অদৃশ্য অথচ ভীষণ শক্ত এক রজ্জুতে ঐ নারী তাকে বেঁধে ফেলেছে! চুম্বকের মত তাকে টানছে ঐ ছন্দময় শরীর, শরীরের আড়ালে পাহাড়ের শ্যামলিমার মত সবুজ হৃদয়, যার নিবেদনে কোন মালিন্য নেই।

ফিসফিস করে ডাকল সোহেল, 'ডোনা—'

ডোনা থামল। তাকাল কাঁধ ঘুরিয়ে।

'সত্যিই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?'

'করব। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, লোকটা যদি জোর করে বিয়ে করতে চায়, তখন কী করব!'

দাঁতে দাঁত ঘষল সোহেল। 'তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে আমি কাছাকাছিই থাকব।'

ডোনা বলল, 'আমার বিশ্বাস আছে, সোহেল, পারবে তুমি।'

গর্বিতা নারীর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ডোনা, কিন্তু পরমুহূর্তেই অসহায় শিশুর মত কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ফিরে আসতে দেরি কোরো না।'

তার পিঠে হাত রেখে সোহেল বলল, 'বিশ্বাস করো, দায়িত্বটুকু শেষ করেই ফিরে আসব। এক সেকেণ্ডও দেরি হবে না।'

ডোনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার জন্যে ভেবো না। যদি আত্মরক্ষা করতে না পারি, আমার মৃতদেহ তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। কিন্তু নুরুদ্দিন পাটোয়ারী কোনদিন পাবে না আমাকে।'

'তাহলে চলি?'

প্রায় নিঃশব্দে, চাপালিশ পাতার মৃদু আন্দোলনের শব্দে ডোনা বলল, 'এসো।'

ডোনা এগিয়ে গেল পশ্চিম দিকের টিলার কাছে। তার বুকে, কামিজের আড়ালে পেনসিল টর্চ। দক্ষিণ দিকের ছোট টিলার কোল ঘেঁষে ড্রেন। পাহাড়ী ঝর্ণার মত এঁকেবেঁকে সেটা চলে গেছে নদী-সঙ্গমে। খুব সামান্য পানি। সোহেল সুলেমান নেমে পড়ল। হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে চলে যেতে পারে সে। অবশ্য পশ্চিম দিকের টিলায় যদি সত্যিই কেউ না থাকে, টর্চের আলো দক্ষিণ দিকে ছুঁড়ে সংকেত দেবে ডোনা। তখন ফিরে এসে সোজা রাস্তায় পালাতে পারবে সে, সহজ হবে ব্যাপারটা।

আরও একটু এগুতেই 'হল্ট' শব্দে গর্জন করে উঠল টিলার পেছনদিকে লুকিয়ে থাকা একজন সশস্ত্র প্রহরী। অন্য কয়েকজন রাইফেল তাক করে কুঁজো হয়ে এগিয়ে এল। সে কী! এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন নুরুদ্দিন? আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টের পেল ডোনা, ষড়যন্ত্রটা কতখানি ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র!

বাজখাঁই গলায় হুকুম করল একজন, 'ফায়ার!'

মুহূর্ত দেরি না করে চেঁচিয়ে উঠল ডোনা, 'গুলি করবেন না!'

রাইফেল নল ভূমিমুখি হল। শীতল স্রোত বয়ে গেল ডোনার শিরদাঁড়া বেয়ে। খুব কাছে এসে মৃত্যু তাকে না ছুঁয়ে ফিরে গেছে। এক মুহূর্তেরও কম সময় বাকি ছিল। চেঁচিয়ে উঠতে এতটুকু দেরি হলেই অসংখ্য বুলেটের ঘায়ে ঝাঁঝরা হয়ে যেত তার দেহ,

পাটোয়ারী যে-কোন মূল্যে যা কিনতে চান! ভালই হত। প্রেমিকের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করত সে। প্রেমিকের জন্যে এর চেয়ে বড় আর কী ছিল তার দেবার মত? আর বেঁচে যেত নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিষাক্ত থাবা থেকে, যা প্রতিদিন তিলে-তিলে অসংখ্যবার মৃত্যু ঘটাবে তার। কে জানে, সোহেলকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করতে পারবে কিনা!

লোকগুলো এগিয়ে এল।

'তুমি!...ইয়ে...আপনি...এখানে কেন? আর একটু হলেই তো হয়েছিল!'

'আমি ঐ লোকটিকে খুঁজতে এসেছিলাম। তার তো এদিক দিয়ে যাবার কথা ছিল। তার একটা টর্চ...আমার কাছে রয়ে গেছে...এই যে!'

কমাণ্ডার বলল, 'কখন বেরিয়েছে সে?'

'বলতে পারব না। তবে এই সময়ে যাবার কথা ছিল।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

ডোনা ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাসা থেকে। লোকটার যেখানে থাকার কথা ছিল, সেখানে নেই। আমি ভেবেছি, এই পথে এগুলে পাব।'

'দরদ তো মন্দ নয়!' মুখ ভেংচে বলল সেপাইদের একজন, 'পাটোয়ারী সাহেব পছন্দ করবেন তো ব্যাপারটা?'

এখানে বিনয় দেখাবার প্রয়োজন মনে করল না সে। সমান তেজে উত্তর দিল ডোনা, 'পাটোয়ারীর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে দেখছি ঘুম নেই আপনার! নিজের চরকায় তেল দিন।'

'বাসায় পৌঁছে দেব আপানাকে?' শেষ পর্যন্ত আপস করতে চাইল কমাণ্ডার।

'মন্দ হয় না। আসার সময় ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছি। লোকটা এরই মধ্যে চলে যাবে, কে জানত! যাই হোক, চলুন।'

কমাণ্ডার অন্য সঙ্গীদের পজিশন নিতে বলল।

'আরও পনের মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। সাড়াশব্দ পাওয়া না গেলে ঢুকে পড়ব বাগানবাড়ির ভেতর। পার্মিশন নেওয়া হয়েছে। কোন জায়গা বাকি রাখা হবে না। চলুন, ম্যাডাম।'

দক্ষিণ দিকের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অনুচ্চ টিলার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ডোনা। নিঃসঙ্গ লোকটা এখন টিলা, ড্রেন, সব পার হয়ে নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। নিজেকে হঠাৎ নিঃসঙ্গ মনে হল : শরীরটা যেন আর চলছে না। ভারী হয়ে গেছে।

'চলুন,' কমাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

ভেবেছিল একঘুমে রাত পার করে দেবে। ভোরবেলা উঠে যাবে পাটোয়ারীদের বাগানবাড়িতে। নিশ্চিত হতে চেষ্টা করবে, আহত লোকটা পালাতে পেরেছে কিনা।

কিন্তু তার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। মোনা এসে বারবার ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে বসাল তাকে।

'অ্যাই, আপা, কী ব্যাপার? এগারোটা বাজে যে!'

ডোনা চোখ ডলতে ডলতে আঁতকে ওঠে। 'বলিস কী? এগারোটা। এতক্ষণ ডাকিসনি কেন?'

'ডাকতে এসেছিলাম সেই আটটার সময়। তুমি উঠলে না। মা বলল, "ওকে বিরক্ত করিস না, ঘুমুতে দে।" তাই আর ডাকিনি। কিন্তু এখন যে, আপা, না ডেকে উপায় নেই।'

মোনার মুখে চাপা হাসি, চোখে রহস্যের ঝিলিক। ডোনা তার দিকে চোখ পাকিয়ে

তাকাতেই তাড়াতাড়ি বলল সে, 'বলছি, বাবা, বলছি। তোমার "ইয়ে"এসেছেন। জরুরি দরকার তোমার সঙ্গে। যাও, বৈঠকখানায় বসে আছেন। হাতমুখ ধুয়ে যেয়ো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চেহারার যা অবস্থা করেছ!'

বিরক্ত স্বরে ডোনা বলল, 'পাকামো করিস না, ভাল লাগে না।'

হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের ঘরে এসে উপস্থিত হল ডোনা। তুমুল আন্দোলন চলছে বুকের ভিতর। এগারোটা বাজে! মড়ার মত ঘুমিয়েছে সে এত বিপদের মধ্যে! ছিঃ। কে জানে, সোহেল পালাতে পেরেছে কি না। কে জানে, নুরুদ্দিন টের পেয়েছেন কি না।

মিসেস নুরুন্নাহারের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন নুরুদ্দিন। ভালভাবে চুল আঁচড়ানোর সময় পাননি মনে হয়। তাঁর পরনের সাফারি সুটটিও আজ তেমন ধোপদুরস্ত নয়, বেশ ব্যবহৃত; খানিকটা ময়লাও।

হাত তুলে সংক্ষেপে একটা সালাম দিয়ে নুরুদ্দিনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ডোনা।

'কী ব্যাপার? অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে মনে হচ্ছে। কাল বুঝি অনেক রাতে ঘুমিয়েছ!'

তরল পরিহাসের নির্দোষ প্রশ্ন। কিন্তু ডোনাই শুধু বুঝল, কোথায় তীর ছুঁড়েছেন নুরুদ্দিন।

হাসল ডোনা। 'মা-কে জিজ্ঞেস করে দেখুন, শরীর ভাল ছিল না কাল। সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'ওর মাঝে মাঝেই অমন হয়। ঘুমানোর জন্যে পাগল হয়ে যায় বেচারি। ডেকে না তুললে সারারাত, সারাদিন ঘুমোতে পারে ও। আমি বাধা দিই না। শরীর তো আর রোজরোজ খারাপ হয় না!'

'ঠিকই বলেছেন,' চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললেন পাটোয়ারী। 'বেচারির ওপর দিয়ে খুব ঝড়-ঝাপটা যাচ্ছে।'

ডোনা ভেতরে ভেতরে জ্বলে গেল। নুরুন্নাহার এ-কথার কী অর্থ করলেন, বোঝা গেল না।

'না, না, ঝড়-ঝাপটার কী আছে?' তিনি নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষের জীবনে এই সময়টায় অমন একটু হয়ই। ওতে ঘাবড়ালে চলে না।'

ডোনা মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে পাহাড়ে চোখ রাখল। রুচিহীন লোকটার দিকে তাকাতে পারছে না সে। মায়ের সামনেই কেমন অসভ্যের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে! মায়ের ওপরও রাগ হচ্ছে। তাঁর আত্মসম্মান লোপ পেয়েছে নাকি!

নুরুদ্দিন বললেন, 'তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করলাম একটা পরিকল্পনা বিষয়ে। পরিকল্পনাটা···ইয়ে···আমাদের···বিয়ে সম্পর্কিত।'

ভ্রূ কুঁচকে ডোনা বলল, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে?'

'মানে?'

'মানে···আপনাকে তো বলেছি। সময় দরকার আমার।'

'ডোনা!' সবিস্ময়ে পাটোয়ারী বললেন, 'এসব কী বলছ তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম, রাজি যখন হয়েছ, রাতারাতি কাজী ডাকলেও তোমার আপত্তি থাকবে না। তোমার বাবা-মা'কে বুঝিয়ে বলেছি। এ-মাসে ফয়েজ সাহেব সময় দিতে পারবেন। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তিনি। সামনেই ইলেকশন। কিন্তু তুমি বুঝবে না, আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি কত দরকার!'

'কিন্তু আমাদের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে আপনাকে। আমার বাবা…'

নুরুন্নাহার বাধা দিয়ে বললেন, 'ওঁকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি আমি, ডোনা। কিন্তু উনি কিছুতেই শুনছেন না। তোর বাবা আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলেন। এখন আমি কী করি?'

পাটোয়ারী বললেন, 'কোন অন্যায় আবদার কারও ওপর চাপিয়ে দিতে পছন্দ করি না আমি। আমি ভালভাবেই জানি, তোমাদের যে আর্থিক অবস্থা তাতে কয়েক বছর সময় পেলেও তোমরা প্রস্তুত হতে পারবে না। জানই তো, পাটোয়ারীর বিয়ে ছেলেখেলা নয়, একটা বিরাট সামাজিক অনুষ্ঠান। কনে এমন ভাবে সাজবে যে লোকের তাক লেগে যাবে। কিছু কিছু ব্যাপারে ট্রেনিং-ও নেওয়া দরকার সেজন্যে। মিনিস্টার জেনারেলদের সঙ্গে ওঠাবসার ব্যাপার, বুঝতেই পারছ।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার পরিকল্পনাটি কী?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডোনা।

'আমার বোন, মর্জিনা বানু, তোমাকে কয়েকদিনের জন্যে ঢাকায় নিয়ে যেতে চায়। সে তোমাকে ঢাকা শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবে, কাপড়-চোপড় আর বিয়ের অন্যসব সামগ্রী কিনবে। ট্রেনিং-এর ব্যাপারটাও সারা হবে এর ফাঁকে ফাঁকে। পরিকল্পনাটা চমৎকার না?'

'আপনার টাকায় আমার বিয়ের সাজপোশাক কেনা হবে?'

নুরুদ্দিন ভাবলেশহীন চোখে ডোনার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। নুরুন্নাহার বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা ক্রমেই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। কে জানে, মেয়েটা হঠাৎ এমন বেঁকে বসছে কেন?

নুরুদ্দিন পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করলেন ঝানু জননেতার মত। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, সে-ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব আপাতত মর্জিনার কাছ থেকে যা প্রয়োজন, ধার নেবে তুমি। দু-লাখ, তিন-লাখ, যা দরকার। বিয়ের পর মিসেস নুরুদ্দিন পাটোয়ারী অন্তত পঞ্চাশ লাখ টাকার মালিক হবে। ধার শুধতে একটুও আটকাবে না।'

ডোনা অনুভব করল, নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর মহত্ত্ব সোনার ফাঁসের মত তার গলায় ঝুলছে। পাটোয়ারীর পরিকল্পিত বিয়ের সাজ আসলে ডোনার কয়েদীর পোশাক। বন্দি সে। দিন দিন এই বন্দিত্ব পাকাপোক্ত হচ্ছে। কবে আসবে সেই রাজকুমার? কবে মুক্ত করবে তাকে? কীভাবে?

'মা, তুমিও চলো না!'

নুরুন্নাহার কাছে টেনে নিলেন ডোনাকে। চুলের মধ্যে হাত দিয়ে বিলি কেটে দিলেন কোমল স্পর্শে।

নুরুদ্দিন আমতা আমতা করে বললেন, 'তা, হ্যাঁ, আপনিও তো…ইয়ে কয়েক-দিনের জন্যে…'

নুরুন্নাহার মৃদু হাসলেন। 'তা কি হয়? আমি বাইরে গেলে সংসারটা যে অচল হয়ে যাবে। কলেজে পরীক্ষা চলছে। তোর বাবা দিনরাত ব্যস্ত।'

'এক কাজ কর না, মা, আমি সংসার সামলাই। তুমি ঢাকা যাও। কেনাকাটা করে এস। পরে না হয় আমি যাব…'

নুরুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। 'বুঝতে পারছি, ডোনা, ভয় পাচ্ছ তুমি। কিন্তু তোমাকে খুব সাহসী আর স্পিরিটফুল মেয়ে মনে হয়েছিল। অবশ্য ভয়টা যদি শুধু আমার কারণে হয়, কথা দিতে পারি…'

ডোনা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখোমুখি হল। নুরুদ্দিন পাটোয়ারীকে কথা শেষ করতে দিতে চায় না সে। বেহায়া লোকটা কী না কী বলে বসবে মায়ের সামনে, ঠিক নেই।

তা ছাড়া মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে স্পষ্ট বুঝেছে তাঁর সম্মতির কথা। বাবার কথা বাদ দেওয়া যায়, মা'র কথাই তাঁর কথা।

'ঠিক আছে, কবে যেতে হবে?'

'রেডি হয়ে নাও। মর্জিনা বাগানবাড়িতে এসেছে কাল সন্ধ্যায়। ওকে তৈরি হয়ে নিতে বলি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর গাড়িতে রওনা দেবে সে, তোমাদের বাসায় এসে তোমাকে তুলে নেবে।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন নুরুন্নাহার, 'আপনি?'

'আমি এখনই রওনা দিচ্ছি। জীপগাড়িতে। আগেই পৌঁছে যাব। অনেকদিন ঢাকার বাসার খবর রাখি না। ঘরদোর পরিষ্কার করাতে হবে। চলি তাহলে। খোদা হাফেজ।'

নুরুদ্দিন বেরিয়ে গেলেন। ডোনা দরজা বন্ধ করে তার মায়ের দিকে তাকাল। নুরুন্নাহার সে-চাহনির দিকে তাকিয়ে ভয় পেলেন।

'আচ্ছা, মা, কীভাবে তোমরা আমাকে এই অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এমন করে ঢাকায় পাঠাচ্ছ? থাকতে হবে এমন বাড়িতে, দু-দিন পর যে বাড়িতে বিয়ে দেবে আমাকে! লোকে শুনলে কী বলবে, ভেবেছ?'

নুরুন্নাহার মাথা নিচু করলেন। বললেন, 'ভেবেছি, কিন্তু কোন উপায় নেই, মা। পাটোয়ারীকে অসন্তুষ্ট করার সাহস তোর বাবার নেই, আমারও নেই। তার ছোটখাট আবদারগুলো মেনে না নিলে বড় বড় আবদার শুরু করবে। সেগুলো মেনে নেওয়া খুব কঠিন হবে আমাদের জন্যে।'

'তাই বলে একা একা, অচেনা এক মহিলার সঙ্গে···তোমার ভাবনা হবে না, মা?'

'মর্জিনা আমাদের খুব বেশি অচেনা নয়, ডোনা। তোর হয়ত মনে নেই। তুই যখন পাঁচ বছরের, তখন তার বিয়ে হয়ে যায়। সেই যে শ্বশুরবাড়ি গেল তারপর এতগুলো বছর কাটল, এদিকে ভুলেও পা বাড়াল না। বছর দুয়েক হল, তার স্বামী মারা গেছেন। হয়ত বেচারির মনটা ভাল হবে তোর সাথে ক'টা দিন কাটালে। খুব ভাল মেয়ে। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। কিন্তু আর ফিরে যেতে চাইত না। অনেক ধমক খেয়েছে ভাই আর খালার। তবু শুনত না। বড়লোকের ঐ দুঃখী মেয়েটাকে আমি খুব ভালবাসি, ডোনা। বিশ্বাস রাখতে পারিস, সে কাছে থাকলে তোর বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে যতটা পারিস, চেষ্টা করিস, মর্জিনার কাছাকাছি থাকার।'

ডোনার চোখ ছলছল করে উঠল। 'যা-ই বল, মা, ব্যাপারটা কিন্তু উদ্ভট হচ্ছে।'

নুরুন্নাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিলেন। 'উদ্ভট হচ্ছে, স্বীকার করি। কিন্তু কী করব, বল? এখন সময়টাই তো উদ্ভট। সোজা, স্বাভাবিক নিয়মে কিছু হচ্ছে?'

'সমাজের কথা একটুও ভাবছ না, মা!'

'ভাবছি, ডোনা। সমাজটা তো আমাদের আরও উদ্ভট।'

ডোনা নীরবে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল।

নুরুন্নাহার বললেন, 'একটা কথার সত্যি জবাব দিবি, মা?'

'বল।'

'নুরুদ্দিনকে মন থেকে একেবারেই গ্রহণ করতে পারিছস না তুই?'

ডোনা হাসল। 'এসব কথা থাক, মা।'

'যা, কাপড় গুছিয়ে নে। সকালে নাশতা করিসনি। এখন গরম গরম ভাত খেয়ে রওনা হয়ে যা।'

নুরুন্নাহার রান্নাঘরের দিকে এগুলেন। ডোনা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল বৈঠকখানায়। কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে, তার বাবা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে প্রমোশন পেয়েছেন। বাড়তি বেতনের সঙ্গে সংসারে এসেছে নতুন আসবাব আর

সচ্ছলতার নানান বর্ণচ্ছটা। মোনা কনভেন্টে ভর্তি হয়েছে। বাদল খাকি উর্দি পরে টানটান বুকে হাঁটছে ক্যাডেট কলেজের শান-বাঁধানো চত্বরে।...

ডোনার চিবুক উঁচু করে ধরল মোনা। বলল, 'অ্যাই, আপা, আমার কথা ভুলে যেয়ো না যেন ঢাকায় গিয়ে। কনভেন্টের খোঁজখবর নিয়ো।'

'নেব।'

'রোজ চিঠি লিখো। কী দেখলে, কী শুনলে, সব জানিয়ো।'

'জানাব।'

'মন খারাপ করছ নাকি?'

ডোনা তার ছোট সুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করে তালা লাগাল।

'কথা বলছ না কেন?'

'ভাল লাগছে না।'

দরজায় উঁকি দিল বাদল। 'আপা, গাড়ি এসেছে। সেই লাল গাড়িটা।'

মোনা দ্রুত পায়ে বাইরের বারান্দায় ছুটল।

গাড়ি থেকে নামছেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর সঙ্গে চেহারার খানিকটা মিল আছে, কিন্তু পাটোয়ারীর মত কাঠিন্য নেই তাতে। মনোরম, লাবণ্যময় মুখে আকস্মিক বৈধব্য হয়ত কয়েকটা স্থায়ী বেদনার দাগ এঁকে দিয়েছে। তবু তাকে এখনও সুন্দরী বলা যায়। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। মোনা তাকে চিনতে পারল না। মা'র কাছে শুনেছে, মহিলা তাদের পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন একসময়।

নুরুন্নাহার এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এলেন।

'অনেকদিন পর তোমায় দেখলাম, মা। ভাল আছ?'

'আছি, নূরী খালা। আপনারা ভাল?'

'ভাল। কোথায় বসবে? ভেতরে যাবে?'

মর্জিনা বানু বললেন, 'বসব না, খালা। ডোনা কোথায়?'

নুরুন্নাহার ব্যথা পেলেন মনে। বারো বছর পর প্রায় সখিসম সেই মর্জিনাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক বদলে গেছে মেয়েটা। আগের মত অন্তরঙ্গভাবে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল না, অসংখ্য কথার ফুলঝুরি ছুটল না তার মুখে।

ডোনা এসে সালাম দিল। মর্জিনা বানু সালামের জবাব দিলেন না। অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মানুষের যে কেন এমন ভূতে ধরে! এইটুকুন বাচ্চা মেয়ে...'

ডোনা বলল, 'এ বছর আমি আঠারোয় পড়েছি।'

মর্জিনা বানু বললেন, 'নুরুদ্দিন এ-বছর বিয়াল্লিশে পড়ল। তার একটা পুতুল-পুতুল বউয়ের শখ হতে পারে। কিন্তু তোমার হঠাৎ বুড়ো বরের দরকার পড়ল কেন? নাকি, শুধু টাকাটার দিকেই চোখ পড়েছিল?'

নুরুন্নাহার অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে ডোনাকে বিদায় জানালেন।

পাঁচ

পাহাড়ী রাস্তা পার হয়ে নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর লাল ডাটসান সমতলে পৌঁছেছে। তীরবেগে ছুটছে এখন ঢাকামুখো। ডানদিকের পাহাড়গুলো ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। বামদিকের সমুদ্রতটও সরে যাচ্ছে আরও বামে।

পরিপার্শ্ব বদলাচ্ছে, নিসর্গ বদলাচ্ছে, কিন্তু মনের অবস্থা বদলাচ্ছে না, সভয়ে ভাবল ডোনা। মা-বাবা, মোনা আর বাদলের মুখ মনে পড়ছে। ওদের সবাইকে ফেলে কোথায় চলেছে সে, অপরিচিত মানুষের সাথে, অচেনা জায়গায়! কোনও বিপদে কাকে কাছে পাবে সে? এখনও সে সঠিক জানে না, কে তার শত্রু, কে মিত্র!

বাইরের নানা উচ্চতার মাঠ আর জঙ্গলে শেষ ফেব্রুয়ারির রোদ রচনা করেছে সোনালি মায়াজাল। মর্জিনা বানু মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'অ্যাই মেয়ে, চোখ মোছ।'

তাঁর কণ্ঠে স্বভাবসুলভ রুক্ষতা, কিন্তু ঐ রুক্ষতার মধ্যেও কোথায় যেন একটু আন্তরিকতা আবিষ্কার করল ডোনা। আরও বেগে কান্না এল তার।

'কান্নার কী হয়েছে? বাবা-মা-ভাই-বোনের কথা মনে পড়ছে?'

'হুঁ,' ডোনা দুই করতলে মুখ আড়াল করে বলল।

'দুনিয়ায় শুধু একটা কারণে কাঁদা যায়। চরম আনন্দে। দুঃখে কাঁদার চেয়ে বোকামি আর কিছু নেই।'

কান্না ভুলে ডোনা অবাক হয়ে তাকাল পার্শ্ববর্তিনীর দিকে। ঠাট্টা করছে নাকি?

না, তাঁর স্বচ্ছ চোখে এখন প্রসন্নতা। তার কোন গভীর কোণে হয়ত ব্যথা লুকিয়ে আছে। ডোনা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সে মর্জিনা বানুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মর্জিনা বানু সীতাকুণ্ডের পাহাড় দেখতে দেখতে স্বগতোক্তির সুরে বললেন, 'আমিও একদিন চট্টগ্রাম ছেড়ে এই পথে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। কান্না শুরু হয়েছিল। পথ দেখতে পাইনি, চোখের জলে ঝাপসা ছিল সব। অনেক কাঁদতে হয়েছে তখন থেকে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সমস্ত অশ্রুজল বৃথা গেছে।'

কান্না ভুলে ডোনা জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে, আপনার নতুন জীবন সুখের হয়নি?'

'সুখ!' মুখ বিকৃত করলেন মর্জিনা বানু। 'চিনলামই না, জিনিসটা কেমন!'

পাহাড়ী রাজ্যের এক সময়ের একচ্ছত্র সম্রাট আয়েজউদ্দিনের একমাত্র কন্যা, নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর একমাত্র বোন মর্জিনা বানু সুখী নন? ডোনাকে ভাবনায় পেয়ে বসল। কেন সুখী হলেন না পরমাসুন্দরী, রুচিশীলা এই রমণী? কিসের অভাব ছিল তাঁর?

কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না মর্জিনা বানুর কাছে। ডোনা নামের সদ্যপরিচিতা এই মেয়েটি, যে তাঁর ভাইয়ের বউ হতে চলেছে, ক্রমেই বন্ধুর মত তাঁর হৃদয়ের কাছে এগিয়ে আসছে, মর্জিনা টের পেলেন। এবার সন্তর্পণে সরে যেতে হয়। নইলে কখন হৃদয়ের গভীর আড়ালে লুকিয়ে রাখা কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে, কে জানে?

ডোনা বাইরে তাকাল। অন্ধকার নেমেছে। কুয়াশার বুক চিরে জমেছে ধোঁয়ার সারি। অন্ধকারকে রহস্যময় করে তুলছে। ডোনার আবার কান্না পেল। সোহেল সুলেমান কোথায়? কেমন আছে?

একটা নীল গেটের সামনে এসে থামল গাড়ি। শেষ দিকটায় অসম্ভব দ্রুত গাড়ি চালিয়েছে ড্রাইভার। হয়ত ধৈর্য রাখতে পারছিল না সে। ঢাকা শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই তাদের পথ ফুরোল। আলো-ঝলমলে শহরটাকে বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ পেল না ডোনা। লম্বা হর্ন বাজিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। নীল গেটের পাশে পেতলের ফলকে লেখা—নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। হ্যাপি ভিলা। ১৬/৩ নম্বর শেরশাহ অ্যাভিনিউ। ওয়ারী, ঢাকা।

শুধু ফোন নম্বরটা বাকি, ডোনা মনে মনে বলল। বাসভবনের গেটে নাম-ধামের এত বিশদ বিবরণ লটকে রাখার কোন মানে হয়?

গেটের ওপাশে দারোয়ানের নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। ঘেউঘেউ করে উঠল

একটা কুকুর। মাগো, মা! কুকুর আছে এ বাড়িতে? ডোনা প্রমাদ গোনে।

চট্টগ্রামে নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর সম্পদ দেখেছে ডোনা, ঢাকায় এসে দেখতে পেল সম্পদের প্রাচুর্য। অঢেল টাকা করেছে লোকটা। গেট থেকে শুরু করে ঘরের ভেতর, এমনকি বাথরুমগুলোতেও বিত্তের বাড়াবাড়ি রকমের প্রদর্শনী। কে বলবে, প্রকাণ্ড এক বস্তি পার হয়ে এখানে পৌঁছুতে হয়? লাল, নীল আর হলুদ আলোর ঝলকানিতে যে 'সুখনীড়' গড়েছে মানুষ, তার পেছনেই দুঃখের অন্তহীন অন্ধকারে মানুষ রাত্রিযাপন করে। ডোনা এইমাত্র দেখে এসেছে।

চারজন দাসদাসী ছুটে এসে নামতে সাহায্য করল ওদের। মর্জিনা বানু তার জন্যে নির্দিষ্ট রুমে গিয়ে উঠলেন। সে-রুমের পর এক ফালি করিডর। তারপর একটা ফাঁকা বসার ঘর পার হয়ে যে রুম, সেখানে ডোনাকে নিয়ে গেল দবু'র মা। দবু'র মা-কে তার পছন্দ হল। বাগানবাড়ির দাসীগুলোর মত উন্নাসিক নয় ভারী যত্ন করল ডোনার। হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে সে যখন বিছানার একপ্রান্তে বসল, শুনতে পেল, 'অহনও রান্না হয় নাই, আপা। একটু শুইয়া লন। মাথা টিপ্যা দিমু? আমনের কপালের রগ দেহি ফুইল্যা ফুইল্যা উঠতাছে।'

দামি বেডকভারটা সরিয়ে শুয়ে পড়ল ডোনা। সত্যিই মাথায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে তার। বেডকভারের প্রান্ত চোখে পড়ল হঠাৎ মেড ইন ইউ এস এ। ডোনা হাসল। তাদের বাড়িতে মার্কিন কাপড়ের বেডকভার। এখানেও মার্কিন বেডকভার। এক কথা, কিন্তু এক জিনিস নয়। তাদের বেডকভারের চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি দাম এই মার্কিন বেডকভারের।

'তুমি রান্না করবে না?'

'না, আপা। রান্নার লেইগা আরও চাইরজন মানুষ আছে এইহানে।'

ডোনা হাসল। ফোর্ড-রকফেলার-টাটা-বিড়লার বাড়িতেও বুঝি একজন লোকের সেবায় চোদ্দজন চাকর লাগে না। শুধু বিলাসিতার ব্যাপার নয়, জনশক্তির এই অপচয়ও অসহ্য।

'থাকগে, দবু'র মা,' ধীরে ধীরে বলল ডোনা, 'তুমি মর্জিনা আপার কাছে যাও।'

'আপার ধারে দুইজন আয়া রইছে,' দবু'র মা ডোনার মাথার কাছে মেঝেয় বসল, চুলে হাত বোলাতে লাগল। আপত্তি শুনল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরে সদর গেটের ওপাশে জীপের হর্ন শোনা গেল। দ্রুত উঠে দাঁড়াল দবু'র মা।

'সাহেব আইস্যা পড়ছে, আপা। যাইগা।'

দাস-দাসীরা যে যেখানে ছিল, বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ডোনাও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল বাইরের বারান্দায়। ও-ঘর থেকে মর্জিনা আপাও বেরিয়েছেন। হ্যামিলনের বংশীবাদক গল্পের কাল্পনিক দৃশ্য মনে পরল ডোনার। যেন রাজপথে দাঁড়িয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছে বংশীবাদক, আর দু-ধারের ঘর-বাড়ি থেকে পিল-পিল করে বেরিয়ে তার কাছে জড়ো হচ্ছে ইঁদুরেরা। ডোনার কাছে তামাশা মনে হল পুরো ব্যাপারটাই। মুখে কাপড় গুঁজল সে।

পাটোয়ারী যখন জীপ থেকে নেমে বারান্দায় উঠে এলেন, ছোট-খাট একটা ভিড় তৈরি হয়েছে তাঁকে ঘিরে। বাইরে থেকে ফিরে তিনি এমন ধরনের রিসেপশন না পেলে নাকি চটে যান। শুধু বাড়ির মাইনেকরা লোকজনই নয়, ড্রইংরুম থেকে পাঁচ-ছয় জন বহিরাগত লোকজনকেও বেরুতে দেখা গেল।

'স্লামালেকুম, নুরুদ্দিন ভাই।'

'বেশ কষ্ট হয়েছে, মনে হচ্ছে। এখন স্রেফ রেস্ট নেন, ভাই। কাল এসে কথা বলব।'

'নুরুদ্দিন ভাই, আমরা অধীর আগ্রহে আপনার জন্যে ওয়েট করছি। আপনার

তবিয়ত ভাল তো?'

এত বহুমুখি তোয়াজ ও অনুসন্ধানের উত্তরে নেতা শুধু হাসেন। 'তোমরা ভাল তো?'

'নুরুদ্দিন ভাই, আমরা আজ যাই। আপনি ক্লান্ত। রেস্ট নিন।'

'না, না,' নুরুদ্দিন তাদের সাদর আহ্বান জানান। 'কোন অসুবিধে নেই, এসো তোমরা।'

ড্রইংরুমে ঢোকার আগে এদিক-ওদিক তাকান নুরুদ্দিন। ডোনা শিউরে ওঠে। তাকেই খুঁজছে নাকি?

ঘরে ঢুকে পড়তে চেয়েছিল সে, হল না। হাসতে হাসতে নুরুদ্দিন এগিয়ে আসেন তার দিকে।

'আরে, এই যে বনদেবী! এসে গিয়েছ তা হলে! কী খবর? পথে কষ্ট হয়নি তো?'

'না।'

মর্জিনার দিকে তাকিয়ে তাঁর মেজাজ বদলে গেল। চাপা স্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি, 'নাহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! এতবার বলেছি, এইসব শাড়ি পরে বাইরে বেরুবে না, কিছুতেই মনে থাকে না তোমার!'

আরও চাপা স্বরে মর্জিনা বানু বললেন, 'তোমাকেও তো বলেছি, ভাইজান, এইসব শাড়ি পরতেই আমার ভাল লাগে। তোমার ভাল না লাগলে তোমার বাড়িতে আসব না।'

দাঁতে দাঁত চেপে মর্জিনার প্রস্থান লক্ষ্য করলেন পাটোয়ারী। ডোনাও চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও।'

মুহূর্তের মধ্যে মুখভঙ্গি বদলে ডোনার কাছে এগিয়ে এলেন পাটোয়ারী। 'রাগ করেছ, সুন্দরী?'

ডোনা বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'ঘাট মানছি, বনদেবী। তুমি দুঃখ পাবে, জানলে মর্জিনার সাতখুন মাফ হয়ে যেত। একটু কাছে এস। আরও ভাল করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দাও।'

অসহ্য ভণ্ডামি! দ্রুত নুরুদ্দিনের নাগালের বাইরে চলে গেল ডোনা। এগিয়ে গেল মর্জিনা বানুর রুমের দিকে। 'মর্জিনা আপার কাছে যাচ্ছি। বেচারির শরীর, মন, কোনটাই ভাল নেই। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন। ড্রইংরুমের ভিজিটরদের সাক্ষাত দিন। তার পর কথা হবে।'

মর্জিনা বানুর রুমের দরজায় টোকা দিতে দিতে ভেবে সারা হল ডোনা ভাইয়ের বাড়িতে যে-নারীর এই মর্যাদা, তিনি অন্য একটি নারীর সম্ভ্রমের কী-নিশ্চয়তা দিতে পারেন? বাবা-মা হাত-পা বেঁধে এই সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তাকে। এখন শেষ আশা সোহেল। সে কি এত দ্রুত খবর পাবে? এসে উদ্ধার করতে পারবে তাকে? কে জানে, নিরাপত্তারক্ষীদের হাত থেকে আদৌ আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কিনা সে!

মর্জিনা বানু দরজা খুললেন। কিন্তু কোন কথা বলেন না। ডোনার সামনে এই অপমান সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। ডোনা সান্ত্বনার ছলে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ওদিক থেকে সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেল।

তাজুলের মা এসে বলে গেল, ডাইনিংরুমে খাবার দেওয়া হয়েছে।

খিদেটা বিশ চাড়া দিল ডোনার পেটে। বলল, 'আপা, উঠে পড়ুন। চোখেমুখে পানি দিন। খেতে চলুন।'

মর্জিনা বানু বললেন, 'ড্রইংরুমের আড়াল থেকে দেখে এস, ভাইজানের দরবার ভেঙেছে নাকি। কিছু বোলো না যেন। সাহেবের মেজাজ কেমন তা তো দেখলে।'

ড্রইংরুম প্রায় ফাঁকা। দর্শনার্থীরা একে একে বিদায় নিয়েছে। ড্রইংরুমে ঢোকার জন্যে সামনের দরজা ছাড়াও উত্তর দিকের দেয়ালে একটা ছোট দরজা আবিষ্কার করল ডোনা। একজোড়া গোলাকৃতি পিলার দরজাকে আড়াল করে রেখেছে। পিলার আর দরজার মাঝখানের জায়গাটা অন্ধকার। ছাদ থেকে ঝুলছে লোহার শিকলে লাগানো ফুলের টব। ডোনা সেখানে দাঁড়িয়ে টবের ফুলগুলো চিনতে চেষ্টা করল।

ড্রইংরুমে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী তার কোন ঘনিষ্ঠ লোকের সঙ্গে। ফুল চেনার আশা বাদ দিয়ে ডোনা আরও এক পা এগিয়ে দরজার চৌকাঠে পৌঁছল। ভারী পর্দা ঝুলছে দরজায়। উঁকি দেবার আগে কয়েকটা কথা কানে গেল ডোনার। আড়ি পাতবে না ভেবেও সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এ-খবর নিয়ে তোমার আসবার কথা ছিল না,' জলদগম্ভীর, কিন্তু নিচু স্বরে নুরুদ্দিন বলছিলেন। 'আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনরকম যোগাযোগ রাখবে না তুমি। ফজলুল হককে পাঠাবে।'

ঘরের অপর কণ্ঠ বলল, 'রাগ করবেন না, পাটোয়ারী ভাই, আমি জানতাম না, আপনি আজ আসবেন। ভাবলাম, ফয়েজ সাহেবের খবরটা আপনার বাসায় কারও কাছে দিয়ে যাই।'

'কী খবর?'

'তিনি আপনাকে চট্টগ্রাম থেকে ফিরেই দেখা করতে বলেছেন।'

'বেশ, কাল সকালেই যাব,' পাটোয়ারী বললেন।

'এসেই দেখি, আপনার এখানে দুনিয়ার লোক। শুনলাম, আপনি আসছেন। গ্যারেজে ডাটসান গাড়িটা দেখে হেড দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? ও বলল, মর্জিনা আপা এসেছেন। সঙ্গে নাকি পরমাসুন্দরী এক মহিলা এসেছেন। জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে বিয়ে করবেন আপনি।'

লোকটির কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে নুরুদ্দিন বললেন, 'তোমাদের চোখ আর কান— দুটোই খুব পাওয়ারফুল! কোনকিছুই তোমাদের অজানা থাকে না।'

'সত্যি কি না বলুন, পাটোয়ারী ভাই?'

'সত্যি, আলী দিনার,' নুরুদ্দিন বললেন। 'খুব শিগগিরিই আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে চাই তোমাদের। তার আগে স্পিকটি নট। কেমন?'

'বহুত আচ্ছা, পাটোয়ারী ভাই, যো হুকুম,' আলী দিনার নামের লোকটি বলল। 'কিন্তু একটা কথা, এই সাংঘাতিক সময়ে বিয়েশাদির মত ঝামেলার মধ্যে যাওয়াটা…'

নুরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না, আলী দিনার, ইচ্ছে করেই এই সময় বিয়ের ঝামেলা বাধিয়েছি। এটা একটা ক্যামোফ্লাজ। শুধু আমার নয়, তোমাদেরও। সবাই দেখবে, আমরা এই কাজে কত ব্যস্ত!'

ড্রইংরুমে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। শিউরে উঠল ডোনা। সাংঘাতিক কোন অপকর্মের ষড়যন্ত্র চলছে, সে বুঝতে পারছে। কিন্তু কী হতে পারে সেটা? সোহেল যে-কারণে নুরুদ্দিনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, তার সাথে এই কথাবার্তার কি কোন সম্পর্ক আছে?

আলী দিনার বলল, 'মহিলা, অর্থাৎ, আমাদের হবু ভাবী কেমন হবেন? আমাদের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটবে না তো?'

'কী যে বল, দিনার মিয়া! নুরুদ্দিন পাটোয়ারী অত কাঁচা কাজ করে না। তা ছাড়া সব গোলমালই তো কয়েক দিনের মধ্যে মিটে যাচ্ছে। যদি সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোয়, তাহলে তো আমার স্ত্রী-র অবস্থা বুঝতেই পারছ। লাখে একটা মেয়ের কপালেও এত সুখ জোটে না।'

'আর যদি ফেল করি আমরা?'

'কোন ক্ষতি নেই। সে জানতেই পারবে না কিছু।'

ডোনা পর্দার আড়ালে আবার কেঁপে উঠল।

নুরুদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, 'তিন নম্বর গ্রুপের লিডারের কাছ থেকে কোন খবর জোগাড় করতে পেরেছ?'

'জ্বি, ভাই, পেরেছি। বাইশটা বোমা আর ছটা...'

'থাম, আলী দিনার। একটা শব্দ হল যেন!'

'কিছু না, পাটোয়ারী ভাই, আপনার মনের ভুল। শুনুন। ঘটনার দিন শায়েস্তা খান স্ট্রিটের পোস্ট অফিসের উত্তর দিকের দেয়ালের কাছে আমাদের লোকজন দাঁড়িয়ে থাকবে একটা মাইক্রোবাস নিয়ে...'

বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নুরুদ্দিন। বললেন, 'আজ এসব কথা থাক। কাল তো দেখা হচ্ছেই। তখন শুনব। আজ আমার বাড়িতে মেহমান– বুঝতেই পারছ।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। খুব দামি মেহমান!'

নুরুদ্দিন হাসলেন। পদশব্দ এবং কণ্ঠস্বর সদর দরজার দিকে মিলিয়ে যেতেই ডোনা পায়েপায়ে পিছিয়ে এল। এবার পালাতে হয়।

দৌড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ সে ধাক্কা খেল নুরুদ্দিনের সঙ্গে। কী আশ্চর্য! আলী দিনারকে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর এতক্ষণে কম্পাউণ্ডে নেমে যাবার কথা। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এখানে এলেন কী করে– ডোনা ভেবে পেল না।

নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর চোখে যুগপৎ সন্দেহ আর লোভ। কুৎসিত দেখাচ্ছে তার ক্ষুদ্র চোখজোড়া।

'কি ব্যাপার, বনদেবী? এখানে কী করছিলে?'

'আমি...ইয়ে...আপনাকে...'

নুরুদ্দিনের কণ্ঠে চাপা ক্রোধ, কিন্তু মুখে হাসি। এই হাসি খুব ভয়ঙ্কর।

'বাগানবাড়ির সেই পলাতক ছোকরা বোধহয় আমার দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছিল তোমাকে, তাই না?'

ডোনার মুখে কথা আটকে গেল। দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে। আসল ঘটনাটি কী? কী ঘটতে যাচ্ছে নুরুদ্দিনের সঙ্গে তার তথাকথিত বিয়ের সময়? ডোনা নীরবে চেয়ে রইল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,' নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর কণ্ঠে তার স্বাভাবিক রুক্ষতা ফুটে উঠেছে। ডোনার আচ্ছন্নতাবোধ কাটছে না। কিন্তু তার দুই কাঁধ চেপে ধরে নুরুদ্দিন ঝাঁকুনি দিতে শুরু করামাত্রই সেটা কেটে গেল।

'এসব কী বলছেন আপনি? কেউ আমাকে কিছু শিখিয়ে দেয়নি। নজর রাখারও কোন ব্যাপার নেই এর মধ্যে। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। মর্জিনা আপা আপনাকে ডাকতে বললেন। এজন্যে এসেছিলাম।'

ডোনার দুই কাঁধে চাপ দিয়ে নিজের কাছে টেনে আনলেন নুরুদ্দিন। 'আমার কাছে যতক্ষণ বাইরের লোক থাকবে, ততক্ষণ বাড়ির কেউ আমার ধারেকাছে আসতে পারবে না। না ডাকলে চাকর-বাকরেরাও না।'

'আমি জানতাম না। এবারের মত মাফ করে দিন, আর কখনও এরকম হবে না,' মেঝের নকশায় চোখ রেখে ডোনা বলল।

উদার হাসি নুরুদ্দিনের মুখে। 'একশোবার মাফ করব। কিন্তু একেবারে নিঃশর্তে এ দুনিয়ায় কি কিছু হয়? জরিমানা ধার্য হয়েছে তোমার জন্যে। সেটা দিয়ে দাও, ব্যাস, বিলকুল চুকে যাবে।'

'জ–জরিমানা?' ডোনাকে বিব্রত দেখায়।

'জ্বি হ্যাঁ, দেবী, একটামাত্র চুমু। কিন্তু মনে রাখবেন, আগেরবারের মত ফাঁকি দিয়ে

পার পাবেন না। এবার কড়ায়-গণ্ডায় উশুল। চুমু যদি তোমার কথার মত আন্তরিক না হয়, বুঝব, তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ। প্রতারণার জরিমানা কিন্তু আরও বেশি, সুন্দরী বনদেবী।'

আবার সেই শরীরী অপশক্তি নেমে আসছে তার শরীরে। নোংরা হয়ে যাচ্ছে তার বড় যত্নের নিটোল শরীর। ডোনা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তোলপাড় চলছে তার বুকে। ডোনা কপালের ওপর নুরুদ্দিনের তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছে। অতি ধীরে নিম্নমুখী হচ্ছে সেই নিঃশ্বাস। সেটা ক্রমে চোখ, নাক, সবশেষে ঠোঁটে এসে পৌঁছুতেই প্রবলভাবে কেঁপে উঠল ডোনা। অপমৃত্যুর জন্যে নয়, নিকটে তৃতীয় কণ্ঠের ডাক শুনে।

'দেরি হচ্ছে কেন, ডোনা? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেতে এসো,' বললেন মর্জিনা।

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডোনা। আপাতত রাহুমুক্তি ঘটেছে। কিন্তু এভাবে কতদিন? এ-তো সবে প্রথম দিন। কিন্তু কাল? পরশু? ডোনার মনে হল, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অত্যন্ত বিরস, বিরক্ত মুখে নুরুদ্দিন সিগারেট ধরালেন। সাদা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তোমরা যাও, আমি আসছি।'

পরদিন সকালে মর্জিনা বানুর সঙ্গে বাইরে বেরোল সে। শপিং সেরে বাসায় ফিরতে প্রায় বারোটা বাজল। গাড়ি থেকে নামতেই টের পেল ডোনা, পায়েরও বারোটা বেজেছে। তিনঘন্টা ধরে হেঁটে হেঁটে কেনাকাটা করার অভিজ্ঞতা নেই ডোনার। মর্জিনা বানুর তাগাদা আর নতুন নতুন শপিং সেন্টার, রাস্তা আর দোকানপাট দেখার আগ্রহ এইসব কোনরকমে সচল রেখেছিল ডোনাকে

ওর অস্ফুট আর্তনাদ শুনে মর্জিনা বানু ঘুরে দাঁড়ালেন 'কী হয়েছে, ডোনা?'

'হাঁটতে পারছি না, মর্জিনা আপা। খুব ব্যথা করছে পায়ে।'

'আমার ঘরে এসো। এখন শুধু গল্প আর রেস্ট। আজ আর কোন কাজ নেই। একদম হাঁটতে না পারলে গাড়িতে বসো। দবু'র মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, না, কারও সাহায্য দরকার নেই। এটুকু যেতে পারব,' ডোনা ব্যস্ত হয়ে বলল।

ডাকবার আগেই দবু'র মা এসে ডোনার পাশে দাঁড়াল। 'আপা, খুব পেরেশান হইছেন, মনে হয়। লন, ঘরে যাই। সাহেব আজ দুপুরবেলা আইব না, কইয়া গেছে।'

মর্জিনা বানু আর দবু'র মা-র প্রতি নতুন করে কৃতজ্ঞতা বোধ করে ডোনা। শত্রুপুরীতে এই দুজন বন্ধু তার, যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। মর্জিনা বানুকে ক্রমেই বেশি করে ভাল লাগছে তার।

নিজের ঘরে বিছানার পাশে ইজিচেয়ারে বসতে দিলেন তিনি ডোনাকে।

'কষ্টের এখনও অনেক বাকি, ডোনা। জেনেশুনে যখন তা বরণ করতে চাও...'

ডোনা চমকে ওঠে।

'কী কষ্ট, মর্জিনা আপা? আমাকে খুলে বলুন না! আপনি ছাড়া...'

'অন্য সব কষ্টের কথা বাদ দাও। নিজের মনের সঙ্গে যে যুদ্ধ করতে হবে দিনের পর দিন, সে কষ্ট কি সোজা?'

'আপা...আমি...'

'কিছু মনে কোরো না, ডোনা,' মর্জিনা বানু গলা পরিষ্কার করে সোজাসুজি বলতে চেষ্টা করলেন। 'তোমাদের দুজনকে লক্ষ করেছি আমি কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে। আগে ধারণা করেছিলাম, নুরুদ্দিনের সঙ্গে বিয়েতে মত আছে তোমার। এখন মনে হচ্ছে, ধারণাটা ভুল। পরিস্থিতির কারণেই হয়ত তুমি বাধ্য হয়েছ। কিন্তু ডোনা, এখনও সময় আছে, ভেবে দেখো। মনের সঙ্গে সব ব্যাপারে জবরদস্তি করা যায়, কিন্তু এই একটা

ব্যাপারে জবরদস্তি চলে না। নুরুদ্দিনকে বিয়ে করলে সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরবে তুমি।'

ডোনার চোখ ছলছল করে উঠল। মর্জিনা বানু সত্যিই ভালবাসেন তাকে। সোহেলের কথাটা তাকে বলা যায় কি? সিদ্ধান্ত নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার মত পাল্টাল ডোনা। এখন নয়। সে মর্জিনার দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী দেখছ অমন করে? ভাবছ, এই রসকসহীন মেয়েলোকটার মধ্যে এত ভাবাবেগ কোত্থেকে এল! অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে এসব মানবিক আবেগগুলোকে প্রশ্রয় দিই না, এটা ঠিক। বড় কষ্টে পাথরের মত করে রেখেছি মনটাকে। দেখছ না, মুখে তার কেমন ছাপ পড়েছে!'

'না, আপা, আপনি এখনও সুন্দর।'

মর্জিনা বানু হাসলেন। 'খুব পটাতে পার, মেয়ে। মায়ের গুণ পেয়েছ। তোমার মা-ও এমনি মিষ্টি কথায় ভোলাতে পারেন খুব। আহা, সেই-সব দিনের কথা মনে পড়ে। তখন নুরুন্নাহার খালা ছিলেন আমার সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। কোথায় গেল হাসি-কান্নার সেই দিনগুলো!'

মর্জিনা বানু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ডোনার অন্তর ছুঁয়ে গেল সেই দীর্ঘশ্বাস। সে ইজিচেয়ার থেকে উঠে এসে মর্জিনার পায়ের কাছে বসল। তাঁর কোলে রাখল দুটো ব্যাকুল হাত।

'আপনার অনেক দুঃখ, মর্জিনা আপা?'

মর্জিনা বানুর চোখ ভেঙে জল এল। গাল বেয়ে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল বুকের ওপর। অশ্রু মানুষের মনের গভীরে জমে থাকে বরফের মত। ব্যথার অনল কিংবা স্নেহের উত্তাপে তা গলে যায়। ডোনারও দু-চোখের কোণে অশ্রু জমল।

'মনে হচ্ছে, আমার যদি ক্ষমতা থাকত আপনাকে সাহায্য করার, আপনার দুঃখ মুছে দিতাম।'

মর্জিনা বানু বললেন, 'আমার কথা না ভেবে নিজেকে সাহায্য করো। আমার মত দুর্ভাগ্য, আর অপমানকে সঙ্গী করে যৌবনের সুন্দর দিনগুলো মাটি করে দিয়ো না।'

অধৈর্য ডোনা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কেন, মর্জিনা আপা? কেন এত অন্ধকার নেমে এল আপনার জীবনে?'

'কারণ, আমি আমার ভাইয়ের বাধ্য ছিলাম। তার কথা শুনে নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছি নিজের হাতে। ভালবেসেছিলাম একজনকে। বেপরোয়া ভালবাসা। তীব্র গতিময়। অথচ ভাইয়ের ইচ্ছেমত বিয়ে করতে হল অন্য একজনকে। তাকে ঘৃণা করতাম আমি। তবু বিয়ের পর ভালবাসতে চেষ্টা করেছি প্রাণপণে। বিশ্বাস করো, মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। আমার ভালবাসার অভিনয় আর ঘৃণা নিয়েই কবরে গেছে লোকটা।'

'তা হলে···বিয়ে করলেন কেন তাকে?' ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল ডোনা।

'চক্রান্ত। নুরুদ্দিনের চক্রান্ত। আমার ভালবাসার মানুষটা ছিল সহজ-সরল, নির্বিরোধ। আর্মিতে ছিল সে। মিথ্যে একটা অপবাদে তাকে ট্র্যান্সফার করাল আমার ভাই। তারপর কোন প্যাঁচ কষল, কে জানে? মানুষটা ভুলেও আর কোন খোঁজ নিল না আমার। এত চিঠি দিলাম, খবর দিলাম, কোন ফল নেই। নুরুদ্দিন তখন চেপে ধরল তার পছন্দসই পাত্রকে বিয়ে করার জন্যে। উপায় ছিল না আমার। রাজি হতে হয়েছিল।'

ডোনা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় বদলি করা হয়েছিল তাকে?'

'ময়মনসিংহের সীমান্ত এলাকায়।'

'এখনও আছেন?'

'জানি না,' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন মর্জিনা বানু। 'আর কোন খবরই পাইনি

তার। ভেবে ভেবে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি। লোকটার কী হল, জানতে পারিনি। একাত্তর সালের পর থেকে আর কোন খবর নেই তার। কে জানে লড়াই করতে করতে কোথায় মরে পড়েছিল! হয়ত শকুন আর শেয়ালে ভাগাভাগি করেছে তার শরীর। নুরুদ্দিন জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছিল কাট্টলির এক সওদাগরের ছেলের সঙ্গে। বিবাহিত জীবনের ঐ-ক'টা দিনের কথা ভুলে যেতে চাই আমি। সে-কথা শুনতে চেয়ো না, ডোনা। আমি বলতে যত না লজ্জা পাব, তুমি শুনে লজ্জা পাবে তার চেয়ে বেশি।'

ডোনা বলল, 'থাক, শুনতে চাই না।'

'আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাহস হয়নি। আল্লাহ্‌র কাছে মরণ চেয়ে মোনাজাত করেছি। আল্লাহ্ শোনেননি। পথে পড়ে থাকা ঝরাপাতার মত বেঁচে আছি। দুনিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় লোকেরা কি সহজে মরে যাচ্ছে, অথচ আমার মত মানুষ বেঁচে আছে, যাকে দিয়ে দুনিয়ার কোন কাজ হবে না। বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকে সন্তানের সাধ হত খুব। হয়নি, ভালই হয়েছে। অসুখী, অতৃপ্ত মায়ের সন্তানেরা ভাল মানসিকতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে না।'

চোখ মুছলেন মর্জিনা বানু। নাক মুছলেন।

ডোনা তার কোলে মাথা রেখে বলল, 'ওভাবে বলবেন না, মর্জিনা আপা। এখনও যথেষ্ট সময় আছে আপনার। নতুন করে সব শুরু করতে পারেন আবার। এখনই ভেঙে পড়ার মত কিছু হয়নি।'

মর্জিনা হাসলেন। ভেজা চোখের সে হাসি করুণ কান্নার মত মনে হল। বললেন, 'তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, ডোনা। ভাবতে ভাল লাগছে, এখনও কেউ আছে আমাকে বেঁচে থাকার সাহস জোগাতে। জীবনে যা হবার হয়ে গেছে। কিছুই আর নতুন করে শুরু করার উপায় নেই, ডোনা। বাকি জীবন কাটাতে হবে এই অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস নিয়েই।'

ডোনা বাধোবাধো গলায় বলল, 'একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন, মর্জিনা আপা? আপনার ভালবাসার সেই মানুষটি কে? তার কথা বলুন না!'

'তার নাম ছিল লেফটেন্যান্ট শফিউল মাওলা। যদি বেঁচে থাকে, হয়ত এতদিনে ডেজিগনেশন বদলেছে। হয়ত বিয়ে করে সংসার পেতেছে। ছেলেমেয়ের বাবা হয়েছে। ভাবতে গেলে কী যে কষ্ট হয়, ডোনা! তুমি বুঝবে না। চোখের সামনে আর দেখতে চাই না সেসব। অতীতের সুখস্মৃতি অতীত হয়েই বুকে চাপা থাক। কী দরকার তাকে খুঁচিয়ে টেনে এনে হৃদয়কে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করার?'

'ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বার করার কোন চেষ্টা করেননি?'

'একটার পর একটা চিঠি দিয়েছি। কোন উত্তর পাইনি অনেক পরে জেনেছি, আমার সব অনুরোধ, মিনতি, কান্না খামবন্ধ অবস্থায় পোস্ট বকসেই মারা গেছে। তার কাছে পৌঁছয়নি। নুরুদ্দিনের দক্ষ হাতের কাজ।'

দুই হাতে মুখ ঢাকলেন মর্জিনা বানু।

ডোনা জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ভাইয়ের এই নিষ্ঠুর আচরণের কারণ কী ছিল, মর্জিনা আপা?'

'স্বার্থ। অবাক হয়ো না, ডোনা, আমার ভাইকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। দুনিয়ায় কেবল একজনকে সে ভালবাসে; নিজেকে। একজনের কথাই ভাবে; নিজের কথা। আর সব তার কাছে তুচ্ছ। স্বার্থের জন্যে যে কোন কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারে সে। জহির সওদাগরকে আমার স্বামী হিসেবে সে পছন্দ করেছিল শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে। জহির সওদাগর তখন তার কাছে আমার চেয়েও আপনজন।'

'কিন্তু এখন তো আপনি মুক্ত। এখন নিশ্চয়ই নুরুদ্দিন সাহেব আপনাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন না।'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মর্জিনা বানু। 'সেখানেও আমার কপাল পোড়া। জহির সওদাগর মারা যাবার পরও মুক্তি মিলল না। যে সওদাগর বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল আমার, সে বাড়ির লোকজন স্বামীর মৃত্যুর পর কোন বউকে দাসীর অধিক মর্যাদা দিতে শেখেনি। নুরুদ্দিনের অভিভাবকত্ব আর তার প্রোটেকশন না মেনে উপায় কী আমার?'

ডোনা উঠে অনুসরণ করল মর্জিনা বানুকে। ডাইনিংরুমে খাবার দেয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সাজসজ্জায় মন দিতে হবে তাদের। নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর নির্দেশ—বিকেলে তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সুবেশে, হাসিমুখে পরিচিত হতে হবে তাদের। বিশেষ করে ডোনার বেশবাসে যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

মর্জিনা বানু চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। বাইরের ঘরে নুরুদ্দিনের বন্ধু-বান্ধবরা এসে পৌঁছানোর আগেই ডোনাকে শহরের সুন্দরী শ্রেষ্ঠায় রূপান্তরিত করার কাজ শেষ করলেন।

'আয়নায় এবার নিজেকে খুঁটিয়ে দেখ, সুন্দরী মেয়ে। কোথাও খুঁত থেকে গেল কি না, নুরুদ্দিন কোন জায়গাটা ধরে বসবে, কে জানে? আমি আমার রুম থেকে ঘুরে আসছি। শুধু শাড়িটা বদলাব আর চুল বাঁধব।'

ডোনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে তন্ময় হয়ে গেল। এত সুন্দরী সে কখনও ছিল না। মোনার কথা মনে পড়ল। সে কাছে থাকলে এতক্ষণে ঠাট্টায় অস্থির করে তুলত। কোমর স্থির রেখে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে সে হঠাৎ সংকুচিত হয়ে পড়ল। তার শরীর সম্পদের একমাত্র দর্শক সে নয়। আরও একজন সবিস্ময়ে দেখছে তাকে। নুরুদ্দিন।

'থামলে কেন, বনদেবী? কী যে অপূর্ব লাগছিল তোমার শরীরের নৃত্যছন্দ! পৃথিবীর সেরা সুন্দরী তুমি। হেলেনের জন্যে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। তোমার জন্য ঢাকা-কোলকাতা-দিল্লী-করাচীর মত গোটা কয়েক শহর ধ্বংস হলেও অবাক হবার কিছু নেই। ইউ আর ম্যাডলি ডিজায়ারেবল্।'

নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর কণ্ঠস্বর ডোনার কাছ ঘেঁষে এল। আরও কাছে এগিয়ে আসছে তার লোভ, অবদমনে অনভ্যস্ত রিপু। ডোনা পিছিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলে পিঠ ঠেকাল।

'এখনও আমাকে ভয় কর তুমি? আর কয়েকদিনের মধ্যে আমরা দুজনে মিলে এক শরীর, এক আত্মায় পরিণত হব,' ফিসফিস করে বললেন নুরুদ্দিন।

'সে দুর্ভাগ্য যেন কোনদিন আমার না হয়,' মনে মনে বলল ডোনা; 'আমি অন্যের তোমার নই।'

'কথা বলছ না কেন, সুন্দরী?'

'আপনার বন্ধুদের কাছে নিয়ে চলুন। আমার মেকআপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছি। তার আগে তোমাকে একটা খবর দিতে চাই।'

চমকে উঠল ডোনা। বুকের ভেতর ঝড়ো সমুদ্রের তোলপাড়।

'কী খবর?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

নুরুদ্দিন হাসলেন। ইঁদুর হাতে পেয়ে এক থাবায় তার ভবলীলা সাঙ্গ করার আগে বেড়াল যেমন আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে।

অধৈর্য ডোনা আবার জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কী খবর?'

'ঐ যে···সেই আহত ছেলেটা···তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে বাগানবাড়িতে···ধরা পড়েছে।'

ডোনা রক্তশূন্য মুখে চেয়ে রইল।

'আর···ইয়ে···খবরটা···ইয়ে···তোমাকে হয়ত কষ্ট দিতে পারে···পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ছোকরা।'

ছয়

ডোনার মনে হল, তার শরীর হঠাৎ লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। সোহেল নেই! অথচ পৃথিবীটা আছে। সে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই তো ওঠানামা করছে ঊর্মিমুখর বুক। সামনে কুৎসিত লোভ। দূরে কোথাও অসংযমী মানুষের হাসির হররা। রাস্তায় গাড়ির শব্দ। সোহেল নেই। সোহেল সুলেমান আর কোনদিন তার কাছে এসে দাঁড়াবে না। মুঠোয় হাত টেনে নেবে না তার। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবে না, 'দস্যি মেয়ে, জানো না, আমার কী করেছ তুমি! প্রাণ বাঁচিয়ে জীবন কেড়ে নিয়েছ। ঐ তপ্ত ঠোঁটের সঙ্গে আর দেখা হবে না তার ঠোঁটের। ঐ জিভের সঙ্গে আর মিলবে না তার জিভ। অজানা অচেনা সেই গন্ধের উৎস জানা হবে না তার। তাহলে কিসের অপেক্ষায়, কোন আশায় এতবড় জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবে সে?

শরীরের সমস্ত রোমকূপ বিদীর্ণ করে কান্না আসছে। কিন্তু কাঁদল না সে। এই ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তিটির সামনে কোন দুর্বলতা নয়। বাঁচতে হবে তাকে। আরও একজনকে বাঁচতে সাহায্য করতে হবে। নিজের কাছে কড়া অঙ্গীকারে বন্দি সে। যে-কোন দুঃখ মেনে নিতে পারবে। মৃত্যুও। কিন্তু অপমৃত্যুর গ্লানি সহ্য করতে পারবে না।

কান্না এড়ানো গেল। কিন্তু বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস লুকোবে কী করে? একটি শব্দের সঙ্গে সেই দীর্ঘশ্বাস যেন কলজে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

'জানতাম!'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে নুরুদ্দিন বললেন, 'বেশ গভীর জানাজানি হয়েছিল এরই মধ্যে। তাই না?'

ডোনা বলল, 'সে বলেছিল, তার জীবনটা পদ্মপাতার পানির মত। এই আছে, এই নেই।'

উৎকট শব্দে হাসলেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। 'বুদ্ধিমান ছোকরা। এদের জন্যে আমার করুণা হয়, বনদেবী। চল, আমরা আমাদের জীবনের দিকে এগিয়ে যাই। মনে হয়, নতুন জীবন তোমার ভালই লাগবে।'

ডোনার হাত ধরে ড্রইং রুমের পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। মর্জিনা বানুকেও ঢুকতে দেখা গেল পেছনে পেছনে।

ড্রইংরুমে সোরগোল উঠল।

চমকে উঠল সে সামনের সোফায়, বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে। খবরের কাগজের পাতায় আর টিভি-র পর্দায় বহুবার তাঁকে দেখেছে সে এরকম বহু-দেখা মানুষকে হঠাৎ কখনও চাক্ষুষ দেখলে প্রথমটা তাঁকে কোন নিকট-আত্মীয় বলে ভুল হয়। ডোনা অবশ্য দু-সেকেণ্ডেই সামলে নিল। সালাম দিয়ে বলল, 'আপনার মত বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারাটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

মৃদু হাসলেন বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য আর রাজনীতি অঙ্গনের বিখ্যাত ব্যক্তি ফয়েজ আহমদ আখন্দ। 'আনন্দটা আমারও। শুধু আমার একার নয়, এখানে উপস্থিত সবার। নুরুদ্দিন যদি অনুমতি দেয়, কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'লজ্জায় ফেললে, ফয়েজ আহমদ আখন্দ। দেখছই তো, ঘাড়ে মাথা মোটে একটা। তোমাকে অনুমতি না দিয়ে পারি?'

'তাহলে শোন,' আখন্দ বললেন। 'নেতাগিরির সুবাদে আমাদের দেশের প্রায় কোটিখানেক নারী-পুরুষকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কিন্তু এত সুশ্রী আর

সুন্দরী তরুণী আমার চোখে পড়েনি।'

ডোনার কান ঝাঁঝাঁ করছে। আখন্দ সাহেবের দিকে তাকাল সে। তাঁর চোখে স্নিগ্ধ হাসি। নির্মল। স্বচ্ছ।

নুরুদ্দিন ডোনার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'প্রশংসার উত্তরে থ্যাঙ্কস দিতে হয়, বনদেবী।'

ডোনা বিড়বিড় করে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার দেখার চোখও অত্যন্ত সুন্দর।'

করতালিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। আলী দিনার বললেন, 'ওয়েল সেইড। রতনে রতন চেনে।'

আখন্দ বলেন, 'থাম, আলী দিনার! তুমি আমাকে রতন বলছ, নুরুদ্দিনের বাগদত্তাকে রতন বলছ। মাঝখান থেকে নুরুদ্দিন ভুয়া হয়ে গেল। সে এটা সহজে নেবে ভেবেছ?'

'তোমার সুদৃষ্টি থাকলে মৃত্যুকেও সহজে নিতে পারি,' নুরুদ্দিন বিগলিত কণ্ঠে বললেন। 'আর এ-তো সামান্য।'

ফয়েজ আহমদ আখন্দ বললেন, 'আমার দৃষ্টি সবসময়ই "সু"। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে বোধহয় কিছু গণ্ডগোল আছে, নুরুদ্দিন। নইলে তুমি···একটা ঘাটের মড়া···চোদ্দ বছরের বালিকা দেখে মজলে কেন?'

হাসির রোল পড়ল। ডোনা সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না।

আখন্দ ডোনার নাক টিপে দিলেন আলতো করে। 'রাগ করলে নাকি, মুকুলিকা বালিকা? নেভার মাইণ্ড। ঠাট্টা করছিলাম। নুরুদ্দিনের বয়স একটু বেশি হলেও শরীরে, মনে সে খুবই তরুণ আর সতেজ। তুমি ভেবো না।'

ডোনার মন তখন নুরুদ্দিনের ড্রইংরুমে নেই। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, জমজমাট আড্ডা, রসিকতা, সব ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, নাম-না-জানা কোন বনের পথ ধরে দৌড়ে পালাচ্ছে সোহেল সুলেমান। পেছনে তাড়া করছে রক্ষীরা। নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সে। দ্রুম্-ম্! আকাশ-কাঁপানো শব্দে গুলি ছুটল। অব্যর্থ লক্ষ্য। অরণ্যের সবুজে মিশে গেল সোহেলের নিষ্প্রাণ দেহ। চমকে উঠল সে। কী দোষ ছিল তার? কোন সর্বনাশের ভয়ে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল ওরা?···

নুরুদ্দিনের দাসদাসীরা চা-কেক স্যাণ্ডউইচ, পনির আর ফলমূল পরিবেশন করল। আখন্দ সাহেব এক টুকরো আপেল আর এক কাপ চা তুলে নিতে বললেন, 'আজকে আমাকে সবাই ক্ষমা করবেন, আশাকরি। আর বেশি সময় দিতে পারছি না। নুরুদ্দিন, বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলে আমাদের জানিও। ভারী লক্ষ্মী মেয়েটা। ওকে কষ্ট দিয়ো না।'

ফয়েজ আহমদ আখন্দকে বিদায় দেবার জন্যে সবাই পোর্টিকোয় নেমে তাঁর সাদা মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে গেছেন। ড্রইংরুমে ডোনা একা। প্রার্থিত একাকীত্ব। কান্না এল তার সমস্ত শরীর ভেঙে। সোহেল নেই!

ফয়েজ আহমদ আখন্দকে বিদায় দিয়ে সবাই ফিরে আসছেন দেখে ডোনা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলল। দেখল, নুরুদ্দিনের কয়েকজন বন্ধু মর্জিনা বানুকে ঘিরে ধরেছেন।

'কী খবর, মর্জিনা? শরীর ভাল তো?'

'অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে।'

'ভুলেই গিয়েছ আমাদের।'

মর্জিনা বানুর চোখ ছলছল করছে। সুখ আর সৌভাগ্য তাকে ভুলতে পারে, কিন্তু চেনাশোনা মানুষেরা কেউ ভোলেনি।

নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর এক বন্ধুকে লক্ষ করছিল ডোনা। বেশ কিছুক্ষণ থেকে ঘনিষ্ঠ হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। চোখেমুখে নগ্ন লোভ।

পিছন দিক থেকে ডোনার কাছে এসে নিঃশ্বাস ফেলল সে তার কাঁধের কাছে। 'কী ভাবছেন এত?'

'মৃত্যুর কথা ভাবছি,' চাপা স্বরে ঝাঁজাল উত্তর দিয়ে দ্রুত সরে গেল ডোনা।

পঁয়ত্রিশের মত বয়স—ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথাভর্তি চুল—বুকের ওপর আড়াআড়ি করে হাতদুটো বেঁধে বারান্দার দেয়ালে ঝোলানো অয়েল পেইন্টিং দেখছিলেন এক ভদ্রলোক। একটু আগেই নুরুদ্দিন তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কি যেন নাম···একটু ভাবতেই মনে পড়ল ডোনার। হ্যাঁ, অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোমিন।

মেজর মোমিন সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তার কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না? মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল ডোনা। মেজর (অবঃ) মোমিনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, মেজর সাহেব?'

এস এম সুলতানের অয়েল পেইন্টিং থেকে চোখ ফেরালেন মেজর (অবঃ) মোমিন। পরিপাটি, মার্জিত আচরণ তাঁর।

'অবশ্যই। অবশ্যই।'

'ইয়ে···মানে···' ডোনা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে পড়ল নিজের ওপর।

মেজর বললেন, 'সঙ্কোচের ব্যাপার হলে না হয় অন্য সময় বলবেন। মন স্থির করুন, কখন বলবেন।'

'না না, তেমন কিছু নয়,' বাধা দিয়ে ডোনা বলল। 'লেফটেন্যান্ট শফিউল মাওলা নামে একজন অফিসার ছিলেন আর্মিতে। বহুদিন হল, আমরা তার কোন খোঁজ পাচ্ছি না। যদি খোঁজখবর নিয়ে জানাতে পারতেন, তিনি কোথায় আছেন, খুব উপকার হত।'

'শফিউল মাওলা?' মেজর (অবঃ) মোমিনকে চিন্তিত মনে হল। তার পরিচয় সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারবেন আমাকে? বুঝতেই তো পারছেন, এতবড় সেনাবাহিনী আমদের দেশে! একই নামে কত লোক রয়েছেন!'

ডোনা বলল, 'বুঝতে পারছি, মেজর সাহেব, কিন্তু ক্ষমা করতে হবে। আমি প্রায় আর কিছুই জানি না তাঁর সম্পর্কে। শুধু এইটুকু জানি, তাঁর পোস্টিং হয়েছিল ময়মনসিংহের সীমান্ত এলাকায়। তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তা-ও জানি না।'

মেজর মোমিন বললেন, 'দেখি, কোন খবর জোগাড় করতে পারি কিনা। পারলেই আপনাকে জানাব।'

'জিনিসটা অত্যন্ত গোপনীয়।'

মোমিন মৃদু হাসলেন। 'বলতে হবে না, ম্যাডাম। আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।'

এই কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পরই অনুশোচনায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ডোনা। এটা কী করল সে? নুরুদ্দিনের বোনের জন্যে গোপন তথ্য সন্ধান করে দেবার ভার দিল নুরুদ্দিনেরই বন্ধুর ওপর? কথাটা অবশ্যই নুরুদ্দিনের কানে যাবে এবং ভণ্ডুল হয়ে যাবে সবকিছু। মেজর লোকটাকে হঠাৎ এত বিশ্বাস করল কেন সে? ভেবে পেল না। কিন্তু ছুঁড়ে দেয়া তীর আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। কাঁদোকাঁদো মুখে পেছনের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল ডোনা। তার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভাবতে পারছে না ঠিকমত। এই দুর্বিষহ জীবন কিভাবে টেনে বেড়াবে সে? কোথায় শান্তি পাবে? কিভাবে?

ড্রইংরুমে তুমুল আড্ডা জমেছে রাজনীতি আর শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে। ডোনা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শূন্যে তাকাল। সোহেল, সোহেল বলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল ডোনা।

না, এই নিষ্ঠুর পাষাণ প্রাসাদ তাকে কাঁদতেও দেবে না। চাপরাসি ধরনের একজন দ্রুত হেঁটে আসছে তার দিকে। ডোনা আঁচলে চোখ মুছল।

'ম্যাডাম, শিগগিরই পেছনদিকের গেটে চলুন।'

'কেন?' ডোনা সভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'অধ্যাপক মতিনউদ্দিন নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান,

চাপরাশি প্রায় ফিসফিস করে বলল। 'খুব গোপনে এসেছেন তিনি। কাউকে জানতে দিতে চান না। জরুরি দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল ডোনা। ওর সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আব্বা! কেন গোপনে দেখা করতে চান তিনি?

'কোত্থেকে এসেছেন তিনি?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল ডোনা।

চাপরাশি হাত ওল্টাল। 'বলতে পারব না, ম্যাডাম।'

'দেখতে কেমন?'

'ফর্সা, লম্বা, রোগা রোগা চেহারা। চুল উল্টোদিকে আঁচরানো। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী, ছাই রঙের শাল আছে কাঁধে।'

আব্বা-ই বটে। ডোনা দ্রুত পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ছোটখাট বাগান আর কৃত্রিম জলাশয় পার হয়ে গেটে পৌঁছাল। নীল রঙের লক্কর-ঝক্কড় মার্কা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোন বন্ধুর গাড়ি, কে জানে! কেন এসেছেন তিনি? গোপনে কেন? সোহেল কি মৃত্যুর আগে কোন খবর দিয়েছিল তাকে? কয়েকটা সেকেণ্ড যেন আর কাটছে না।

গাড়ির কাচ রঙিন। দেখা যাচ্ছে না ভেতরের কাউকে। দরজা ধরে টান দিল ডোনা। ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, 'আব্বা!'

'ডোনা? ভেতরে আয়, মা,' গাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এল উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন স্বর।

গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ডোনা। কতবড় আহাম্মকের কাজ করেছে, বুঝে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

চিৎকার করে উঠল ডোনা, 'আব্বা কোথায়? আপনারা কারা?'

পেছনের সিটে বসা বেঁটে লোকটা মুচকি হেসে বলল, 'আমরাও তোমার বাবার মতই। গোলমাল কোরো না।'

ডোনা সর্বশক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

গাড়ি চলতে শুরু করেছে ততক্ষণে। অক্ষম আক্রোশে গাড়ির কাছে মাথা ঠুকল ডোনা। এত বেকুব সে। আব্বার কথা শুনে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল! ছিঃ!

লোকটি বলল, 'চেঁচিয়ো না। কেউ শুনতে পাবে না। এনার্জি হারাবে শুধু শুধু। ভাল চাও তো, এনার্জির অপচয় কোরো না।'

কাঁদোকাঁদো মুখে ডোনা বলল, 'আপনারা কারা? কী দোষ আমার? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

গাড়ির ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে ডোনাকে দেখল। গম্ভীর মুখ। খুব সম্ভব অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করতে হচ্ছে তাকে। বলল সে, 'তোমার দোষ হল লোভ। তোমার যদি না-ও হয়, তোমার বাপ মা'র তো বটেই। এত লোভ ভাল নয়। শাস্তি দরকার। এই কারণে অপহরণ করা হচ্ছে তোমাকে।'

ডোনা কেঁদে ফেলল।

বেঁটে লোকটি বলল, 'বুধু'র মা লোক হিসেবে খারাপ না। যত্নে রাখবে তোমাকে। ঝামেলা বাধিয়ো না যেন। নইলে প্রাণে মারা পড়বে।'

ডোনা বলল, 'আমাকে বাবা-মা'র কাছে ফিরিয়ে দিন। পায়ে পড়ি আপনাদের। সত্যি বলছি, আমার কোন লোভ নেই। নুরুদ্দিন সাহেবের ইচ্ছেতেই...'

'থামো, মেয়ে! বাপ-মা'র কাছে ফিরিয়ে দিলে আর লাভ কী? নুরুদ্দিনকে যেমন জাদু করেছ, অত সহজে কি আর পিরিত ছুটবে?'

অন্য লোকটি বলল, 'যেখানে যাচ্ছ, খুব ভাল থাকবে। 'বুধু'র মা এক্সপার্ট মেয়েলোক। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।'

'বুধু'র মা কে?'

দ্রুত চালিয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে সরু একটা রাস্তায় গাড়ি ঢোকাল ড্রাইভার। 'বুধুর মা নারায়ণগঞ্জের সম্রাজ্ঞী। গেলেই জানতে পারবে।'

শিউরে উঠল ডোনা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারল, নারায়ণগঞ্জের পতিতালয়ে বিক্রি করা হবে তাকে। জীবনের এই পরিণতি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল? মাথার কোষগুলোতে যেন আগুন লেগেছে। দাঁতে দাঁত চাপল ডোনা। অসম্ভব!

গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোক দুজন নামল। ডোনাকে নামতে বলল বেঁটে লোকটা। ডোনাকে সিটে শক্ত হয়ে বসে থাকতে দেখে কনুই-এর খানিকটা ওপরে দু-হাত আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। 'জলদি কর, মেয়ে! আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

ডোনা তার হাত জড়িয়ে ধরল। 'আপনি আমার বাবার মত। আমার মত মেয়েও হয়ত আপনার আছে।'

ড্রাইভার সামনের দরজা লক করে পিছনের দরজার হাতল ধরল। বিরক্তমুখে বলল, 'কেন এত ঝামেলা করছ? বুঝতেই তো পারছ, তোমার বা আমাদের কারও ইচ্ছেয় কিছু হচ্ছে না। খুব সামান্য কয়েকজন লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দেওয়া হয় আমাদের দেশে। তাড়াতাড়ি চল। বুধু'র মা অপেক্ষা করছে। দুঃখ পাবার তো কিছু নেই। নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর সঙ্গে বিয়ে হলেও বাকি জীবন কি খুব সুখে কাটত তোমার? এখানে বরং স্বাধীনতাটা বেশি থাকবে। চেহারা-সুরত আল্লা যা দিয়েছে, কয়েক ডজন নুরুদ্দিনকে কিনে রাখতে পারবে, বুঝতে পেরেছ?'

অন্ধকার গলি। কিন্তু ডোনার মনে হল, অন্তত এই মুহূর্তে, এই অন্ধকারে তার কোন বিপদ ঘটবে না। লোকদুটো কার হয়ে কী উদ্দেশ্যে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে সে জানে না। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোন অশোভন আচরণ করেনি তার সঙ্গে। কাথাবার্তা শুনেও এদের নারী পাচারকারী কিংবা নারীব্যবসায়ী বলে মনে হয় না। যে কোন কারণে হোক, হয়ত ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই কাজে রাজি হতে হয়েছে এদের। এরা কারা? সোহেল সুলেমানের দল ছাড়াও নুরুদ্দিনের অন্য শত্রুপক্ষ আছে তাহলে! তারা নুরুদ্দিনের পথ থেকে ডোনাকে সরাতে চায়।

ডোনা আবার শিউরে উঠল। পত্রিকায় পড়েছে, টিভিতে দেখেছে, এই গলির মেয়েগুলো মুক্ত আকাশের নিচে, দেয়াল-লৌহকপাট ছাড়াই চির জীবনের জন্যে বন্দি। এই অন্ধকার গলির শেষে কোন আলো নেই? সত্যিকার অন্ধকার, সত্যিকার অভিশাপ অপেক্ষা করছে তার জন্যে?

গলির পর তস্য গলি। সারিবাঁধা ঘরের কয়েকটা দরজায় উঁকি দিল কয়েকটা মুখ। অনেক কৌতূহল। অনেক মন্তব্য। অধিকাংশ কথাই ডোনা বুঝল না। কিন্তু কিছু কিছু বুঝতেই তার রক্ত হিম হয়ে এল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বেঁটে লোকটা।

'কী হল?'

কাঁধ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে লোকটা বলল, 'জলদি পা চালাও! কে যেন ফলো করছে আমাদের। যতবার পেছন ফিরে দেখি, সরে পড়ে। এ আবার কোন মুসিবত?'

বাঁ-দিকের লোহার গেট খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ল লোক দুজন। মাঝখানে ডোনা। এই তার বন্দি শিবির। কংক্রিটের ভাঙাচোরা উঠোন পার হয়ে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। উঠোনের তিনদিক ঘিরে ছোট ঘর।

মধ্যবয়সী এক কুৎসিতদর্শন মহিলা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তার হাত ধরল।

'আহা-হা রে! কি ননীর পুতুলই না ধরে এনেছে! যাও, ভাগো এখন।'

'যা যা বলেছি, মনে আছে তো, খালা?'

পানিতে ডোনার মুখ ধুইয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে প্রৌঢ়া ধমক লাগাল বেঁটে লোকটাকে, 'তোমার সব কথা আমার মনে আছে। কিন্তু আমার কোন কথাই তোমার মনে থাকে না। বলেছি না, খালা বলে ডাকবে না আমাকে!'

'বেশ, নানী ডাকব। এখন কাজের কথা শোন। এই মেয়েকে আটকে রাখবে। কোন অবস্থাতেই যেন বেরুতে না পারে। সর্দারের কোন লোক এলে ভুলেও স্বীকার করবে না এর কথা। মাসদুয়েক লুকিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। সর্দারকে অন্য কোন কচি ডাব খুঁজে বুঝিয়ে দেয়া যাবে। আর দু-মাস পর এ মেয়েও তোমার পোষ মেনে যাবে।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল লোক দু-জন।

প্রৌঢ়া বলল, 'আর মালকড়ির ব্যাপারে কিছু বলছ না যে! লোকসানের সবটাই আমার, না তোমরাও ভাগ নেবে? লাভের ভাগ তো ষোল আনা বুঝে নিয়েছ।'

বেরিয়ে যেতে যেতে বেঁটে লোকটি বলল, 'লাভ-লোকসানের হিসেব পরে হবে, নানী। এখন জান বাঁচাই। পিছনে ফেউ লেগেছিল। কে জানে, এখনও আশেপাশে ওত পেতে আছে কিনা?'

প্রায়-অসুস্থ ডোনাকে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। এখানকার পরিবেশ নিচের চেয়ে কিছুটা ভাল। কিছুটা উঁচুদরের মেয়েরা এখানে থাকে বোধহয়। ভেবেই হাসি পেল ডোনার। পতিতার আবার উঁচু-নিচু! কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, এইসব ঘটনা তাকে নিয়ে ঘটছে।

একটু ধাতস্থ হয়ে ডোনা তার সামনে বুধু'র মা বলে কথিত প্রৌঢ়াকে দেখতে পেল। বুধু'র মা তার বন্দিজীবনের প্রধান কারারক্ষী। জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'শোন বাপু, আমি খেটে-খাওয়া কাজের মানুষ, সাঁইত্রিশটা ঘরের ঝামেলা সামলাতে হয়। তুমি নতুন এসেছ। বয়সটাও খুব কাঁচা মনে হচ্ছে। বেশি সময় দিতে পারব না তোমাকে। ঝটপট কাজের কথা বলি। মন শক্ত কর। ব্যবসায় নেমে ছিঁচকাদুনে ভাব দেখিও না যেন—অসব আমার সহ্য হয় না।'

ডোনা কঠিন মুখে তাকাল তার দিকে। ঐ কঠিন, হৃদয়ানুভূতি-শূন্য মহিলার কাছে কোন সহানুভূতি, সাহায্য পাবার আশা নেই। সে-ও বোধহয় অন্য কোন বৃহত্তর কারাগারে বন্দি।

'নতুন অবস্থায় তোমাকে বেশি কাজ দেব না। যেটুকু পারো, সামলে নিয়ো। কোন "পার্টির" সঙ্গে বিশেষ খাতিরের চেষ্টা কোরো না। পালানোর চেষ্টা করেও লাভ হবে না। একবার যখন ঢুকে পড়েছ, সারাজীবনের জন্যেই ঢুকেছ। পালিয়ে গেলে সমাজ তোমাকে এখানে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই আমাদের কাস্টমার। বুঝতে পেরেছ?'

ডোনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ।

'তাছাড়া ও-চেষ্টা করেও লাভ নেই। আমার সদর দরজার বাইরে, মহল্লার আশপাশে অনেক ষণ্ডা-গুণ্ডা আছে। এখানকার কোন মেয়ে বেরিয়ে গেলে ওরা অপমান বোধ করে। ওসব চেষ্টার ফল খুব খারাপ হবে। বরং জীবনে যা ঘটেছে, মেনে নাও। আমার এখানে সাঁইত্রিশটা মেয়ে আছে। তোমাকে নিয়ে আটত্রিশ। কারও কোন অভাব-অভিযোগ নেই।

গা রি-রি করছিল ডোনার। প্রতিবাদ করতে না পেরে সে অনুভূতিটা তীব্রতর হচ্ছিল। আপাতত মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তারপর উপায় খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই বন্ধ ঘরে সে কোন না কোন মানুষের মুখোমুখি হবে। বুধু'র মা'র 'পার্টি'। প্রথম যে 'পার্টি' সামলাতে দেওয়া হবে তাকে, তার কাছ থেকে কি কোন সাহায্য আশা

করা যায় না? কোনভাবেই কি রাজি করানো যায় না? মনে মনে আলোর আভাস পেল ডোনা।

সমানে বক্তৃতা করে যাচ্ছে বুধু'র মা। ডোনার কানে ঢুকছিল না কিছু।

একটা মেয়ে এসে ডাকল, 'খালা, তোমারে ডাকতাছে।'

'কে?'

'এক "পার্টি" আসছে।'

বুধু'র মা-র চোখ চকচক করে ওঠে। গলার স্বর নরম করে বলে, 'হ্যাঁ গো, মেয়ে, মন ঠিক করেছ? পার্টি ডাকব তাহলে? খুশি হলে ভাল বকশিশ পাবে। প্রথম দিনেই কিস্তি মাত!'

ডোনা দ্রুত ভাবছিল তার মায়ের একান্ত গোপন তহবিলের কথা। হাজার দশেক টাকা আছে তাতে। লোকটাকে যদি বোঝানো যায়, কোন কৌশলে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সে নগদ দশ হাজার টাকা পাবে, তার চেয়ে সুন্দরী পাঁচটা মেয়ে পাবে সে ওই টাকায়...

'অ্যাই মেয়ে, কী ভাবছ এত?'

ডোনা চোখ তুলল। 'ঠিক আছে, নিয়ে আসুন আপনার পার্টি।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' ডোনার পিঠে আদরের চড় দিল বুধু'র মা। 'এই হল বুদ্ধিমতীর মত কথা। টেপি, একে তোর ঘরে নিয়ে যা। সাজিয়ে গুছিয়ে দে। আমি ততক্ষণে "পার্টিকে" এনে বসাই।'

নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় পৌঁছে ভীষণ ঘাবড়ে গেল ডোনা। যদি পরিকল্পনামাফিক কাজ না হয়?

দ্রুত চিন্তা করতে থাকল সে। যা করার করে ফেলতে হবে এখনই। এরপর হয়ত আর সুযোগ মিলবে না। বুধু'র মা একটা কথা বলেছে, খুবই সত্যি। সে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না। সমাজ আর গ্রহণ করবে না, এখানেই ফিরিয়ে দেবে তাকে। নির্বোধ, স্বার্থপর সমাজ! হৃদয়হীন সমাজ!

টাকার বিনিময়ে রাজি করানো সম্ভব না হলে সে বাঁকা পথ ধরতে পারে অবশ্য। বলতে পারে, 'দেখুন, আপনাকে আমি চিনি। আমার অনুরোধ না রাখলে সব কথা আপনার পরিবারের কাছে ফাঁস করে দেব। যে-সমাজে আমি এক নিকৃষ্ট জীব, আর আপনি অর্থবান, সম্মানিত, শ্রদ্ধাস্পদ ভদ্রলোক, সে সমাজে আপনার অবস্থান তখন কী হবে, ভেবে দেখেছেন?'

অবশ্য টাকার বিনিময়ে রাজি না হবারও তো কোন কারণ দেখছে না সে। টাকার বিনিময়ে যে অপরকে কিনতে চায়, বেশি টাকা পেলে সে-ও নিশ্চয়ই বিকোবে।

দরজা খুলল ডোনা। বুকের কাঁপুনি থামাতে পারছে না কিছুতেই। তার 'পার্টি' পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। একমনে দেখছে দেয়ালে টাঙানো বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী হিন্দোলার অর্ধনগ্ন চিত্র।

দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করে ডাকল ডোনা, 'শুনুন—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সোহেল সুলেমান বলল, 'এসেছ?'

সাত

কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ডোনা। ওর মনে হল, হৃৎপিণ্ডের

ধুকপুকানি বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ করে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সোহেল ছুটে এসে মুখ চেপে ধরল ওর।

ফিসফিস করে বলল, 'খুব সাবধান! চোখকান দুটোই খোলা রাখবে। দরজায় কোন ছিদ্র আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখ। কাউকেই টের পেতে দেয়া চলবে না যে, আমরা পরস্পকে চিনি। কেউ যেন সন্দেহ না করে।'

'কিন্তু কীভাবে সম্ভব হল এই কাণ্ড?' সোহেলের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল ডোনা।

'সে অনেক কথা। সময় হলে সব তোমাকে বলব। কিন্তু সবচেয়ে আগে সতর্ক হতে হবে আমাদের।'

দরজাটা ভাল করে পরীক্ষা করল সোহেল। কান পেতে বাইরের শব্দ শুনতে চেষ্টা করল। তারপর নিশ্চিত হয়ে ফিরে এসে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ডোনাকে।

সোহেলের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল ডোনা। 'নুরুদ্দিন পাটোয়ারী আমাকে বলল...বলল তুমি নাকি...আর নেই...গুলি করে...'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বলল সোহেল। 'ওরা ওই রকমই জানে। আর এই জানাটা আমার জন্যে ভাল হয়েছে। কাজ সহজ হয়েছে। এক ভাড়াটে খুনির সাহায্য নিয়ে এই কারসাজি করা হয়েছে।'

'সোহেল, আমাকে অনেক দূরে নিয়ে চল। মুক্ত আকাশের নিচে। দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার।'

ডোনাকে খাটে বসিয়ে সোহেল তার পাশে বসল।

আমার ওপর নির্ভর করতে পারো, ডোনা। গত কয়েকদিন তোমার খুব কাছাকাছি ছিলাম আমি। বরাবর লক্ষ রাখছিলাম, তোমার ওপর কোন বিপদ আসে কিনা। অবশ্য নুরুদ্দিনের কাছ থেকে তোমাকে লোপাট করার চেষ্টা হতে পারে, এ সম্ভাবনাটা মাথায় আসেনি আমার। নইলে আগেই সাবধান করে দিতে পারতাম তোমাকে। যখন টের পেলাম, তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে।'

'তবু, ভাগ্যিস, তুমি কাছাকাছি ছিলে! নইলে কী সর্বনাশই যে হত! আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। দরজা খুলব?'

'খবরদার! দরজার আশা ছেড়ে দাও। যে পথে এসেছি, সে পথে ফিরে যাবার চেষ্টা করাই বৃথা। নিচের কম্পাউণ্ডে ঐ শয়তান বুড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। জবরদস্তি করলেই চিৎকার করে লোক ডাকবে। পালাতে যদিও বা পারি, কলঙ্কের দাগ কপালে নিয়ে যেতে হবে। জীবনেও সেটা আর মোছা যাবে না।'

শিউরে উঠল ডোনা। 'তা হলে?'

সোহেল উত্তর দিল না। গম্ভীর হয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। জানালাটা পরীক্ষা করল। দরজার ঠিক বিপরীত দিকে কাচের পাল্লা বসানো জানালা। পর্দা সরিয়ে একপাশের পাল্লা খুলতেই দেখা গেল, লম্বালম্বি শিক বসানো আছে। শিকগুলোর মধ্যে চার ইঞ্চির ব্যবধান। টানাটানি করে দেখল, পুরানো হলেও লোহার শিকগুলো বেশ শক্ত। কী করা যায়?

ফিরে এসে খাটে বসল সোহেল। 'বড় রকমের ঝুঁকি নিতে হবে। পারবে?'

'একশবার পারব। এখন আর কাউকেই ভয় করি না।'

'জানালার দুটো শিক বাঁকিয়ে খুলে ফেলতে পারলেই টপ্‌কে নেমে যাওয়া যায় সানশেডে। সেখান থেকে খুব সাবধানে পা বাড়িয়ে পাশের টিনের দোচালার ওপর। সেটা পার হলেই ডানদিকের আমগাছে ওঠা যায়। বানরের মত ডাল থেকে ডালে ওঠানামা করে ওপাশের পাঁচিলে ওঠা যাবে। তারপর পাঁচিল ধরে সামান্য এগোলেই রাস্তা। দেখতে পাচ্ছ?'

'হুঁ। কিন্তু সে-তো পরের কথা। আগের কথা ভেবেছ? জানালার শিক খুলবে কী

করে?'

ডোনার কাঁধে হাত রেখে সিলিং ফ্যানের দিকে ইঙ্গিত করল সে। বলল, 'এবার ভাব, ফ্যানটা খুলবে কিভাবে।'

খাটের ওপর উঠে ফ্যানটা লক্ষ করল ডোনা। ঠিকই। বেশ মোটা, শক্ত রডের সঙ্গে ঝুলছে ফ্যান।

'ওপরে উঠে এস। দেখ, ফ্যানটা খোলা মোটেই কঠিন নয়। শুধু একটা "এস" হুকের সঙ্গে লটকানো আছে। মোচড় দিয়ে নামিয়ে নিলেই হল,' সোহেল খাটের ওপর উঠল। দুজনে ধরাধরি করে ফ্যানটা নামাল। তারপর অতি কষ্টে সিলিং-এর সঙ্গে আরেকটা 'এস' হুকের সাহায্যে রিং-এ ঝোলানো রডটা খুলে ফেলল।

কঠিন পরিশ্রমে রত দুই নর-নারীর ক্লান্তশ্বাসে ঘর ভরে উঠল। দরজার বাইরে আড়ি পেতে নিশ্চিন্ত হল বুধু'র মা। সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেল সে। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ তার মনে হল, এত বেশি স্বাভাবিকতা কি অস্বাভাবিক নয়? ফিরে এসে আবার দরজায় কান পাতল। এরই মধ্যে শান্ত! ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

আরও কয়েক মিনিট প্রতীক্ষার পর মনের খটকা জোরদার হল বুধু'র মা'র। দরজায় টোকা দিল সে। মৃদু স্বরে ডাকল, 'কী গো, খুকি, ঘুমিয়ে গেছ?'

সাড়া নেই।

এরপর ধাক্কা দিল সে দরজায়। তবু উত্তর মিলল না। শেষ পর্যন্ত লোক ডেকে দরজা ভাঙতে হল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসল বুধু'র মা। কিশোরী বয়স থেকে এ-লাইনে আছে সে। এমন তাজ্জব ঘটনা চোখে দেখা তো দূরের কথা শোনেওনি কখনও।

ডোনা তখন তার প্রিয় পুরুষের শরীর-সংলগ্ন হয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে মুক্ত, আলোকিত সদর রাস্তায়।

'কী যে ভাল লাগছে, সোহেল! নির্ভর, নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে বন্দি হওয়া ভাল, তাই না? নইলে মুক্ত জীবনের আনন্দ ঠিক অনুভব করা যায় না।'

গম্ভীর স্বরে সোহেল বলল, 'অভিজ্ঞতার জন্যে বন্দিত্ব হয়ত ভাল, কিন্তু কখনও কখনও এই বন্দিত্বের মূল্য খুব বেশি দিতে হয়। সারাজীবনের দেনার মত। শোধ করা যায় না।'

'আর বন্দি হতে চাই না আমি,' কাতর কণ্ঠে বলল ডোনা। 'এখন আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

সোহেল বলল, 'আমার সঙ্গে? পাগল হয়েছ? আমি কোথায় থাকি, কী খাই, কিছু জানো?'

'দরকার নেই জেনে। আমার সব জ্ঞান-বিদ্যে—সব তুমি। আমি শুধু তোমাকেই জানি। তুমি যেখানে, যেভাবে থাক, তোমার সঙ্গে থাকব আমি। যে জীবন-যাপন করো, আমি তার ভাগ নেব। সুখ-দুঃখ সবকিছুতেই তোমার কাছাকাছি থাকতে চাই আমি। নেবে না আমাকে?'

কঠিন স্বরে সোহেল বলল, 'না। তোমাকে তো বলেছি, ডোনা, আমি সাংঘাতিক বিপজ্জনক একটা কাজে নেমেছি। সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তার সঙ্গে জড়াতে চাই না।'

দুই হাতে মুখ ঢাকল ডোনা।

'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি। আরও কয়েকটা দিন নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর খাঁচায় বন্দি থাকতে হবে তোমাকে। শুধু কয়েকটা দিন।'

'আর যদি এরই মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়? যদি কোন সর্বনাশ হয়ে যায়?

বিয়ের জন্যে কেমন খেপে উঠেছে নুরুদ্দিন, তা তো জানো না!'

একটু ভাবল সোহেল। ধীরে ধীরে বলল, 'শুধু আজ আর আগামীকালটা কোনভাবে পার করতে চেষ্টা করো। তারপর নুরুদ্দিন বিয়ের ভাবনা করার সময় পাবে না। লক্ষ্মীসোনা, একটু কষ্ট করো!'

আবার সেই পুরানো বন্দিশালার কথা মনে হতেই ডোনার মনটা বিষিয়ে উঠল। বলল, 'তাহলে বাড়িতে রেখে এসো আমাকে। বাবা-মার কাছে ফিরে যাই।'

'সে কথাও ভেবেছি। দেখলাম, সেটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নুরুদ্দিন ঠিকই চড়াও হবে সেখানে। তাকে অস্বীকার করতে পারবেন না তোমার বাবা-মা। তাছাড়া কয়েকটা দিন কৌশলে ম্যানিজ করতে ঠিকই পারবে তুমি। বিশেষ করে, যতদূর জানি, মর্জিনা বানুর সঙ্গে বেশ সখ্য হয়েছে তোমার।'

মর্জিনা আপার কথা ওঠায় ডোনার মনটা নরম হয়ে গেল। একটা দায়িত্ব আছে তার কাঁধে। সে নিজেই নিয়েছে এ-দায়িত্ব। কাজও শুরু করেছে।

নীরবে মাথা নিচু করল সে। সোহেল একটা ট্যাকসি ডাকল।

'ঢাকা যাবে? শেরশাহ্ অ্যাভিনিউ।'

'যামু। দুইশ' টেহা।'

ট্যাকসি ছুটল ঢাকার দিকে। ডোনা সোহেলের কাঁধে মাথা রাখল। বলল, 'নুরুদ্দিনকে এ ঘটনা জানানো কি ঠিক হবে?'

সোহেল নিবিষ্টমনে তার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবছিল। চমকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'না, না, কিছুই বলা চলবে না তাকে। প্রথমত, এতে সে ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। একটা কিছু কৈফিয়ত দিয়ে দিয়ো তাকে।'

শেরশাহ্ অ্যাভিনিউ-এর হ্যাপি ভিলার সামনে ট্যাকসি দাঁড় করাল সোহেল। ডোনার গালে চুমু দিয়ে বলল, 'আর একবার বিদায় দাও। এবারের কাজ ঠিকমত শেষ হলে আর বিদায় চাইব না।'

বিস্মিত দারোয়ান ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সালাম দিল ডোনাকে। এ বাড়ির লোকের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন হবে--বুঝতে ওর একটুও বাকি নেই।

মর্জিনা বানুর ঘরে বসে আছেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। চিন্তামগ্ন মানুষকে কখনও কখনও অদ্ভুত দেখায়। সোফায় ওপর বসে পা তুলে দিয়েছেন টেবিলের ওপর। চোখ দরজার দিকে। অপেক্ষা করছেন কারও জন্যে। যেন তাকে পাওয়ামাত্র খেয়ে ফেলবেন।

'কোথায় ছিলে এত রাত পর্যন্ত?'

মানসিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও ডোনা প্রবলভাবে কেঁপে উঠল নুরুদ্দিনের গর্জনে। সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত কোনটা? ভেবে বার করতে গিয়ে ডোনা দ্বিতীয় ধমক শুনল নুরুদ্দিনের।

'কী হল? কথা বলছ না যে!'

'এক পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলধা গার্ডেনে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে। স্বীকার করছি, বোকামি হয়ে গেছে। আর কখনও হবে না...ইয়ে...রুনার সঙ্গে বহুদিন পর দেখা...এবারের মত আমায়...'

মর্জিনা বানু বললেন, 'কেমন, তোমাকে বলেছি না? ও পালায়নি। হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশেই কোথাও। ঢাকা শহর চিনতেই তো ওর এতদূর আসা, তাই না?'

'কিন্তু এভাবে নয়। যতক্ষণ বাড়িতে আমি রয়েছি, আমার অনুমতি নিতে হবে। আমি না থাকলে তোমার কাছ থেকে অনুমতি নেবে ও। তারপর সঙ্গে কেউ একজন থাকবে। ইচ্ছে করল, অমনি বেরিয়ে গেলেই হল?'

মর্জিনা বানু ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার থাম তো!

একটা ভুল করেই ফেলেছে, কী আর করা যাবে? ক্ষমা চাইছে, ক্ষমা করে দাও।'

নুরুদ্দিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ডোনার মনে হল, সেখান থেকে এখনও সন্দেহের রেখা মিলিয়ে যায়নি।

'বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হল কী করে?'

'বাড়িটা যখন মানুষের ভিড়ে জমজমাট, মনে হচ্ছিল, দম আটকে আসছে আমার। পেছন দিকের বাগানটায় হাঁটছিলাম। গেটের কাছে যেতেই রুনার সঙ্গে দেখা। আপনার হয়ত মনে আছে, রুনার মামা তমিজ সাহেব একসময় আপনার কলেজে পড়াতেন। রুনা মামার বাসায় থেকে পড়াশুনা করত।'

শেষ পর্যন্ত না শুনেই উঠে পড়লেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। 'কাপড় বদলে নাও, ডোনা। শোবার আগে আমার ঘরে একবার এসো। দরকার আছে।'

চকিতে মর্জিনা বানু ভাইয়ের দিকে তাকালেন। পুরুষের এই দৃষ্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত। নুরুদ্দিন চলে যাবার পর হতবিহ্বল মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মায়া হল তাঁর। ডোনা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে ওই দৃষ্টি।

অভয় দিলেন মর্জিনা বানু। 'যেতে হবে না। তুমি তোমার ঘরে যাও। কাপড় বদলে শুয়ে পড়ো। নুরুদ্দিনকে যা বলার আমি বলছি। আর একটা কথা। যেখানে যাও, যা-ই করো, আমাকে জানিয়ো। এখানে তোমার কিছু ঘটলে আমাকে কেউ দোষ দেবে না। কিন্তু বাইরে কিছু একটা হলে, সমস্ত দায় বইতে হবে আমাকে।'

কৃতজ্ঞতায় ডোনার চোখে পানি এসে গেল। মিনিট পনের পর, বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে যখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল, টের পেল, মর্জিনা বানু তার ঘরের সামনে পায়চারি করছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় টোকা পড়ল। মর্জিনা বানুর গলা শুনতে পেল ডোনা। 'এত রাতে ওকে বিরক্ত করছ কেন?'

'দরকার আছে। ওর সঙ্গে কিছু জরুরি আলাপ করতে চাই।'

মৃদু ধমকের সুরে মর্জিনা বানু বললেন। 'মেয়েটা খুব ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়েছে। যা বলার আছে, কাল সকালে বোলো।'

এরপর আরও কথা কাটাকাটি চলল ভাই-বোনে। কিন্তু ডোনা সত্যিই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। দু-একমিনিটের মধ্যে অথই ঘুমে তলিয়ে গেল সে। সামান্য ফাঁক হয়ে রইল মুখখানা। যেন সোহেলকে ডাকছে সে। সোহেল। অন্ধকার সমুদ্রে তার ধ্রুবতারা।

পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল, আর কিছু নয়, শুধু একটি কথা তার শরীরে-মনে নতুন জীবনের সঞ্চার করল। আহা! সোহেল সুলেমান বেঁচে আছে। ভাল আছে। কোন ক্ষতি হয়নি তার। মাথার ক্ষত সেরে গেছে। নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে সে। তার কাজ শেষ হবার পথে। আর দু-একটা দিন যে-কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হবে, সোহেলের কাজ শেষ হবে, বীরের মত তাকে এই দুঃসহ বন্দিজীবন থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে সে। কী কাজ সোহেলের, কেমন তার পরিণতি, ডোনা জানে না। শুধু জানে, এই ঘোর দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবে সে!

সকালে নাশতার টেবিলে নুরুদ্দিন পাটোয়ারী কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন ডোনার দিকে। ডোনা অসহায় বোধ করতে লাগল।

'মাফ করবেন। কাল রাতে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি এত টায়ার্ড ছিলাম...'

'ঠিক আছে,' চটপট ডোনাকে থামিয়ে দিয়ে নুরুদ্দিন মাখনের প্লেট আর গোলমরিচের গুঁড়ো এগিয়ে দিলেন। 'আজকের প্রোগ্রাম কী?'

'সকালে বায়তুল মোকাররম যাব,' উত্তর দিলেন মর্জিনা বানু। 'নয়াপল্টনের নতুন সুপার মার্কেটগুলোও চিনিয়ে দেব ওকে।'

'ভাল কথা। বিকেলে ফ্রি থেক। এক বন্ধুর বাসায় টি-পার্টি আছে। যেতে হবে,' কফি পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন নুরুদ্দিন।

রাজারবাগ সুপার মার্কেটের একটা দোকানে খুব দামি একটা শাড়ি পছন্দ করে ফেললেন মর্জিনা বানু। হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব মানাবে তোমাকে, ডোনা। কিন্তু একটাই ভয়।'

'কী ভয়, মর্জিনা আপা?'

'শাড়িটা তোমার বিয়ে উপলক্ষে। অর্থাৎ বিয়ের আগে পরতে পারছ না।'

'তাতে কী?' বিস্মিত ডোনা প্রশ্ন করল।

'যদি ততদিনে ফ্যাশন-আউট হয়ে যায়?'

ডোনা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'শাড়ি কেন, জীবনটাই ততদিনে ফ্যাশন-আউট হয়ে যেতে পারে। কতকিছুই তো ঘটতে পারে এই সময়ের মধ্যে!'

এবার বিস্ময়ের পালা মর্জিনা বানুর। 'কী বলছ তুমি, ডোনা? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিছু মনে করবেন না, মর্জিনা আপা। কী বলতে কী বলে ফেলেছি। আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, ফ্যাশন তো বারবার ঘুরে আসে। আজ যা ফ্যাশন, কাল ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছে। আবার দু-দিন পর ওটাই ফ্যাশন। বিয়ের সময় যদি ব্যাকডেটেড হয়, ওটা রেখে দেব। আবার ফ্যাশন ঘুরে এলে তখন পরব।'

'খুব পাকামি শিখেছ!' দু-আঙুলে ডোনার গাল টিপে দিলেন মর্জিনা বানু। 'শাড়িটা পছন্দ, এই তো?'

ডোনা বলল, 'রাগ করবেন না, মর্জিনা আপা, একটা সত্যি কথা বলি। দোকানের সবকটা শাড়িই আমার পছন্দ। শুধু এই দোকানের নয়, ঢাকা শহরের সবগুলো দোকানের।'

বাসায় ফিরে মর্জিনা বানু ঢুকলেন রান্নাঘরে, দুপুরের খাদ্য প্রস্তুতির তদারক করতে। ডোনা হাতের প্যাকেটগুলো বিছানায় নামিয়ে রেখে বিচিত্র এক অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে ছিল সেদিকে। অন্তত তিরিশ হাজার টাকার শপিং করা হয়েছে আজ, শুধু তার জন্যে। তার পরিবার, বাবা-মা-ভাই-বোনের কথা মনে পড়ল। সারা বছরে ঐ পরিবারে অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা-শিক্ষা-বিনোদন, সব মিলিয়েও এত টাকা খরচ হয় না। এখনও এদেশের লোকের মাথাপিছু গড় আয় বছরে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

দবু'র মা এসে বলল, 'আপা, এক সায়েব আইছে। আপনারে ছালাম দিছে। কইছে, হে আমনের লগেই কথা কইব।'

শিউরে উঠল ডোনা। কালকের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হবে না তো?

'কে সায়েব? নাম বলেছে?'

'মিলিটারি সায়েব, আপা। জীপগাড়ি লইয়া আইছে। নাম তো জিগাই নাই।'

মিলিটারি! ডোনা তার শিরদাঁড়ায় স্রোত অনুভব করল। তাকে কেন চায়? তবে কি সোহেল সুলেমান যে-ঘটনার কথা বলেছিল···

'কী, আপা, যাইবেন না? হে বইয়া রইছে।'

ধীরে ধীরে পা বাড়াল ডোনা। যেতেই হবে। নইলে জানাজানি হবে। বিপদ বাড়বে তাতে। ড্রইংরুমে চমকে উঠল ডোনা। এত শিগগির তাঁকে আশা করেনি সে।

মেজর (অবঃ) মোমিন উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন।

সালামের উত্তর দেবার সময় খেয়াল হল ডোনার—সালাম দেওয়া উচিত ছিল তারই।

'কোন খবর আছে?'

'আছে,' নড়েচড়ে বসলেন মোমিন।

'বেঁচে আছেন লেফটেন্যান্ট শফি?'

'বেঁচে আছেন। শুধু তা-ই নয়, মেজর হিসেবে রিটায়ার করেছেন শফিউল মওলা। নামটা শুনে প্রথমে একটু একটু চেনা মনে হয়েছিল। পরে দু-তিনটে জায়গায় খোঁজ করতেই কাজ হয়ে গেল।'

'কোথায় আছেন তিনি?'

'ঢাকাতেই, একটা শৌখিন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন।'

উচ্ছ্বাসে অপ্রতিভ শোনাল ডোনার গলা। 'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব...'

'কোন দরকার নেই। আপনার তথ্যটা সংগ্রহ করতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত।'

'আর একটা খবর জানতে চাইব, মেজর সাহেব, যদি কষ্ট করে জোগাড় করে দেন।'

'বলুন—'

'শফিউল মওলা কি বিবাহিত?'

মেজর (অবঃ) মোমিন হাসলেন। 'আমি আগেই সে খবর জানি। তিনি বিবাহিত নন।'

ডোনা অতি কষ্টে উচ্ছ্বাস সংবরণ করে বলল, 'অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। কী যে উপকার করলেন আমাকে খবরটা দিয়ে!'

মোমিন বললেন, 'এই খবরটা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, আমি ভাবতেই পারছি না। যতদূর শুনেছি, খুব শিগগিরই পাটোয়ারী সাহেবের সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে...'

বাধা দিয়ে ডোনা বলল, 'মেজর সাহেব, খবরটি আমার নিজের জন্যে জানতে চাইনি। অন্য একজন আছেন ঘটনার পেছনে। আরও কিছু সাহায্য চাইব আপনার কাছে। তখন সবই জানতে পারবেন।'

মোমিন হাসলেন।

দবু'র মা একটি ছেলেকে নিয়ে ঢুকল। ছেলেটাকে রান্নাঘরে দেখেছে ডোনা। সম্ভবত এরই নাম দবু। আমাদের দেশে অন্যের নামে পরিচিত হন বয়স্কা মহিলারা— পিতা, স্বামী অথবা সন্তান। নিজের নামে পরিচিত হবার গৌরব বোধহয় শুধু বারাঙ্গনাদের। ডোনার মন তিক্ত হয়ে উঠল।

দবু'র হাতে ট্রে। তাতে অনেকগুলো প্লেটে মিষ্টি, বিস্কুট এবং কফি-পট। দবু'র মায়ের হাতে পানির জগ, গ্লাস আর কাপ। যত্ন করে নাশতা আর কফি পরিবেশন করতে শুরু করল দবু। দবু'র মা ইঙ্গিতে নির্দেশ দিতে লাগল।

মোমিন একটা বিস্কুট আর এককাপ কফি ছাড়া কিছুই নিলেন না। নুরুদ্দিনের ফেরার সময় হয়েছে। ডোনাও আর অনুরোধ করল না দেরি করার জন্য।

মেজর (অবঃ) মোমিনকে বিদায় দিয়ে প্রজাপতির ছন্দে উড়তে উড়তে নিজের ঘরের দিকে আসছিল ডোনা। দরজার কাছে এসে ছন্দপতন ঘটল। হরিণশাবকের মত ভীরু চোখ মেলে ডোনা দেখল, ব্যাধের তীক্ষ্ণ চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন নুরুদ্দিন।

'সে কী? কখন ফিরলেন?' মধুর হেসে বলল ডোনা। 'আমি টেরও পাইনি নিঃশব্দে বাড়ি ফিরেছেন আজ।'

পাথর গলল না। পাটোয়ারী একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে বললেন, 'কখনও বান্ধবী, কখনও বন্ধু, তোমাকে খুব ব্যস্ততার মধ্যে

রাখছে। আমার মত সামান্য মানুষের আসা-যাওয়া তাই তোমার চোখে পড়ছে না, বনদেবী।'

ডোনা দ্রুত নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু নুরুদ্দিন দরজার চৌকাঠে দু-হাত রেখে এমন করে দাঁড়িয়ে আছেন যে, ও-কথা ভাবাই যায় না। তাঁর মুখে জ্বলন্ত রথম্যান কিংসাইজ পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ করছেন না তিনি।

'হৃদয়ের দরজা তো বন্ধই রেখেছ। এ দরজাও বন্ধ করে দিতে চাও? দু-চোখে প্রাণ ভরে তোমাকে দেখতেও পাব না?'

নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে আসে। ডোনার চোখে সর্ষেফুল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'না, না, এ তো আপনারই ঘর আপনারই দরজা। আমি বন্ধ করার কে?'

হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে ডোনাকে অক্টোপাস-আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন নুরুদ্দিন। 'আমি তোমায় বিশ্বাস করি না, বনদেবী। তুমি আসলে কার?'

ডোনা ঢোক গিলে বলল, 'এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'সত্যিই কি আমাকে ভালবাসতে পারবে তুমি?'

'ছাড়ুন! মর্জিনা আপা এসে পড়বেন?'

'মর্জিনা আপা এসে পড়ার আগেই আমি তোমার ওপর আমার দখল প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, বিচিত্ররূপিনী। নিজের সঙ্গে লড়াই করে আমি আর পারছি না।'

বেশবাস অসম্বৃত হয়ে পড়েছে। শরীরে আর শক্তিও পাচ্ছে না ডোনা। আর্তনাদের সুরে বলল সে, 'না।'

'ভণ্ডামি কোরো না,' দরজার কাছে এগুলেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। বন্ধ করার মুহূর্তে সেখানে একটা উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেলেন। ডোনার সমস্ত উদ্বেগ নিমেষে কেটে গেল সে-মুখ দেখতে পেয়ে।

মর্জিনা বানু বললেন, 'বেরিয়ে এসো, ভাইজান!'

নুরুদ্দিন কটমট করে তাকালেন ভগ্নির দিকে। আশ্চর্য শান্ত চোখ মর্জিনার। কোন উত্তেজনা নেই, উত্তাপও নেই সেখানে। শুনে কেউ কিছু বুঝবে না। মহিলার প্রতি ডোনার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

নুরুদ্দিন বললেন, 'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি অযথা নাক গলিয়ো না।'

ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিলেন মর্জিনা বানু, 'অসহায় মেয়েটাকে রক্ষা করাও আমার দায়িত্ব, ভাইজান। তুমিও ও-ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। এখন থেকে ও আমার ঘরে থাকবে। তুমি ঝামেলা করলে আমি কী করব, তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

ডোনা টের পেল, ওর দু-চোখে অশ্রুর ধারা নেমেছে।

নুরুদ্দিন সিগারেট ধরিয়ে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ডোনাকে বললেন, 'কাল আমাদের বিয়ে। রেডি হও।'

আট

'আগামীকাল?' ডোনা আর্তনাদ করে উঠল।

নুরুদ্দিন পাটোয়ারী দু-পা এগিয়েই থামলেন। ফিরে এসে বললেন, 'গতকাল যখন আমাদের বিয়ে হয়নি, তখন "কাল" বলতে তো আগামীকালই বোঝায়, তাই না?'

'এসব কী বলছ, ভাইজান?' মর্জিনা বানু তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেনাকাটার প্রায় কিছুই হল না। খেপেছ নাকি তুমি?'

নুরুদ্দিনের মুখে চুতুর হাসি। 'এই বুনো পাখিটাকে আর একটুও বিশ্বাস করতে পারছি না, মর্জিনা। জরুরি কিছু কেনাকাটার দরকার থাকলে আজই সেরে ফেল। অবশ্য কালকেও সারাদিন সময় পাবে। সন্ধ্যায় বিয়ে।'

প্রথমবারের মত সরাসরি বিদ্রোহ করল ডোনা।

'অসম্ভব! আপনার বাড়িতে আমার বিয়ে হবে না। বিয়ে হবে আমার বাবার বাড়িতে। অধ্যাপক মতিনউদ্দিন আর বেগম নুরুন্নাহার এখনও বেঁচে আছেন। সবকিছুর মধ্যে শোভন-অশোভন বলে একটা ব্যাপার আছে। আপনি আমাকে এখানে এনেছেন আপনার সোসাইটির সাথে পরিচয় করাতে। আপনাদের নানারকম ঠাটঠমক শেখাতে। তার বেশি কিছুই আশা করতে পারেন না। তাছাড়া এত ভয়ের কী আছে আপনার? বাগানবাড়ির আশ্রিত লোকটাকে ভয় পেয়েছিলেন। সে তো মরে ভূত হয়ে গেছে। এখন দয়া করে শান্ত হোন।'

স্তম্ভিত হয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। তারপর অট্টহাসি দিয়ে বললেন, 'চমৎকার। নিয়মিত টিভি দেখছ মনে হয়! বক্তৃতাটা ভালই রপ্ত করেছ। নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, ভুলে যেয়ো না যেন। কাল আমাদের বিয়ে হচ্ছে। সন্ধ্যা সাতটায়।'

মর্জিনা বানু ভাইয়ের হাত ধরলেন। 'সত্যিই পাগল হয়েছ তুমি, ভাইজান?'

'মোটেই না,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দিলেন নুরুদ্দিন। 'অযথা ঝামেলা পাকিয়ো না। আপাতত কোন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যাচ্ছি না আমরা। শুধু কলেমা। বাকি সব সময়মত হবে।'

ডোনা প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল। অবাক হয়ে শুনল, মর্জিনা বানু বলছেন, 'বিনা আনুষ্ঠানিকতায় বিয়ে সেরে ফেললে সমাজে তোমার মর্যাদা নষ্ট হবে না, ভাইজান?'

'শাট্ আপ!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নুরুদ্দিন। যেন ধমক নয়, গুলি ছুটল মুখ থেকে। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হল প্রশস্ত বারান্দা, করিডরের ছাদে। 'অনেক প্রশ্রয় দিয়েছি তোমাকে। নাউ, প্লীজ বি অফ। আমার মর্যাদা নিয়ে আমাকেই মাথা ঘামাতে দাও।'

শাড়ির আঁচল তুলে মুখ ঢেকে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেলেন মর্জিনা বানু।

ডোনা দরজার চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে এসে নুরুদ্দিনের সামনে দাঁড়াল।

'কিছু মনে করবেন না, মর্জিনা আপার সঙ্গে আপনি বিশ্রীরকম দুর্ব্যবহার করেন। অথচ আপনার ভুল সিদ্ধান্তের জন্যেই তার জীবন অকালে নষ্ট হয়েছে।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল নুরুদ্দিনের গলায়। 'তার দুঃখের যত রাবিশ সব তোমার ডাস্টবিনে ঢেলেছে তাহলে! ভাল, ভাল, শ্রোতা হিসেবে মন্দ নও তুমি। শুধু মাঝে মাঝে "আমার" কথা শুনতে চাও না। এখনই এই রকম। আল্লাই জানে, বিয়ের পর কী অবস্থা দাঁড়াবে!'

'আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন। মর্জিনা আপার জীবনের দুঃখজনক ঘটনার জন্যে আপনি দায়ী নন?'

'না,' তেতে উঠলেন নুরুদ্দিন। 'দায়ী সে নিজে। এক চালচুলোহীন সেপাই-এর সঙ্গে ঝুলছিল। তাকে ভাল, করিৎকর্মা লোক দেখে বিয়ে দিলাম। মানিয়ে নিতে পারল না তার সঙ্গে। সেটা কি আমার দোষ?'

এক মিনিট চুপ করে থেকে ডোনা বলল, 'আপনি খুবই একগুঁয়ে। এই স্বভাব ভাল নয়। একগুঁয়ে লোকেরা নিজেরা কষ্ট পায় সবচেয়ে বেশি।'

নুরুদ্দিন হাসলেন। 'আমি মোটেও একগুঁয়ে নই। সবকিছু অনেক ভেবেচিন্তে করাই আমার অভ্যেস। কিন্তু আমি অন্যকে জানতে দিতে চাই না যে আমি ভাবছি। এজন্যে হয়ত আমাকে একগুঁয়ে মনে হয়। যাই হোক, কাল বিয়েতে তোমার মত নেই, তাই

না? বেশ বল, তোমার ইচ্ছা কী?'

'আমার ইচ্ছা!' থমকে গেল ডোনা। তার ইচ্ছের কথা সে কোনদিনও এই ষড়যন্ত্রপ্রিয়, ক্ষমতালোভী লোকটার কাছে প্রকাশ করতে পারবে না। কোনদিন বলতে পারবে না, সে চায় সোহেল সুলেমান নামের স্বপ্নে-দেখা-রাজকুমারটিকে। খুঁজে-না-পাওয়া সেই ম' ম' গন্ধে বিভোর মুহূর্তগুলি। এক সুন্দর স্বপ্নের দেশে অনন্ত যাত্রায় ভেসে যেতে চায় সে।

ঢোক গিলে ডোনা বলল, 'দুটো দিন সময় দিন আমাকে। বিয়ে তো একদিনের ব্যাপার নয়। সারাজীবন একসঙ্গে চলা—সুখে-দুঃখে। আমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে দিন।'

উদার হাসি হাসলেন নুরুদ্দিন। 'এই কথা? বেশ তো! অনুমোদন করা গেল তোমার দুটো দিন। তোমার জীবনের বাকি দিনগুলো কিন্তু আমার, বনদেবী। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো। দিনগুলোকে আমি কানায় কানায় পূর্ণ করে দেব।'

নুরুদ্দিনের আবেগ-বিহ্বল শরীর আবার তার শরীর ঘেঁষে এল। ডোনার বুকে কাঁপুনি জাগে। নুরুদ্দিন পরম আদরে ডোনার কোমর জড়িয়ে কাঁধে হাত রাখতে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় বাইরে থেকে কেউ ডাকল তাঁকে।

'পাটোয়ারী ভাই, স্লামালেকুম। কপাল ভাল, আপনাকে পেয়ে গেলাম। গ্রীনরোড ক্লাবের আড্ডায় আপনাকে না পেয়ে ভাবলাম...'

চকিতে ডোনাকে ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন নুরুদ্দিন। 'কী ব্যাপার, আলী দিনার?'

'খবর আছে। অনেক ঘাপলা হয়ে গেছে।'

আলী দিনারের হাত ধরে টানতে টানতে ড্রইংরুমে ছুটলেন নুরুদ্দিন।

অপরিসীম কৌতূহলে হাবুডুবু খেতে লাগল ডোনা। দমন করা কঠিন হয়ে উঠল। উত্তরদিকের দরজার পেছনে ডাবল পিলার-ওয়ালা জায়গাটা তেমন নিরাপদ মনে হল না। করিডর ধরে খানিকটা গিয়ে বাড়ির পেছনদিকের মাঠে নেমে পড়ল ডোনা। ড্রইরুমের পুবদিকের জানালা আড়াল করে বেড়ে উঠেছে মস্ত পাতাবাহার গাছ। নুরুদ্দিনের বনদেবী সেই গাছের বর্ণালি পাতার সঙ্গে মিশে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে রইল।

'কী হয়েছে?'

'তিন নম্বর গ্রুপের দুজন মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট লোকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাতে যে ট্রায়াল সিগনাল হবার কথা ছিল, সেটা হয়নি।'

'বল কী?'

'মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের নির্দেশ পেয়ে প্রথম গ্রুপ যে সিগনাল দেবে, তাতে দ্বিতীয় গ্রুপ সাড়া না-ও দিতে পারে। কেননা তারা মনে করতে পারে যে সেটাই ট্রায়াল সিগনাল!'

'এখন উপায় কী?' নুরুদ্দিন কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রথম গ্রুপ আর তার সাপোর্টিং গ্রুপের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখছি। শুধু আখন্দ সাহেবের দিকটা আপনি সামলান। কখন কোন সংকেত পেলে কিভাবে কাজ শুরু করবে, সেটা তাদেরকে বোঝানো দরকার। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ফজলুল হক এ-ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। তাকেই আপনি মূল অ্যাকশনের দায়িত্ব দিন। অ্যাকশনের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব আমার।'

নুরুদ্দিন বাধা দিলেন। 'না, ও এখানে থাকবে। আমার বাসায় একটা কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ তো দরকার।'

'বাসায় অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যায় না?'

'না। তুমি বরং সুধীরকে বলো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পার্টি সেক্রেটারিয়েটে ওর কানেকশন ভাল।'

আলী দিনার বলল, 'মর্জিনা আপার সাহায্য নেয়া যায় না?'

'না। তুমি ভুলে যাচ্ছ, মেজর শফি আমাদের প্রতিপক্ষের লোক। আর মর্জিনার সঙ্গে তার অ্যাফেয়ার্স ছিল এককালে।'

'তাহলে ট্রায়াল সিগনালের আর দরকার নেই, পাটোয়ারী ভাই?'

'না। আমরা ডিরেক্ট অ্যাকশনে যাব। সবকিছু রেডি, আলী দিনার। সামান্য একটা ট্রায়ালের অভাবে যদি দশ বছরের রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে বলতে হবে, এসব আমাদের কপালে নেই।'

আলী দিনার হাসল। নুরুদ্দিন হঠাৎ উঠে ড্রইংরুমের দুই দরজার বাইরের দিকগুলো ভাল করে দেখে এলেন। নিশ্চিন্ত। কাউকে দেখেননি ধারেকাছে। পাতাবাহারের আড়ালে ডোনার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। ষড়যন্ত্রের বিষয়বস্তুর বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারছে না সে। অথচ অনুভব করতে পারছে, খুব বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আখন্দ সাহেব, তাঁর পার্টির লোকজন, অনেকেই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কী সেই ঘটনা? কী চান নুরুদ্দিন পাটোয়ারী?

নুরুদ্দিন পাটোয়ারী আলী দিনারের পাশের সোফায় বসে গলার স্বর আরও নামিয়ে বললেন, 'আর কোনও অসুবিধে বোধ করছ?'

আলী দিনার বলল, 'রহস্যজনক একজন লোক নাকি ঘোরাফেরা করছে। সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে সে, ছায়ার মত। ধরা যাচ্ছে না।'

'এ আবার কোন নতুন উপদ্রব? একটা ডেঞ্জারাস লোক চট্টগ্রামের গোপন আস্তানা পর্যন্ত ফলো করেছিল আমাদের। তুমি তাকে চেনো? সে রীতিমত ঝুঁকি নিয়ে...'

'চিনি,' আলী দিনার বাধা দিয়ে বলল, 'তাকে তো খরচা করে দেয়া হয়েছে।'

আলী দিনারের পিঠ চাপড়ালেন নুরুদ্দিন। 'সাবাশ, আলী দিনার! খবর রাখার ব্যাপারে তোমার কোন ল্যাপস্ নেই। বিশেষ করে আমার নিজস্ব ব্যাপারে তুমি একটু বেশি সজাগ।'

হাসল আলী দিনার। 'সত্যি বলছি, নুরুদ্দিন ভাই। আপনার কাজকর্ম খুব পাকা। ডান হাতকে দিয়ে যে কাজ করিয়ে নেন, বাম হাতও তা টের পায় না। সোহেলের ব্যাপারটা জানতে পেরেছি একটু অন্যভাবে। তাকে সাবাড় করার সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল আপনার, তখন সেন্ট্রাল হাইকম্যাণ্ড বগুড়ার মাফিয়া নেতা রাজেককে হাত করল। রাজেকের নৃশংসতা লোকের মুখে মুখে ফেরে, তা-তো জানেন। সোহেলকে পাকড়াও করে সে নিয়ে গেছে জয়দেবপুরে। প্রথমে অ্যাসিডে মুখ পুড়িয়ে বিকৃত করে ফেলে। তারপর দেড়শ' ফুট উঁচু টিলার ওপর থেকে ফেলে দেয়। তার কাপড়-চোপড় আর বুকপকেটে পাওয়া কাগজ-পত্র দেখে লাশ শনাক্ত করা হয়। খবরে ভুল আছে, নুরুদ্দিন ভাই?'

'না। একেবারে নিখুঁত।'

'আমি এখন উঠি, নুরুদ্দিন ভাই?'

'একটা কথা, আলী দিনার।'

'বলুন।'

'অস্ত্র, বোমা-টোমা কোথায় জমা করার ব্যবস্থা করছ?'

'আখন্দর নতুন বডিগার্ডদের গতিবিধি লক্ষ্য করে সুবিধামত জায়গা ঠিক করতে হবে। আপনার সিগন্যাল পাবার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেব। ভাল কথা, কখন সিগন্যাল দিচ্ছেন আপনি?'

'আগামী পরশু। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আমি তখন বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকব। আখন্দও থাকবেন আমাদের সঙ্গে। সিগন্যাল পেতে তোমাদের অসুবিধা হবে না। বিয়ের অনুষ্ঠানটা চমৎকার ক্যামোফ্লাজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারব আমরা। যদি

ব্যর্থও হই, সন্দেহের আওতায় অন্তত পড়ব না আমরা।'

আলী দিনার হাসল। 'জ্বি, ভাই। আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই। পার্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব আপনার মত লোকের হাতেই থাকা উচিত।'

নুরুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। 'আর বেশি ফুলিও না। এখন কাজের সময়। সবকিছু বারবার চেক কর। কাউন্টার চেকের ব্যবস্থা কর। কিছু গোলমাল এরই মধ্যে হয়েছে। কিন্তু আর যেন না হয়। আর নতুন উৎপাতের কথা বলছিলে—যদি দেখ, ঝুঁকি নিয়ে এগুনো সম্ভব নয়, ওটাকেও খরচা করে দাও। রাজেককেই ধরো আবার। কেমন?'

'স্লামালেকুম, নুরুদ্দিন ভাই।'

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম।'

ডোনার হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। কিভাবে বাগান এবং কম্পাউণ্ড পার হয়ে নিজের রুমে ফিরে আসার শক্তি সঞ্চয় করল, ভেবেই পেল না সে।

রুমে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ডোনা। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছু ভাবতে পারছে না সে। তার মনে হচ্ছে, চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রহস্যের ঘনঘটা।

রাজেক নামের এক মাফিয়া নেতার হাতে খুন হয়েছে সোহেল সুলেমান! তবে কি সে সোহেলের প্রেতাত্মার সান্নিধ্যে আর সাহায্য পেয়ে পতিতালয়ের বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করল? সোহেল সত্যিই নেই? তাহলে 'নতুন উপদ্রব' আবার কে?

ষড়যন্ত্রকারীদের একটি অংশ তাকে অপহরণ করেছিল। তারা চায় না, নুরুদ্দিনের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। কেন চায় না? কী চায় তারা? পতিতালয়ের নারী ব্যবসায়ী বুধু'র মায়ের সঙ্গে তাদের কিসের যোগাযোগ? নিঃসন্দেহে যোগাযোগটা নিছক নারীকেন্দ্রিক নয়, আরও কিছু। কিন্তু কী সেটা?

মেজর শফির কথা মর্জিনা বানু হয়ত ভুলে গেছেন। কিন্তু নুরুদ্দিন ভোলেননি, শফি তাঁর প্রতিপক্ষ। বিরোধটা এতই তীব্র আর স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র শফির প্রাক্তন প্রেমিকা হবার অপরাধে মর্জিনা বানু নুরুদ্দিনের বিশ্বাস হারিয়েছেন। তার মানে আজ দুটো কারণে শফির সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন ডোনার। মর্জিনা বানুর জীবনের জন্যে, আর চলমান ঘটনাবলীর রহস্য জানার জন্যে। কিন্তু কিভাবে যোগাযোগ করা যায়? মোমিন কোন পক্ষের লোক? তার কাছে কতটুকু বলা যাবে? আদৌ কিছু বলা যায় কি?

সোহেল সুলেমান যদি সত্যিই বেঁচে থাকে, যোগাযোগ করছে না কেন?

উঠে বসল ডোনা। সুটকেস থেকে কাগজ আর কলম বার করে একটা চিঠি লিখল, চারবার খসড়া করার পর।

> "জনাব,...আসসালামু আলাইকুম। খুব জরুরি প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাই। সত্বর যদি একবার সুযোগ দেন, খুবই উপকার হবে। সময় ও স্থানের উল্লেখ করে আপনার সম্মতির কথা জানালে প্রতীক্ষায় থাকব। ইতি আপনার বিশ্বস্ত...।"

চিঠিটা এনভেলাপে ভরে দবুকে ডেকে পাঠাল ডোনা।

'তুমি যাবে আমিনপুর এক্স আর্মি অফিসারর্স মেসে, রিটায়ার্ড মেজর শফিউল মাওলার কাছে। এই চিঠিটা তাকে দেবে। খবরদার, অন্য কেউ যেন না জানে।'

'জ্বি, আইচ্ছা।'

দবু চলে গেলে আবার বালিশে মাথা গুঁজল ডোনা। নৈরাশ্য ক্রমেই গ্রাস করছে তাকে। তার চারপাশে...ষড়যন্ত্র আর হৃদয়হীনতার শক্ত বেড়াজাল। চলমান ঘটনাবলীকে মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন। স্বপ্নে যেমন একটি ঘটনার সঙ্গে প্রায়ই অন্য ঘটনার সাযুজ্য থাকে না, ঠিক তেমনি অবাস্তব মনে হচ্ছে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহকে। এইসব ঘটনার ওপর ওর কোনও হাত নেই।

সবচেয়ে বড় কথা, সোহেল সুলেমানের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বুধু'র মায়ের হাত থেকে তাকে যে রক্ষা করল, সে কি তবে সোহেলের ছদ্মবেশে অন্য কেউ? প্রেতাত্মা? এজন্যেই সেদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে হ্যাপি ভিলায় আসবার সময় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও ডোনার নিবিড় আলিঙ্গনের ইচ্ছেকে এড়িয়ে গেছে সে! সত্যিই তবে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে সোহেল? গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ডোনার। এসব কী ঘটছে ওর জীবনকে ঘিরে?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা। অনুভব করল, কেউ একজন এসে ওর গ্রীবায় কোমল হাতের পরশ দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। আরও বেগে কান্না পেল। সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ফোমের গদি-আঁটা বিছানার ওপর।

মর্জিনা বানু বললেন, 'একটা সত্যি উত্তরটা দাও তো, এ বিয়েতে তোমার মত আছে?'

ডোনা অনেক্ষণ কোন উত্তর না দিয়ে কাঁদতে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মর্জিনা বানু বললেন, 'ঠিকই অনুমান করেছিলাম। ভালবেসেছ কাউকে?'

এবারও মুখে উত্তর না দিয়ে মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বলল ডোনা।

মর্জিনা বললেন, 'তাহলে আমার একটা কথা রাখ। পালাও শিগগির। নুরুদ্দিনকে বিয়ে করে শান্তি পাবে না তুমি। আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্বলেপুড়ে মরবে।'

'চাইলেই···পালানো যায়, মর্জিনা আপা?'

'নিশ্চয়ই, শুধু যদি ভালবাসার রাজপুত্তুরটি তার ঘোড়ায় তুলে নেয়। আমার সেই রাজপুত্তুর তো এল না আমাকে উদ্ধার করতে। এলে আমি কবেই পালাতাম! এদের দেখিয়ে দিতাম, ভালবাসার কাছে বংশমর্যাদা, বিত্ত, বিদ্যা, কিছুই না। তোমার ভালবাসার মানুষটা কোথায়? ডাক দিলে আসবে না?'

'জানি না, মর্জিনা আপা, তার ঠিকানা নেই আমার কাছে। বেঁচে আছে কিনা, তাও জানি না। আপনার কথা বলুন। আপনার ভালবাসার মানুষটিকে যদি পান, পালাবেন?'

মর্জিনা বানু হাসলেন। 'অসম্ভব ভাবনা ভেবে কী লাভ, ডোনা? ওতে শুধু দুঃখই বাড়ে। আমি কল্পনাবিলাসী নই। আমার কাছে আকাশের হাজার পাখির চেয়ে হাতের একটা পাখিই অনেক ভাল।'

ডোনা বলল, 'কল্পনার কথা বলছি না। সম্ভাবনার কথা বলছি। ধরুন, যদি তিনি আসেন, হাত বাড়িয়ে দেন, নতুন করে জীবন শুরু করবেন? নাকি, বলবেন, "কী দরকার? জীবন তো কেটেই যাচ্ছে"!'

মর্জিনা বানু আঁচলে চোখ মুছলেন। বললেন, 'না, ডোনা, আমার জীবন কাটছে না। আমি বাঁচতে চাই। পালাতে চাই। পালিয়ে বাঁচতে চাই।'

'আমিও বাঁচতে চাই। আমার রাজপুত্র কথা দিয়েছিল, আসবে। কিন্তু সে আসে না। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে বলির পাঁঠার মত খাঁড়ার নিচে যেতে হবে। আমার কী হবে, আপা?'

ডোনার হাত ধরে টানলেন মর্জিনা বানু। 'চল, আমার ঘরে শোবে। একা থাকাটা উচিত হবে না তোমার।'

রাত তিনটের দিকে হঠাৎ প্রচণ্ড গুলির শব্দে হ্যাপি ভিলা কেঁপে উঠল। পরপর চারটা গুলি হল। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। বাড়ির সবাই জেগে শোরগোল শুরু করেছে। রাস্তায়ও জড়ো হয়েছে অনেকে। কিন্তু আক্রমণকারীদের কোন হদিস পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এল। জান বা মালের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি শুনে বেশ নিশ্চিন্ত হল তারা।

নুরুদ্দিন আজ বাসায় নেই। সন্ধ্যায় বলে গেছেন, গ্রীনরোড ক্লাবে আজ সারারাতের

পার্টি। ফিরতে ভোর হয়ে যাবে।

মর্জিনা বানু আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ডোনা বাকি রাত জেগে কাটাল। আর কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। দূরের কোন বাসা থেকে শিশুর কান্না, দু-একটা রাতজাগা পাখি আর কুকুরের ডাক ছাড়া অন্য কোন শব্দ পাওয়া গেল না। তার মানে, এটি মূল ঘটনা নয়। মূল ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন ক্ষুদ্র ঘটনা।

মূল ঘটনা নিয়েও সন্দেহের সৃষ্টি হল। যে-ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে, সেটিও, মূল ঘটনা নয়। মূল সমস্যা অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। সেটা কোথায়, ডোনা ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের কলেজের ছাত্রনেতারা উত্তেজক ভাষণে যে সমস্যাগুলোর ইঙ্গিত দেন, হয়ত সেখানেও নয়। সমাজপতিরা টিভির পর্দায় যেসব জিনিসের উল্লেখ করেন, সমস্যা তার চেয়েও দূরে। তার শুধু মনে হল, এই যে একরাশ বস্তির মানবেতর জীবনের পাশাপাশি হ্যাপি ভিলার অতি ব্যয়বহুল জীবন, মানবশক্তির অকরুণ অপচয়, এগুলোকে কেন্দ্র করে কোন এক জায়গায় সমস্যা ভয়ানক গোল পাকিয়ে গেছে। সেখান থেকেই শাখা-প্রশাখার মত ঘটছে নিত্যনতুন ঘটনা; বিস্তৃত হচ্ছে নানা সমস্যা।

পরদিন সকালে গাড়িবারান্দায় হইচই শুনে ডোনা মর্জিনা বানুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক ভিখারিনীকে কেন্দ্র করে এই কোলাহল। দারোয়ান তাকে টেনে-হিঁচড়ে গেটের দিকে নিয়ে যেতে চায়। সে যাবে না। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'আমি পয়সা নেব। আমি পয়সা না নিয়ে যাব না।'

ধমক দিল গোঁফওয়ালা, দশাসই চেহারার নাইটগার্ড, 'তোমাকে তো বলা হইতেছে, পয়সা আমি দিতেছি। লিয়ে চলিয়া যাও। ভাগো!'

ভিখারিনীর এক সুর, 'তোমার পয়সা নেব না। রানীআম্মা দেবে, তবে নেব।' ডোনাকে দেখে দৌড়ে এল উন্মাদিনী। 'এই যে, আমার রানী আম্মা। দে, আম্মা, আট আনা পয়সা দে। রুটি খাব।'

নাইটগার্ড অনুনয় করল, 'ম্যাডাম, ব্যাজার হইবেন না। উও পাগলি আছে। হামার কুনো কথা শুনিবে না। দে দিজিয়ে আট আনা পয়সা। চলিয়া যাইবে।'

ডোনা দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে বালিশের তলা থেকে তার হাতব্যাগ বের করল। মাত্র আট আনা পয়সা চায় ভিখারিনী।

হাতব্যাগ যথাস্থানে রেখে বেরুনোর সময় থমকে দাঁড়াল সে। দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল বিছানার ওপর। মনে হল, ওর শিড়দাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত উঠে আসছে ওপর দিকে। বিছানায় চারটে গর্ত। এখনও বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। তাকে হত্যা করতে এসেছিল আততায়ী!

নিজের বুকে হাত দিয়ে পরখ করল ডোনা। সে বেঁচে আছে। এর পরও বেঁচে থাকাটা আনন্দের। মানুষ এটা সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারে যখন মৃত্যু তার খুব কাছ ঘেঁষে যায়। জীবন তো একবারই পায় সে।

কী করবে এখন ডোনা? সবাইকে ডেকে দেখাবে? নিজের সৌভাগ্য, বাড়তি জীবনের আনন্দের কথা প্রচার করবে? না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নির্দেশ দিল তাকে, ব্যাপারটা গোপন করে যেতে হবে। জানাজানি হতে দেওয়া চলবে না।

আপাতত ভিখারিনী বিদায় করা তার সবচেয়ে জরুরি কাজ।

দ্রুতহাতে শক্ত বেডকভারে বিছানাটা ঢাকল সে। তারপর খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

'অনেক মেহেরবানি তোমার, রানীমা। তোমার একশ' বছর আয়ু দেবেন আল্লা। রত্নগর্ভা করবেন।'

ডান হাতে পয়সা নিয়ে বামহাতে মাথায় হাত বোলাতে লাগল ভিখারিনী। ডোনার শরীরে আবার কাঁটা দিল। এ তো ভিখারিনী নয়! পাগলিনীও নয়। কয়েক ভাঁজে ভাঁজ

করা একটা চিরকুট সন্তর্পণে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সে চুলের মধ্যে। কার দূতী সে? কে পাঠাল তাকে?

নিজের রুমে ফিরে বাথরুমে ঢুকল ডোনা। খোঁপার আড়াল থেকে বার করল চিরকুটটা। লেখা আছেঃ

"...আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মতি জানাই। আজ সন্ধে সাড়ে সাতটায় টিপুসুলতান রোডে 'ঢাকা মেইল' পত্রিকা অফিসের ভিজিটরস রুমে আসুন। আমার জামার পকেটে লেখা থাকবেঃ নো উওম্যান নো ক্রাই। আপনার সংকেত হবে—'এখানে ইংরেজি অ্যাড ছাপে কি না বলতে পারেন?' আপনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতি...।"

তিনবার পড়ল ডোনা। তারপর ছিঁড়ে কুচিকুচি করে কমোডে ফেলল। ফ্লাশ টানল।

নয়

দবু'র মা আর দবু- দুজনের হাতেই বড় বড় শপিং ব্যাগ। একবার সেগুলো ভর্তি হবার পর গাড়িতে আনলোড করে এসেছে তারা। আবার ভর্তি হবার দশা। অর্ডার দেওয়া আরও কিছু জিনিস দোকানির দায়িত্বে হ্যাপি ভিলায় পৌঁছে যাবে।

অনেক খুঁজে ডোনার জন্য এক ডজন নেইলপলিশ আর লিপস্টিক কিনেছেন মর্জিনা বানু—বেশির ভাগই ইংল্যাণ্ডের পণ্ডস্ কোম্পানির। বিশ জোড়া জুতো দরকার। ষোল জোড়া কেনা হয়েছে। বাজারের কোন জুতোই আর পছন্দ হচ্ছে না মর্জিনার, ফলে কেনাও হচ্ছে না।

বায়তুল মোকাররমের দোতলায় সোনার দোকানে ঢুকে ডোনার মাথা খারাপ হবার অবস্থা। তার জন্যে অর্ডার দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ ভরি ওজনের সোনার মুকুটের; সেটা এখনও রেডি হয়নি। কাল সকাল নাগাদ পাওয়া যাবে। সোনার সাতনরী হার, ডায়মণ্ডের একসেট আর মুক্তোর এক সেট গহনার ডেলিভারি নেওয়া হল। খুব সামান্য কয়েকটা খুঁত ছিল, যা মর্জিনা বানুর চোখ এড়াল না। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন দোকানি।

একটার পর একটা জিনিস কিনে স্তূপ করা হচ্ছে গাড়িতে। ডোনার হাসি পাচ্ছে কেবল। নুরুদ্দিনের টাকাগুলো স্রেফ জলে যাচ্ছে। ডোনা এসবের কিছুই নেবে না। সোহেল যদি সময়মত না-ও আসে, নিজের ব্যবস্থা ডোনা নিজেই করে নেবে। বড় জোর মোমিনের সাহায্য চাইতে পারে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ডোনা। সোয়া সাতটা বাজে। আলোয় ঝলমল করছে জিপিও-বায়তুল মোকাররম এলাকা। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে টিমটিমে আলোয় মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে গুলিস্তান আর নবাবপুর।

ডোনা মর্জিনা বানুর বাহুতে খোঁচা দিল। 'মর্জিনা আপা, সময় হয়ে গেছে। এবার আমাকে ছুটি দিন আধ ঘন্টার জন্যে।'

'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি তো সাড়ে সাতটার সময় কোথায় যেন যাবে। রোমান্টিক ব্যাপার-স্যাপার। তোমার লক্ষণ খারাপ, মেয়ে। সমঝে চল, নুরুদ্দিন টের পেলে দু-টুকরো করে কেটে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।'

'ফিরে এসে আপনার কাছে রিপোর্ট করব, মর্জিনা আপা। সব বুঝিয়ে বলব। রাগ করার সুযোগই পাবেন না। এখন অনুমতি দিন,' অনুনয় করে বলল ডোনা।

'একশ শাড়ি কেনা বাকি রইল যে!'

'একশ শাড়ি?' হেসে ফেলল ডোনা, 'ওগুলো আপনারই কাজে লাগবে। চলুন, নিউমার্কেটের দিকে রওয়ানা হই। আমাকে টিপুসুলতান রোডে নামিয়ে দিয়ে আপনি নিউমার্কেটের "শাড়িশহরে" অপেক্ষা করবেন। আমি একটা বেবি ট্যাকসিতে ফিরে আসব।'

'একা?' আঁতকে উঠলেন মর্জিনা।

'না, না, সঙ্গে একজন পুরুষ লোক থাকবে।'

'ঢাকা মেইল' পত্রিকার ভিজিটরস রুমটা ছোট। কয়েকটা চেয়ার, একটা টেবিল, টেবিলে ছাইদানী আর দেয়ালে এক ক্ষণজন্মা দার্শনিকের ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনজন ভিজিটর বসে আছেন। প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলিয়ে একটা চেয়ারে বসল ডোনা। সবচেয়ে বামদিকে বসা দীর্ঘ, পেটা শরীরের ভদ্রলোক মেজর শফিউল মাওলা, সেটা তার পকেটের স্টিকার না পড়েও নির্ভুলভাবে অনুমান করা যায়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর উদাসীন চোখে ডোনার দিকে তাকালেন।

ডোনা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না, এখানে কি ইংরেজি অ্যাড ছাপা হয়?'

শফিউল মাওলা বললেন, 'সাধারণত হয় না, তবে বিশেষ কোন ব্যবস্থা আছে কি-না, চীফ কমার্শ্যল্ ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিতে পারেন।'

'তিনি কোথায় বসেন?'

মাঝখানের প্রৌঢ় ভিজিটর উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তেতলার শেষ রুমে।'

শফিউল মাওলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'সো কাইণ্ড অভ ইউ,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে তাকে অনুসরণ করল ডোনা।

রাস্তায় নেমে শফিউল মাওলা বললেন, 'আপনি ডোনা?'

'জ্বি, হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই শৌখিন গোয়েন্দা শফিউল মাওলা?'

'দ্যাটস মাই নেম। ইউ রোট টু মি।'

'খুব খশি হয়েছি, আপনি আমার অনুরোধ রেখেছেন। ভেবেছিলাম, পাত্তাই দেবেন না।'

'একজন ভদ্রমহিলার সামান্য অনুরোধ যে রাখে না, তাকে ভদ্রলোক বলা যায় না।'

লারমিনি স্ট্রিটের একটা কফি পারলারে ঢুকে কোণের দিকের একটা টেবিল বেছে নিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর। ডোনার মুখোমুখি বসে বললেন, 'এবার বলুন, আপনার জরুরি এবং গোপনীয় বিষয়টি কী?'

'মর্জিনা বানুকে চেনেন আপনি?'

'মর্জিনা বানু!' আধমিনিট ডোনার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে স্পষ্ট ভাষায় নামটা উচ্চারণ করলেন শফিউল মাওলা। 'চিনি। দেশের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বোন মর্জিনা বানুর কথা বলছেন তো? কিন্তু তার সোর্সে আপনাকে বোধহয় কোন সাহায্য করতে পারব না, আগেই বলে রাখছি।'

বাধা দিয়ে ডোনা বলল, 'না, না, ব্যক্তিগত কোন সাহায্য চাই না আমি।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে শফি বললেন, 'তা হলে?'

ইতস্তত করে বলল ডোনা, 'মর্জিনা বানু এবং আপনার ব্যাপারেই আমি আলাপ করতে চেয়েছিলাম। যদিও এটা একান্তভাবেই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবু...'

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শফিউল মাওলা। 'দুঃখিত, মিস ডোনা, এ

ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না আমি। গত দশ বছর অনেক কষ্ট করেছি। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে জীবনের ঐ অধ্যায়টা ভুলে গেছি আমি। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবেন না, প্লীজ! এই তো বেশ ভালই আছি।'

ডোনা দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার কথা শেষ হবার আগে আপনি উঠতে পারেন না। আমার আরও কিছু বলার আছে।'

'বলুন।' চোখমুখ সঙ্কুচিত করে বসলেন শফিউল মাওলা।

'দুর্দান্ত অভিমান হয়ত আপনাকে অন্ধ করে রেখেছে, যে জন্যে আপনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি নন। কিন্তু বুঝতেই তো পারছি, মর্জিনা বানুকে আপনি ভুলতে পারেননি। তাকে ভোলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আপনি ইচ্ছে করলেই সবকিছু শেষ করে দিতে পারেন না।'

মৃদু হাসি শফির ঠোঁটে দুলে উঠে মিলিয়ে গেল। 'স্বীকার করছি, আপনি খুব ভাল উকিল। খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আগেই তো বলেছি, কাজ হবে না।'

'মেজর শফি,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ডোনা। 'কাজ হওয়া না-হওয়াটা পরের ব্যাপার। কিন্তু আমার কাজটুকু আমাকে শেষ করতে দিন।'

'মর্জিনা আপনাকে এইসব কথা বলার জন্যে নিয়োগ করেছে?'

'আপনি একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে শিষ্টাচার করছেন না কিন্তু!'

হাল ছেড়ে শফি বললেন, 'আপনার কথা শেষ করুন।'

'দেখুন, প্রতিদিন তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছেন মর্জিনা আপা শুধু আপনার জন্যে। আপনারা একে অপরকে ভালবাসতেন। নুরুদ্দিন সাহেবের গোঁয়ার্তুমির জন্যে তাঁর অন্যত্র বিয়ে হয় ঠিকই, কিন্তু সেই দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও শান্তি পাননি তিনি। অসহায়ের মত মেনে নিয়েছেন জীবনের এই পরিণতিকে। কোন সাধ পূরণ হয়নি তার। অথচ জীবন তো মানুষ মাত্র একবারই পায়! আর আপনি? অভিমান নিয়ে সেই যে চলে গেলেন, আর একদিনও খবর নেননি, মর্জিনা বানু কেমন আছেন, কী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন!'

শফিউল মাওলা তিক্ত হাসি হাসলেন। 'অন্যের স্ত্রী কী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, সেটা জানার আগ্রহ থাকা তো উচিত নয় আমার! আর তিনি তো ভালই আছেন! দারিদ্র, অর্থকষ্ট তাঁকে স্পর্শ করেনি। অনিশ্চয়তা নেই তাঁর জীবনে। সাধ, আহ্লাদে সবই তো পূরণ হবার কথা। কারণ, এসবের জন্যে শুধু একটা জিনিসই চাই টাকা। টাকার পাহাড়ের সঙ্গেই তো বিয়ে দিয়েছিল তার ভাই।'

'মেয়েরা প্রিয়তম পুরুষটির হাত ধরে সারা-জীবন অভাব, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। হয়ত অসচ্ছলতার জন্যে তার দুঃখ থাকে, হয়ত স্বামী-সন্তানের সঙ্গে ক্ষণিকের মনোমালিন্য ঘটে, কিন্তু তার জীবনটা বৃথা হয়ে যায় না। মর্জিনা আপার জীবন···বিশ্বাস করুন, বৃথা হয়ে গেছে। আপনাকে ভোলার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তার। বাকি দিনগুলো আপনার স্মৃতি আগলে ধরে কষ্ট পেতে চান তিনি।'

শফি হাসলেন। 'খুব শক্ত উকিল আপনি। এমনভাবে ওকালতি করছেন, যেন ওর হৃদয়ের সবকিছু আপনি দেখতে পান। কিন্তু ওই মহিলার সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা আপনার থাকার কথা নয়। অর্থাৎ, ধরে নিতে পারি, কথাগুলো ওকালতির জন্যে খুব চোখা হলেও "সত্য" খুব বেশি নেই এর মধ্যে, তাই না?'

ডোনার মুখ লাল হল। 'দেখুন, আপনি সরাসরি আমাকে অপমান করছেন। শুধু আপনার বা আপনার প্রেমিকার হৃদয়ের কথাই নয়, এমন আরও অনেক কথা আমি জানি, যা বললে আপনি নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন, আমার কথা কতখানি সত্যি।'

শফি মজা পেলেন ওর কথায়। কৌতুকের সুরে বললেন, 'যেমন ?'

ডোনা বলল, 'যেমন আপনারা, অর্থাৎ আপনাদের বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থা খুব

দুর্ভাবনায় আছেন একটি রাজনৈতিক দলের গোপন ব্যাপার নিয়ে। জোর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে দলটির ভিতরে, তাই না? পলিটিক্যাল টাউট নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বশংবদ একদল নেতা-কর্মী পানি ঘোলা করার চেষ্টা করছে, তাই না? দলনেতাকে জানিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না, কেননা, নুরুদ্দিন পাটোয়ারী তাঁর অতি ঘনিষ্ঠজন। বন্ধু মানুষ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শফিউল মাওলা ডোনার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অবশেষে সামনে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'মাই গড! আপনি দেখছি সত্যিই খবর রাখেন! আলী দিনারকেও চেনেন নিশ্চয়ই!'

'চিনব না কেন? নুরুদ্দিনের আশীর্বাদপুষ্ট এই টাউট নুরুদ্দিনের চেয়েও ডেঞ্জারাস। সে চেষ্টায় আছে, ওস্তাদকে কুপোকাত করে দিয়ে সে নিজেই নেতৃত্বে উঠে আসবে। উপদলের মধ্যে সে আবার ছোট গ্রুপ তৈরি করেছে।'

অবসরপ্রাপ্ত মেজরের মুখ দৃশ্যত হাঁ হয়ে গেছে।

'ইয়েস, ট্রু। ভেরি ট্রু।'

'আপনার জানা আছে কিনা, বলতে পারি না, কিন্তু আমার কাছে পাকা খবর আছে। আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এই দলের কোন কোন নেতাকে বেহেশতে ডিনারের জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।'

শফি এবার প্রচণ্ড ঘা খেয়েছেন। উত্তেজনায় রীতিমত ঘামতে শুরু করেছেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, এরকম একটা কথা শুনেছি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে। আচ্ছা, বলুন তো...'

তাঁকে বাধা দিয়ে ডোনা বলল, 'আপনার লোভ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, মেজর। কিছু পেতে হলে কিছু দিতেও হয়।'

মেজর বললেন, 'সেটা তো ব্ল্যাকমেইলিং হল।'

'বাধ্য হয়েই আমি আপনার সঙ্গে ব্ল্যাকমেইলিং করছি। মর্জিনা বানু আপনার জন্যে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, বলেছেন খুবই মানসিক কষ্ট আর নির্যাতনের মধ্যে তাঁর দিন কাটছে। আজকে, এখনই একবার দেখা করুন তাঁর সঙ্গে। আমার বিশ্বাস, আপনার ভুল ভাঙবে।'

শফিউল মাওলা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'মিস ডোনা, ছেলেমানুষি করছেন আপনি। আপনি জানেন না আপনার তথ্যগুলোর সঙ্গে কতগুলো মূল্যবান লোকের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।'

'মর্জিনা আপার সঙ্গে দেখা করার আগে আর একটি কথাও পাচ্ছেন না আমার কাছ থেকে।'

অসহায়ের মত হাত ঝাঁকালেন শফি। 'আমার বা মর্জিনার জীবন-সুখ-শান্তির কথা ছাড়ুন। আপাতত শুধু আপনার শান্তির জন্যে আমি যেতে পারি। যদিও, এই দুঃসময়ে সেটা কেবল সময়ের অপচয়ই হবে।'

'তবু, অনুরোধ করছি, মেজর...'

'অনুরোধ নয় আপনি চাপ দিয়ে হুকুম করছেন আসলে। বেশ। কোথায় তিনি? নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বাড়িতে আমি কোনকিছুর বিনিময়েই যাচ্ছি না অবশ্য।'

'হ্যাপি ভিলায় যেতে বলছি না আপনাকে। মর্জিনা আপা নিউমার্কেটের একটা দোকানে অপেক্ষা করছেন। তিনি কিছুই জানেন না, কার সঙ্গে কী কাজে সময় কাটাচ্ছি আমি। হয়ত এতক্ষণে রেগে আগুন হয়ে গেছেন। চলুন, প্লীজ !'

কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে ট্যাকসি নিলেন শফি। সারা পথ নীরবে কাটল। দু-নম্বর গেটের কাছে ট্যাকসি থেকে নেমে ডোনাকে অনুসরণ করলেন তিনি।

'শাড়ি-শহরের' ওপর তলায় 'চন্দ্রিমা স্ন্যাক বার'। সেখানে নিভৃত একটি কক্ষে শফিকে বসিয়ে রেখে দ্রুত নিচে নেমে এল ডোনা।

মর্জিনা বানু অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, 'ডোনা, তুমি দেখছি আমাকে অপদস্থ না করে

ছাড়বে না। আধঘন্টার জায়গায়…'

ডোনা শূন্যস্থান পূরণ করল। 'এক ঘন্টা লেগেছে। আরও এক ঘন্টা দেরি হবে আজ, মর্জিনা আপা। উপায় নেই। একটু ওপরে যেতে হচ্ছে আপনাকে। চলুন।'

'একগাদা শাড়ি কিনেছি। দবু আর তার মা গাড়িতে অপেক্ষা করছে।'

'করুক। আপনি চলুন। ভাবতেও পারবেন না, এই ঘরের ঠিক ওপরতলায় কি সাংঘাতিক বিস্ময় অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।'

'বিস্ময়! আমার!' মর্জিনা বানু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি তোমার প্রেমিককে ধরে এনেছ।'

চন্দ্রিমা স্নাক বারের ছয় নাম্বার কেবিনের পর্দা তুলে প্রথমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মর্জিনা বানু। স্বপ্ন দেখছেন তিনি? ঘোর কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। পাঁচ নম্বর কেবিনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ডোনা। দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে পুনর্মিলিত প্রেমিক-প্রেমিকার নিঃশ্বাস আর পাঁজর-নিঙড়ানো শব্দগুলো তার অন্তর ছুঁয়ে যেতে থাকল। সোহেলের কথা মনে পড়ল তার। কোথায় সে? কী করছে? ভাবছে তার কথা? হঠাৎ বুক ঠেলে কান্না পেল ওর।

বাসায় ফিরে নিজের রুমে ঢুকে ডোনাকে জড়িয়ে ধরলেন মর্জিনা বানু।

'অ্যাই, দুষ্টু মেয়ে, এ কী করলে তুমি? এতসব আয়োজন…কীভাবে করলে? ঢাকা শহরের কিছুই নাকি চেনো না! এখন আর আমি কিভাবে তোমার অভিভাবিকা হব, বলো? তুমিই তো আমার অভিভাবিকা হয়ে গেছ।'

আরক্তমুখে ডোনা বলল, 'প্রায় কিছুই আমি করিনি, মর্জিনা আপা। সব কেবল ঘটনার পর ঘটনা জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে।'

'কিছুই জানতাম না ডোনা। জানতাম না, এই বুকের মধ্যে এখনও এত ভালবাসা ছিল, এত স্বপ্ন, এত সাধ লুকিয়ে ছিল। দশ বছরের দুঃসহ জীবন আমার কিছুই কেড়ে নিতে পারেনি, আজ টের পেলাম। তোমার জন্যেই সব হল। তোমার ঋণ এখন কী দিয়ে শুধব, বল তো?'

মর্জিনা বানুর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু ঝড়ে পড়ল। ডোনা তার চোখ মুছিয়ে দিতে গেলে বাধা দিলেন মর্জিনা বানু।

'ডোনা, কাঁদতে দাও আমাকে। ও কথা দিয়েছে, কাল সন্ধ্যায় আসবে। নিয়ে যাবে আমাকে। চোখের পানিতে আমার দশটা বছরের সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে যাবে। নতুন জীবন শুরু হবে কাল থেকে।'

আঁতকে উঠল ডোনা। 'কাল চলে যাবেন আপনি? আমার কী হবে?'

'তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। শফিকে বলেছি তোমার সব কথা। শুনে ওর মাথা খারাপ হবার জোগাড়। বলল, এতই সহজ নাকি? নুরুদ্দিন যা চাইবে, তা-ই পেতে থাকবে চিরদিন, আর অন্যেরা নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে যাবে? তোমার বিয়ে দেব আমি। তোমার মনের মানুষটির সঙ্গে।'

ডোনার চোখ বুজে এল। নির্ভরতার শান্তি। আশ্রয়ের স্বস্তি। সে আর একা নয়।

রাত সাড়ে এগারোটায় দরজায় টোকা পড়ল। বাইরে নুরুদ্দিনের ভারী কণ্ঠস্বর। 'দরজা খোলো, মর্জিনা, কথা আছে।'

ডোনা উঠে দরজা খুলল। নুরুদ্দিন হেসে বললেন, 'মন তৈরি করেছ তো, বনদেবী? সময় প্রায় এসে গেছে।'

বিড়বিড় করে ডোনা বলল, 'তৈরি জনাব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'গ্র্যাণ্ড! চমৎকার!'

মর্জিনা বানু বিরক্তিভরে তাকালেন তাঁর দিকে। 'এত রাতে কী চাও, ভাইজান ?'

'জানতে এলাম, তোমাদের প্রস্তুতি কতদূর। বিশেষ কিছু বাকি আছে কি না।'

'আমাদের সব রেডি। শুধু বিয়ের শাড়িটা এখনও হাতে পাইনি। কাল সকালে ডেলিভারি দিতে আসবে। ব্রোকেড কাতানের দামি শাড়ি। তিরিশ হাজার টাকা দাম পড়ল।'

'তিরিশ হাজার!' আঁতকে উঠলেন নুরুদ্দিন।

'হ্যাঁ, তোমার এক রাতের পার্টির খরচ। বেশি কিছুই না।'

'কম-বেশির কথা হচ্ছে না। আমি বলছি, বাংলাদেশে তিরিশ হাজার টাকার শাড়ি তৈরি হয়?'

'তিরিশ হাজার কেন? সেদিন টিভিতে দেখাল, এক কারিগর পঞ্চান্ন হাজার টাকায় তার শাড়ি বিক্রি করেছে।'

গর্বিত হাসিতে হাজার মুখ ভরিয়ে ডোনার দিকে তাকালেন নুরুদ্দিন, বাংলাদেশের সবচেয়ে দামি শাড়ি পরবে আমার স্ত্রী। খোঁজ নাও, কোথায় পাওয়া যাবে সেই পঞ্চান্ন হাজার টাকার শাড়ি।'

'অনুষ্ঠানটা কোথায় হচ্ছে?' মর্জিনা জানতে চাইলেন।

'প্রথমে ঠিক করেছিলাম, শেরাটন হোটেলে আয়োজন করব। পরে আখন্দ সাহেবের একান্ত ইচ্ছেয় মত পাল্টাতে হল। তাঁর স্পেশাল গেস্টরুমে হবে অনুষ্ঠান। লোকজন এরই মধ্যে কাজে লেগে গেছে। আমরা সবাই বিকেল পাঁচটায় রওয়ানা হব।'

নুরুদ্দিন বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে হাসিতে ফেটে পড়ল ডোনা আর মর্জিনা বানু।

'খুব ভাল। কাল বিকেল পর্যন্ত নুরুদ্দিনের মর্জিমাফিক চলুক।'

ম্লানমুখে ডোনা বলল, 'কিন্তু ওর যে কোন খবরই পেলাম না!'

মর্জিনা বানু বললেন, 'সকালের মধ্যেই পাবে। সোহেল খুব ব্যস্ত আছে। কালই যোগাযোগ করবে সে। তারপর আর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই।'

ডোনা মর্জিনা বানুর বাহুতে মুখ রাখল। 'তাই যেন হয়, মর্জিনা আপা।'

দশ

ফয়েজ আহমদ আখন্দের বাসভবনের গ্রাউণ্ড ফ্লোর আজ উৎসবমুখর। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও রাজনৈতিক সহচর নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিয়ে। লেডিজ ক্লাব মাতোয়ারা করে ধুমধামের বিয়ে নয়। দলে সংকট চলছে। দলনেতা খুবই ব্যস্ত। তবু বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারেনি। তাঁর প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির নিচতলায় অফিস-সংলগ্ন গেস্টরুম আর কনফারেন্স রুম খালি করা হয়েছে। এখানে স্বল্পসংখ্যক বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতিতে বিয়ে হবে নুরুদ্দিনের। খুবই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সাতটায় বর-কনে পৌঁছে যাবে। কনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে থাকবেন নুরুদ্দিনের বিধবা বোন মর্জিনা বানু। একই সময়ে এসে পৌঁছবেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কাজী হারুন-অর রশিদ। কন্যা সম্প্রদান করবেন স্বয়ং ফয়েজ আহমদ আখন্দ।

নুরুদ্দিন সকালবেলা একবার এসে ঘুরে গিয়েছেন এখানে। অনুষ্ঠান যত সংক্ষিপ্ত হোক, তার আয়োজনে কম ঝক্কি নেই। সব কিছু ঠিকঠাক দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। বেরুনোর সময় দেখা হয়ে গেল আলী দিনারের সঙ্গে।

'কী ব্যাপার?'

'আখন্দ সাহেব দেখা করতে বলেছিলেন, নুরুদ্দিন ভাই। গাজীপুরে গ্লাস ফ্যাকটরির

শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করতে যাবার কথা ছিল তাঁর।'

নুরুদ্দিনকে চিন্তিত মনে হল। 'গাজীপুরের প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে। ফজলুল হক তোমাকে খবর দেয়নি?'

ওয়েটিং রুমে ফিরে এসে সোফায় বসলেন নুরুদ্দিন। তাঁর পাশের সোফায় বসে আলী দিনার বলল, 'ফজলুল হকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, নুরুদ্দিন ভাই। আখন্দ সাহেব তা হলে কোথায়?'

'জানি না। ঘন্টাখানেক আগে বেরিয়েছেন। কোথায় গেছেন, তাঁর সেক্রেটারিও জানে না। কিংবা জানলেও বলছে না। এত জানপ্রাণ দিয়ে খেটেও সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। ব্যাপারগুলো কেমন গোলমেলে লাগছে, আলী দিনার।'

আলী দিনার শ্রাগ করল। 'আপনাকে, নুরুদ্দিন ভাই, তখনই বলেছিলাম, আখন্দ সাহেবের বাড়িতে বিয়ে-অনুষ্ঠানের ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না। তেমন বিপজ্জনক অবস্থা দেখলে সোজা পিঠটান দিতে হবে আমাদের। জায়গাও ঠিক করা আছে। কিন্তু এখানে অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকলে আটকা পড়ে যাব আমরা। ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন?'

রথম্যানস্-এর প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। বললেন, 'খুব ভাল করেই ভেবেছি। পালাতেই যদি হয়, তোমরা পালাবে। আমি পালাব না। সবাই পালিয়ে গেলে পরিস্থিতির ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলব আমরা। যদি গ্রেফতারও হই, প্রমাণ করতে চাই, আমি এসব ব্যাপারের সাথে জড়িত ছিলাম না। রূপসী ভার্যার সঙ্গকামনায় অধীর ছিলাম। নেতার মনেও কোন সন্দেহ ঢুকতে দিতে চাই না। তাই তার বাড়িটাকেই অনুষ্ঠানের জন্যে বেছে নিয়েছি। তিনি তো শুধু বন্ধু নন, অভিভাবকের মতও বটে। এতে আমাদের অ্যালিবাই জোরদার হচ্ছে।

আলী দিনার চুপ করে গেল। আশেপাশে সতর্ক চোখ বুলিয়ে গলা আরও নামিয়ে নুরুদ্দিন বললেন, 'তোমার দিকের সবকিছু ও. কে.?'

'পারফেক্টলি অলরাইট, নুরুদ্দিন ভাই। কোন চিন্তা করবেন না। যথাসময়ে শায়েস্তা খান স্ট্রিটের পোস্টঅফিস থেকে অ্যাকশন গ্রুপ রওয়ানা হবে। গ্রীনরোড ক্লাবের সামনে দুটো এক্সট্রা ট্রুপ থাকবে। তাদেরকে আর্মস্ সরবরাহ করে চার নাম্বার গ্রুপ চলে যাবে বেস-এ। এই বাড়ির পেছনে বাড়তি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের একটা সেকশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এক নাম্বার অপারেশনের।'

'হ্যাঁ, ওটাই জানতে চাইছি। বাকিগুলো নিয়ে তো সবসময় আলোচনা হচ্ছে। আমার জানাও আছে। এক নম্বর অপারেশনে সামান্য পরিবর্তন করতে হয়েছিল তোমাদের। চূড়ান্তভাবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে?'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আলী দিনার বলল, 'ব্যাপার খুব সহজ। আগামী ইলেকশনে আমাদের পার্টি পাওয়ারে যাচ্ছে, এতে যেমন কোন ভুল নেই, তেমনি আততায়ীর গুলিতে দলনেতা ফয়েজ আহমদ আখন্দের মৃত্যুর পর জনাব নুরুদ্দিন পাটোয়ারীই হবেন দলনেতা, এ-ও তেমনি নির্ভুল সত্য। অর্থাৎ, দল ও রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্ব পেলে পাটোয়ারী হবেন প্রধানমন্ত্রী।'

নুরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন, 'সে-তো পরের কথা। বর্তমান অ্যাকশনের পরিকল্পনার কোন ভুল থাকছে কিনা খুঁটিয়ে দেখেছ?'

'না, পাটোয়ারী ভাই,' ব্যস্ত হয়ে বলল আলী দিনার। 'নির্বাচনে আমাদের প্রতিপক্ষ আখন্দ সাহেবের বিরুদ্ধে জোর প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর দাবি করে হুমকিও দিচ্ছে। ফলে আমাদের এক নম্বর অ্যাকশন গ্রুপ সোজা বিয়ের মজলিসে ঢুকে পলকের মধ্যে কাজ সেরে যখন প্রতিপক্ষ দলের নামে জিন্দাবাদ দিতে দিতে চলে যাবে, তখন সবাই জানবে, এটা ঐ প্রতিপক্ষেরই কাজ। লাভ হচ্ছে দু-দিক থেকে। জনগণ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে আপনার লাইন

ক্লিয়ার। আর যদি অপারেশন ব্যর্থ হয়, তবু ক্ষতি নেই। গ্রুপের লোকজন কেউ আমাদের রাজনৈতিক কর্মী নয়। ধরা পড়ে তারা যদি আমাদের নাম বলে, আমরা ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে বলব, 'প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের নাম ভাঙাচ্ছে।'

নুরুদ্দিন আলী দিনারের পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'সাবাশ, আলী দিনার!'

বিগলিত মুখে দিনার বলল, 'ক্ষমতায় গেলে আমার কথাটা মনে রাখবেন, ভাই।'

শার্টের আড়ালে গুঁজে রাখা রিভলভার বের করে টেবিলে রাখল সোহেল সুলেমান। শফিউল মাওলা চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

'আ গ্রেট জব ডান,' বললেন শফি। 'নুরুদ্দিন পাটোয়ারী আসলে এত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, আমরা কখনও ধারণা করিনি।'

'এখনও খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, স্যার। পাটোয়ারীকে বিশ্বাস নেই। তাকে ধরে না ফেলা পর্যন্ত বলা যায় না, তার ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর বিস্তৃত।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন শফিউল মাওলা। 'আমি জানতাম, এই জটিল অ্যাসাইনমেন্ট তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুবিধা করতে পারবে না।'

সোহেল বলল, 'পাটোয়ারী ষড়যন্ত্রের এই অংশটুকু ধরতে পারতাম না, যদি না ঘটনাক্রমে মোমিন সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় হত।'

'দ্যাটস্ রাইট,' অবসরপ্রাপ্ত মেজর শফিউল মাওলার মুখ সহসা আলোকিত হয়ে উঠল, 'ব্যক্তিগত জীবনেও এই ঘটনা আমার জন্যে কতখানি, তোমাকে বোঝাতে পারছি না, সোহেল। এই কৃতিত্বের মূলে অবশ্য তোমার বুদ্ধিমতী প্রেমিকাটি। আমি তার কাছে ঋণী রইলাম।'

মৃদু হেসে সোহেল বলল, 'এবার নেতৃত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি দিন, স্যার। একটা ব্যক্তিগত জরুরি কাজ শেষ করতে হবে আমাকে।'

শফি বিস্মিত চোখে তাকালেন।

সোহেল বলল, 'পাটোয়ারীর বাড়ি ফাঁকা। ডোনাকে নিয়ে তারা কোথায় গেছে, জানা যাচ্ছে না।'

'সে কী! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ?'

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল সোহেল। 'কী করব, স্যার? মেসেজ আসছে না। আমাকে মেজর মোমিনের মেসেজ না পাওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে।'

শফি ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে ছ'টা। সোয়া ছ'টার মধ্যে মোমিনের মেসেজ পাঠানোর কথা। হয়ত মেসেঞ্জার পাচ্ছেন না।

বাইরে রিকসা এসে থামল। রিকসা থেকে মর্জিনা বানুকে নামতে দেখে শফি উৎফুল্ল হলেন, কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ল সোহেল। মেসেঞ্জার কোথায়? তবে কি নুরুদ্দিনের দলই শেষ পর্যন্ত ট্রাম করল এ খেলায়?

কিন্তু একটা স্ট্যাপল্ করা এনভেলাপ যখন সোহেলের দিকে এগিয়ে দিলেন মর্জিনা বানু, সোহেল দুই হাত তুলে 'হুররে' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

'আপনি! আপনি কিভাবে মেজর মোমিনের মেসেঞ্জার হলেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'মেজর মোমিনের কাছে আমার অনেক ঋণ, সোহেল সাহেব। ও সাহায্য না করলে শফিকে খুঁজে পেতাম না আমি। আজ মেজর মোমিন আমার সাহায্য চেয়েছেন। জীবন দিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আমি।'

মেসেজে স্পষ্ট করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন মোমিন। তিনি কন্ট্রোল রুমে বসে

সমস্ত ঘটনার ওপর দৃষ্টি রাখছেন।

মেসেজে মোমিন বলেছেন, 'সোহেল সুলেমান যে "চেন অভ কনস্পিরেসি" আনরুট করেছেন, তার সূত্র ধরে নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর অন্যতম চেলা ফজলুল হককে পাকড়াও করা হয়েছে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সমস্ত ট্রাবলড্ এরিয়াগুলোতে ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে আমাদের লোকজনকে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে আকশনগুলো সফল করতে ব্যর্থ হয়েছে নুরুদ্দিনের লোকজন। তবে দুঃশ্চিন্তার ব্যাপার একটাই, আখন্দ সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও তাঁর সম্পর্কে কিছু জানাতে পারছেন না। যদি কোনক্রমে তাঁর কোন ক্ষতি হয়ে যায়, পরিস্থিতি আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে।'

শফি মেসেজটি পড়ে শোনাতেই চাপা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন মর্জিনা বানু।

'আমি জানি, আখন্দ সাহেব কোথায় আছেন।'

সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন ওরা তিনজন, 'কোথায়?'

'তাঁর নিজের বাড়িতে। পাটোয়ারী, ডোনা, সবাই সেখানে।'

'অসম্ভব! তাঁর ইনফরমেশন অফিসার, প্রাইভেট সেক্রেটারি, সবাই বলেছেন, তিনি নেই?'

'মিথ্যে কথা বলেছেন তাঁরা। তাঁরা সম্ভবত নুরুদ্দিনের পক্ষ নিয়েছেন, অথবা গান-পয়েন্টে কথা বলেছেন।'

ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বাম হাতের তালুর ওপর কিল বসালেন মেজর শফি। 'কিন্তু আখন্দ সাহেবের অনুমতি ছাড়া আমরা তো তাঁর বাড়ি আক্রমণ করতে পারি না। উনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বনাশ যা হবার, হয়ে যাবে।'

রিভলভার তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজল সোহেল। 'আমরা এক কাজ করতে পারি, স্যার। ফজলুল হক এখন আমাদের হাতে বন্দি। তাকে গান-পয়েন্টে আমরা ওখানে নিয়ে যেতে পারি। সে আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত বলে পরিচয় দেবে। এতে আমরা কোন সংঘর্ষ ছাড়াই আখন্দ সাহেবের বাসভবনে ঢুকে পড়তে পারব। তারপর সুযোগমত তাকে আটকে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

একটু ভাবলেন শফিউল মাওলা। বললেন, 'কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ফজলুল হককে ২৩ নাম্বার শায়েস্তা খান স্ট্রিট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের হাতের শেষ সম্বল নিয়ে জুয়া খেলা। কোনরকমে ছুটে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। প্রাণেও মারা পড়তে পারি আমরা।'

রেগে গেল সোহেল। 'দায়িত্বটা আমি একা নিতে চাই, স্যার। আমি যাবই এ অভিযানে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও যেতে চাই।'

'দেশের স্বার্থে তোমাকে খুবই প্রয়োজন আমাদের।'

'দেশ আর ডোনা দুটোই আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ, স্যার। আমি আমার নিজের জীবন, চাকরি, উন্নতি সবকিছু বিপন্ন করে শুধু দেশের স্বার্থে কাজ করছি। আপনারা জানেন, নুরুদ্দিনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি সোচ্চার হই। আজ আমরা প্রমাণ করতে চলেছি, নুরুদ্দিন পাটোয়ারী সরকার, রাষ্ট্র তথা জনগণের জন্য ক্ষতিকর শক্তির প্রতিভূ। শুধু তা-ই নয়, সে আমাদের অস্তিত্বের জন্যেও বিপজ্জনক। এই প্রমাণপর্ব চূড়ান্ত করার জন্যেও আমি এগিয়ে যেতে চাই।'

মর্জিনা বানু ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালেন শফিউল মাওলার দিকে। চাহনি দেখেই শফিউল মাওলা বুঝলেন, মর্জিনা বানুও চান ঝুঁকির ভয়ে পিছিয়ে না থেকে এগিয়ে যেতে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

সমস্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল ডোনার। নুরুদ্দিন শক্ত হাতে ধরে আছেন তাকে। যেন

আকাশের মুক্ত পখিটিকে ধরে রেখেছেন, ছেড়ে দিলেই উড়ে যাবে।

বিকেল চারটে নাগাদ সে বুঝতে পেরেছিল, একটা বড় রকমের খুনোখুনি হতে যাচ্ছে। সোহেল সুলেমানের সমস্ত তৎপরতা, পরিকল্পনা একটু একটু করে পরিষ্কার হতে থাকল তার কাছে। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল ডোনার। দেশের স্বার্থে যে নিজের জীবন, প্রেম-ভালবাসা, সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে, তার অন্তঃকরণের তুলনা হয় না।

মর্জিনা বানু দুপুরে বেরিয়ে গেছেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু কোন খবর নেই এখনও। সাড়ে চারটের দিকে তিনটে গাড়ি ভর্তি করে লোকজন, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নুরুদ্দিন রওয়ানা হয়েছেন হ্যাপি ভিলা থেকে।

'জোর গণ্ডগোল শুরু হয়েছে, বনদেবী। এখানে নিরাপত্তা নেই আমাদের।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' সভয়ে জিজ্ঞেস করেছে ডোনা।

'আমাদের দলনেতার বাসভবনে। যথাসময়ে বিয়ে হবে আমাদের। পার্টি গোল্লায় যাক। আজ আমাদের হানিমুন। তোমার বিরহ আর সহ্য করতে পারছি না আমি। বহু প্রতীক্ষার পর আজ তোমাকে পাব, বনদেবী। আমার মনের অবস্থা কল্পনা করতে পার?'

উপায় নেই। বাঁধা পড়ে গেছে সে। তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন মোমিন, শফি, এমনকি সোহেলও। কে জানে, তাঁরা কে কোথায়, কী অবস্থায় আছেন! বেঁচে আছেন কিনা, তা-ই বা কে জানে?

কাপড়-চোপড় গোছানোর ছলে আরও খানিকটা সময় নষ্ট করার চেষ্টা করল ডোনা। নুরুদ্দিন তাগাদা লাগালেন। 'বি কুইক, বনদেবী! সময় নেই!'

'মর্জিনা আপা কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্যে বাইরে গেছেন। তাঁকে না নিয়েই চলে যাব আমরা? আরও একটু অপেক্ষা করলে হত না?'

'চুলোয় যাক মর্জিনা। তাকে বারবার বলেছি আজকে বাসা ছেড়ে কোথাও না বেরুতে। দারোয়ানকে বলে যাচ্ছি, সে ফিরে এলে আখন্দ সাহেবের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। চল।'

ডোনার হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলেন নুরুদ্দিন। উদ্‌গত অশ্রু চেপে ডোনা ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিল। বাড়ির পেছনের গেটের দিকে তাকাল। কেউ নেই। কোন গাড়ি কিংবা মোটর সাইকেল, কিছুই চোখে পড়ল না।

সন্ধ্যায় ফয়েজ আহমদ আখন্দ নিচে নেমে এলেন। চারদিকে অশুভ সংকেত। সবাই কথা বলছে ফিসফিস করে। কেউ কোন কথা পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করছে না।

কনফারেন্স রুমে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে মিশরীয় কার্পেট বিছানো হয়েছে। দুই কোণে দুটো স্পিকারে বিসমিল্লা খাঁ'র সানাই বাজছে মৃদু শব্দে। আগরবাতি আর আতরের গন্ধে ভরে আছে চারদিক। মৃত্যুর গন্ধ। ডোনার মনে হল, সে মারা গেছে। এই শরীর তার নয়। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলছে সে। যেন অনেক দূর থেকে, অন্য জগত থেকে ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করছে সে।

দবু'র মা'র হাত কাঁপছে। জোর করে বসানো হয়েছে তাকে কনে সাজাতে। অপটু হাতে কনে সাজাল সে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডোনা নুরুদ্দিন পাটোয়ারীর স্ত্রী হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে মুক্ত প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সদ্যতরুণী ডোনা। হয়ত সে অচিরেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হবে। ক্ষমতা পাবে। অর্থ পাবে। সম্মান পাবে। বাবা-মা খুশি হবেন। মোনা হাততালি দেবে। কিন্তু জীবন পাবে না। সোহেল সুলেমানকে পাবে না।

তিরিশ হাজার টাকা দামের বিয়ের শাড়িটি পরার সময় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। বিদায় চাইল সোহেল সুলেমানের কাছে, ক্ষমা চাইল। নিজের অতীতের কাছেও ক্ষমা চাইল সে। নতুন বন্দি জীবনের মুখোমুখি হয়ে প্রকৃতির মুক্ত বালিকা থরথর করে কাঁপতে থাকল।

নুরুদ্দিনের সামনে এগিয়ে বসে কাজী সাহেব পাত্রপক্ষের বিবৃতি পাঠ করলেন। নুরুদ্দিন পাটোয়ারী স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন, 'কবুল করিলাম।'

ডোনার মনে হল, তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ। গলা শুকিয়ে গেছে। একটু পানি চাই তার। পানি। মারা যাচ্ছে সে। সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না।

কাজী সাহেব পাত্রীপক্ষের বিবৃতি পাঠ করলেন। বললেন, 'বল, মা, কবুল।'

ডোনা পানি চাইবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করল। দুই দরজায় দাঁড়ানো দু'জন গার্ড হঠাৎ রাইফেল তাক করল কার্পেটে বসা লোকগুলোর দিকে। একজন চিৎকার করে উঠল, 'থামো।'

সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম হল কাজী সাহেবের। নুরুদ্দিন দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্সকোটের পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন। পেছনে দাঁড়ানো গার্ড রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল তাঁর হাতে। রিভলভার ছিটকে পড়ল দশ হাত দূরে।

মুখ থেকে মুখোশ খুলে হাসিমুখে এগিয়ে এল সোহেল সুলেমান। 'দুঃখিত, পাটোয়ারী সাহেব, আপনার এই রোমান্টিক মুহূর্তটা মাটি করে দিলাম। তবে আফসোসের কিছু নেই। ফায়ারিং স্কোয়াডে এর চেয়ে আরও রোমান্টিক মুহূর্ত অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। যদি কোনক্রমে ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত এড়াতে পারেন, বাকি জীবন জেলখানায় তসবিহ্ গুনে কাটাতে হবে। সে-ও কম রোমান্টিক হবে না!'

'এসবের অর্থ কী? আলী দিনার!' হাঁক দিলেন নুরুদ্দিন।

গগনবিদারী শব্দে গুলি হল। আখন্দ সাহেবের কান ঘেঁষে গুলি আছড়ে পড়ল পেছনের দেয়ালে। কিছু পলেস্তরা খসে পড়ল মেঝেয়।

হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল সবাই। মোমিনের চিৎকার শোনা গেল, 'শুয়ে পড়ুন সবাই!'

স্টেনগান থেকে গুলিবর্ষণ করছে কেউ। অন্যদিক থেকে পাল্টা গুলি চালাল প্রতিপক্ষ। নুরুদ্দিন পালাতে চেষ্টা করেছিলেন সোহেল সুলেমানকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পেয়ে। আত্মঘাতী হল চেষ্টাটা। পেছনের করিডরে অপেক্ষমাণ একজন সশস্ত্র গার্ড রাইফেল তাক করল তাঁর দিকে। গুলি খরচ করার দরকার নেই। বেয়নেট চার্জ করেই তাঁকে সাবাড় করতে পারে সে তিনফুট দূর থেকে। মুখে অস্ফুট আওয়াজ করে পিছিয়ে এলেন নুরুদ্দিন। চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হল কী করে? মৃত সোহেল সুলেমানই বা এখানে কেন!'

হতভম্ব হয়ে পড়লেন ফয়েজ আহমদ আখন্দ। 'এসব...এসব কী ব্যাপার?'

'এসব হচ্ছে দেশ, রাজনীতি আর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন আপনার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহকর্মী নুরুদ্দিন পাটোয়ারী। সংক্ষেপে আমি যা বলতে পারি, তা এই যে, আপনাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চেয়েছিলেন তিনি।'

আখন্দ সাহেব বিভ্রান্তের মত একবার পাটোয়ারী আর একবার সোহেলের দিকে তাকাতে লাগলেন।

'আমাকে...খুন...কী বলছেন এসব?'

সোহেল বলল, 'এতদিনের বিশ্বস্ত সহচরকে হঠাৎ অবিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন। আলী দিনার নামে আরও একজনকে পাকড়াও করা হয়েছে। সে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। আপনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে পাটোয়ারী পার্টির প্রধান হতে চেয়েছিলেন। পার্টি ক্ষমতায় গেলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন, সেই আশায়। বিয়ের অনুষ্ঠানটা ক্যামোফ্লাজ মাত্র।'

বাইরে গুলির শব্দ থামল। পুলিশের গাড়ি এসেছে। বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে তারা। কয়েকজন আহত লোককে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। বন্দিদের গাড়িতে তুলছে

পুলিশ। ঘরের ভিতর থেকেই তাদের তৎপরতা অনুমান করা যাচ্ছে।

মোমিন আখন্দ সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বললেন অনেকক্ষণ। শুনতে শুনতে আখন্দ কখনও বিমর্ষ হলেন, কখনও আক্রোশে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল।

শফিউল মাওলা ঢুকলেন, সঙ্গে মর্জিনা বানু। বোনের দিকে একনজর তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন নুরুদ্দিন। পেছন পেছন পুলিশের প্রহরায় আলী দিনারকে ঢুকতে দেখা গেল।

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন নুরুদ্দিন পাটোয়ারী।

হিস্টিরিয়ার রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল আলী দিনার, 'আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন কেন পাটোয়ারী ভাই। আমার সব কাজ ছিল পাকা। কাঁচা কাজ করেছেন আপনি। ওই মেয়েটার জন্যে···আপনার···কি বলে, পিরিতের বাড়াবাড়ির জন্যে এই দশা। সব গোলমাল করেছে ওই মেয়ে···আপনাকে বারবার বলেছিলাম, শুনলেন না।'

রিভলভারের নল তার পিঠে ঠেকিয়ে সোহেল বলল, 'আর সেজন্যেই নেতার কথা অমান্য করে রাতের অন্ধকারে খুন করতে গিয়েছিলে তাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল আলী দিনার, 'একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ওটাকে খরচা করে দিতে পারলে সবকিছুই প্ল্যানমাফিক হয়ে যেত। দুঃখ হচ্ছে, কূলে এসে ডরাডুবি হল!'

'থামো! থানায় চল।' পুলিশ অফিসার টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলেন তাকে।

মর্জিনা বানু বললেন, 'আমাদের মিশন শেষ, আখন্দ সাহেব। এবার, আপনার অসমাপ্ত মিশন শেষ করুন। সব আয়োজন সম্পন্ন।'

রাগে ফেটে পড়লেন আখন্দ। 'কী বলছ তুমি?'

'রাগ করবেন না, স্যার,' আর্জি জানালেন শফি। 'মর্জিনা বানু কথা শেষ করতে পারেননি। আসলে পাত্র-বদল হচ্ছে। সোহেলের সঙ্গে ডোনার বিয়ের ব্যবস্থা করুন।'

আখন্দ হেসে ফেললেন। ডোনার মাথা ঘোমটার আড়ালে নিচু হতে হতে প্রায় বুকে গিয়ে ঠেকল। হাসছে সে।

মোমিন বললেন, 'স্যার, মেজর শফিও তাঁর কথা শেষ করতে পারেননি। কাজী সাহেবকে আরও একটি বিয়ে পড়াতে বলুন। মেজর শফির সঙ্গে মর্জিনা বানুর। অনেক পুরাতন ঘটনা, নুরুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে যার অপব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

মর্জিনা বানুও মাথা নিচু করলেন।

কাজী সাহেব হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে ধাতস্থ হলেন। রেজিস্টারের আগের পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে পাত্র-পাত্রীর নাম লিখলেন। বিয়ে পড়ালেন। নবদম্পতিদের জন্যে দোয়া করলেন।

আখন্দ মন্তব্য করলেন, 'প্রকৃতির কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। ইচ্ছে করলেই আমরা তার বিরুদ্ধে যেতে পারি না। জোর করে গেলে তার জন্যে চড়া মূল্য দিতে হয়।'

সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নুরুদ্দিন পাটোয়ারীকে যখন থানায় পাঠানোর জন্য গাড়িতে তোলা হল, ফয়েজ আহমদ আখন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

'মনের মধ্যে এতবড় শয়তান পুষে রেখেছিলে, দোস্ত, একটুও টের পাইনি। আমার বাড়ি থেকে তোমার বিদায়টা খুব নিষ্ঠুর ধরনের হয়ে গেল। এটা আমি চাইনি। আফটার অল, তুমি অনেক পুরানো বন্ধু। তবে একটা শাস্তি তোমাকে দেব আমি। শুধু তোমার নয়, তোমার মতন যে ক'জন লোক এ-দেশে আছেন, সবার মনে থাকবে। ঘাবড়ে যেয়ো না। টেক ইট ইজি। খোদা হাফেজ।'

সোহেল করমর্দন করল শফির সঙ্গে। হেসে বলল, 'কংগ্রাচুলেশনস!'

শফি বললেন, 'থ্যাংকস। সেম টু ইউ।'

মোমিন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিষ্টি কই?'

গেস্ট হাউজের দুটো রুম দুই সদ্যবিবাহিত দম্পতির কূজন-কাকলিতে মুখর হয়ে উঠল।

ডোনাকে সজোরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রইল সোহেল।

'ছাড়বে না?'

'উঁহুঁ।'

'সারাজীবন এইভাবে ধরে রাখবে? কোনদিন কাছছাড়া করবে না? কথা দিচ্ছ?'

'হুঁ।'

'শুধু হুঁ আর উঁহুঁ নয়, কথা বল। তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে আমার।' ভ্রূধনু বাঁকিয়ে মিষ্টি করে হাসল ডোনা।

সোহেল বলল, 'সারারাত পড়ে আছে কথা বলার জন্যে।'

ডোনার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। সেই গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে। নাক থেকে বুকের ভেতরে। মস্তিষ্কে। রক্তে গিয়ে আছড়ে পড়ছে সেই ঘ্রাণ।

অনেকদিনের ভুলে যাওয়া কোন চেনা গান বেজে উঠেছে তাদের শরীরে। তাদের চোখ, নিঃশ্বাস আর উত্তাপ কথা বলে উঠল। কথা বলতেই থাকল।

সেই আলাপনের মধ্যে ডোনা আবিষ্কার করল, তার প্রিয় শরীরটি কাছে এলে সে চন্দনের গন্ধ পায়। তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে তোলে।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, 'চন্দন!'

সোহেল খুশি-গলায় বলল, 'আপত্তি নেই, ডাকতে পার আমাকে এই নামে।'

ডোনা তার বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'আচ্ছা।'

পাশের ঘরে মর্জিনা বানুর কানের কাছে মুখ নিয়ে শফি তখন বলছিলেন, 'আমি জানতাম না, জীবনটা এত সুন্দর হতে পারে।'

মর্জিনা বানু বলছিলেন, 'আমিও না।'